বনবীর

(ঐতিহাসিক নাটক)

নিয়তি, বীরপূজা, মুক্তিতীর্থ, ব্রহ্মতেজ, অমরাবতী, চাষার মেয়ে,
দলমাদল, দেশের দাবী, চক্রী, মুক্তির মন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
"রঞ্জন অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৫৬ সাল।

হেতমপুরাধিপতি

স্বর্গীয় মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের

সুযোগ্য পৌত্র

বাণী ও কমলার বরপুত্র, নাট্যকলাবিদ্‌
ও নাট্যোৎসাহী

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বি-এল

মহাশয়ের করকমলে

এই "বনবীর" নাটকখানি

ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্বরূপ

অর্পিত হইল।

অবতরণিকা

মেবার রাজস্থানের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। রাজস্থান বীরের দেশ ব'লেই পরিচিত। এই রাজস্থানের উপর দিয়ে কি ভাবে কত সুদিন দুর্দ্দিন এসে চ'লে গিয়েছে, তার বহু ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত এখনও বর্ত্তমান। কালচক্রের আবর্ত্তন রাজস্থানের পরমায়ু শেষ কর্‌বার জন্য কখনও বাইরের ঝড় তাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে, কখনও নিজেদের সর্ব্বনাশী হিংসায় নিজেরাই গৃহবিবাদ সৃষ্টি ক'রে ধ্বংসের আগুন জ্বেলে রাজস্থানের স্থায়ীত্ব নষ্ট করেছেন। বাপ্পার বংশে সঙ্গ নামে এক রাণা জন্মেছিলেন। সঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রমজিৎ রাণা হয়েছিলেন, কিন্তু বিক্রমজিৎ ছিলেন দুষ্ট প্রকৃতির। এই প্রকৃতি নিয়ে তিনি প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার কর্‌তেন ব'লে মেবারের প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণ বিক্রমের উপর বিরক্ত হ'য়ে তাঁকে বন্দী করেন। সেই সময় সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহ ছিলেন শিশু, সে জন্য সঙ্গের দাসীপুত্র বনবীরের উপর রাজ-কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। বনবীরের স্বভাব ভালই ছিল; কিন্তু ভবিষ্যতে অর্থাৎ উদয় সিংহের পরিণত বয়সে তাকে রাজ্যভার ফিরিয়ে দিতে হবে এই চিন্তায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে, রাজ্যলোভ সম্বরণ কর্‌তে না পেরে, আগে বন্দী বিক্রমজিৎকে কারাগারেই নিহত করেন, পরে শেষ কণ্টক উদয়সিংহকে হত্যার মনস্থ করেন। শিশু উদয়সিংহের ধাত্রী, পান্নাবাঈ এই ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরে জনৈক রাজ-নাপিতের সাহায্যে ফল-ফুলের ঝুড়িতে ঘুমন্ত উদয়সিংহকে শুইয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। পরিণামে বনবীর উদয়সিংহের পরিবর্ত্তে ধাত্রী পান্নার শিশু পুত্রকে হত্যা করেন। বহু চেষ্টার পর উদয়সিংহ কমলমীর দুর্গের আশা-শার কাছে আশ্রয় পান। ধাত্রী পান্নার এই অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি আর আত্মত্যাগের পরিণামে উদয়সিংহের মঙ্গল হয়েছিল, বনবীরের দুর্গতির আর পরিসীমা ছিল না। রাজস্থানে এ ঘরোয়া সংগ্রামের কোনদিনই অভাব হয় নি। আমার এই **বনবীর** তার একটু অংশ মাত্র…নাট্যামোদীগণের জন্যই রচিত…ভাল মন্দ রসজ্ঞের বিচার্য্য। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

—পুরুষ-

হুমায়ুন	...	...	দিল্লীশ্বর।
বিক্রমজিৎ	...	...	মেবারের রাণা
উদয়সিংহ	...	...	ঐ ভ্রাতা।
করমচাঁদ	...	...	আজমীরপতি।
জগমল	...	...	ঐ পুত্র।
কাঞ্জিলাল	...	...	সর্দ্দার।
খাণ্ডার	...	...	মল্ল।
চাঁদগিরি	...	...	রাজ-বিদূষক।
বনবীর	...	...	কমল্মীরপতি।
আশা-শা	...	...	দুর্গাধিপ।
চন্দন	...	...	পান্নার পুত্র।

বারী, গোবরা, চারণ, প্রহরী, দরবেশ-
বালকগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

দেবীকাবাঈ	...	...	মেবারের রাণী।
শীতলসেনী	...	...	বনবীরের মাতা।
পান্নাবাঈ	...	...	উদয়সিংহের ধাত্রী।
মাতুবাঈ	...	...	চাঁদগিরির পত্নী।

তিলমণি, চারণীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

বনবীর

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—রাজসভা।

চারণীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

এসো রণজয়ী হও চিরজয়ী, গাহিব আমরা জয়ের গান।
অরাতিগর্ব্ব করিয়া খর্ব্ব রাখিলে আজি দেশের মান।
পুণ্য বাতাসে পূর্ণ থাকুক্ রতনখচিত ধর্ম্মাসন,
দুর্জ্জন হেথা হউক্ দলিত, সজ্জন সনে সম্ভাষণ,
চিতোর-প্রদীপ থাকুক্ জ্বলিয়া, উড়ুক্ শিখরে জয়-নিশান।
অরাতিহৃদয়ে বাজিবে অশনি, চারণ গাহিবে দিবস যামী,
আঁধারে জ্বলুক উজ্জ্বল আলো, ধন্য হউক চিতোরভূমি,
আকাশ হইতে আশিস্-ঝরণা ঢালুক্ শিয়রে ভগবান।

[প্রস্থান।

বিক্রমজিতের হাত ধরিয়া হুমায়ুন, করমচাঁদ, জগমলরাও, চাঁদগিরি ও খাণ্ডারের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। মহামান্য দিল্লীশ্বর! পরাক্রমী বাহাদুর সাহের প্রবল আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আপনার এ সৌজন্য অতুলনীয়; আপনার এ ঋণ পরিশোধ করবার শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, একই মহামন্ত্রে আজ থেকে হিন্দু মুসলমান একতার দৃঢ় সূত্রে গ্রথিত রইলো। ঈশ্বর করুন, আমাদের পরস্পরের মধ্যে জীবনে কখনো যেন রক্তসিন্ধু সৃষ্টি না হয়।

হুমায়ুন। রাণা বিক্রমজিৎ! ঈশ্বরের চরণতলে এ প্রার্থনা সত্য হোক্; আমাদের উভয় জাতির গৌরব মিশে থাকুক্ এই ভারত-ভূমিতে,—বীর জাতির সমান তীর্থ হোক্ ভারতভূমি। আমরা উভয়েই ভারত মাতার সন্তান। বাহাদুর সাহকে বিতাড়িত ক'রে আমি নূতন ক'রে আপনাকে চিতোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করছি। আপনিই মেবারের রাণা—চিতোরের শাসনকর্ত্তা।

[হুমায়ুন বিক্রমজিৎকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন, সকলে জয়ধ্বনি করিল—"জয় রাণা বিক্রমজিতের জয়!"]

বিক্রমজিৎ। জয় দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের জয়!

সকলে। জয় দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের জয়!

হুমায়ুন। না রাণা, আমার জয়ঘোষণা সত্য এবং সফল হ'তো যদি বাহাদুর সাহর আক্রমণের পূর্ব্বে এসে আপনাকে সাহায্য করতে পারতুম। আপনাকে আর আপনার ভ্রাতা উদয়সিংহকে বাঁচাবার জন্য রাণী কর্ণাবতী আমাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধনে রাখি পাঠিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন; আপেক্ষ রইলো যে, এমন রাখির বহিন্‌কে আমি যথাসময়ে এসে বাঁচাতে পারলুম না।

বিক্রমজিৎ। দিল্লীশ্বরের চেষ্টায় হয় তো বাঁচতো—আমার বিমাতা কর্ণাবতীকে জহর-ব্রত নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে হ'তো না। দুর্গ-দ্বার ভেঙে ঝড়ের মত শত্রু এসে তাদের জয়চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। এ যুদ্ধে মেবারের ক্ষতির পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়; বিশেষতঃ আমার

ভাই উদয়সিংহ, তাকে জীবিত কি মৃত অবস্থাতেও খুঁজে পাই নি। আপনার অনুকম্পা সার্থক হ'তো, যদি এই সিংহাসনের পাশে আমার ভাই উদয়সিংহকে দেখ্‌তে পেতুম।

হুমায়ুন। আমার অনুকম্পা হ'তে ঈশ্বরের অনুকম্পাই অধিক মূল্যবান। মানুষ মানুষকে সাহায্য করে ঈশ্বরের প্রেরণা নিয়ে, তাতে সম্পূর্ণ সফলকাম হওয়া মানুষের হাত নয়। এ যুদ্ধের জন্য আপনিই সম্পূর্ণ দায়ী—বাহাদুর সাহের কাছে পরাজিত হয়েছেন নিজেরই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে।

বিক্রমজিৎ। কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে।

হুমায়ুন। সে চেষ্টা দেখিয়েছেন মেবারের রাণার গর্ব্ব নিয়ে—রাজপুত সর্দ্দারের শক্তি ও মন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে নিজের বাহুবলের উপর অন্ধ বিশ্বাস রেখে। এ যুদ্ধে রাজপুত সর্দ্দারদের পূর্ব্ব হ'তে সাহায্য পেলে শত্রুসেনার মেবারশক্তি জয় করা সম্ভব হ'তো না।

বিক্রমজিৎ। আমার মনে হয়, সর্দ্দারগণ চিরদিনই আমার বিপক্ষে। তাদের বিশ্বাস করি না ব'লেই যুদ্ধে আহ্বান করি নি।

হুমায়ুন। কিন্তু কোন্ সাহসে যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কতকগুলো নীচ মল্লদের নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হ'লেন? তারা অর্থ নিয়ে ক্রীড়া দেখায় মাত্র, যুদ্ধে অস্ত্রচালনার কৌশল তারা জানে না। আপনি মহাভুল করেছিলেন এই যুদ্ধে যোগ্য মস্তিষ্কের সাহায্য না নিয়ে। আপনি বিরক্ত হবেন না—অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি ক'রে জাতির অধঃপতনের কারণ হবেন না; আদর্শ নরপতির যোগ্য পরিচয় দিয়ে রাজপুত-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন।

বিক্রমজিৎ। মহামান্য দিল্লীশ্বর! আপনার মন্ত্রণা আমার শিরোধার্য্য। রাজপুতের প্রাণ থেকে এ ধারণা আমি মুছে দেবো, হ্যাঁ—

এ আমার কর্ত্তব্য। আর যত শয়তান কপটাচারী প্রবঞ্চকের দল, দর্শন মাত্রেই তার মূলোচ্ছেদ করবো—চিতোরশাসনে যোগ্য শক্তির পরিচয় দিতে আমি কার্পণ্য করবো না।

হুমায়ুন। আর এই বৃদ্ধ করমচাঁদ—এই আজমীরপতি, সারা পৃথিবী অন্বেষণ ক'রেও এমন অমূল্য রত্ন আর একটী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। মাহাত্মা করমচাঁদ! আমি আপনাকে বহুৎ বহুৎ সেলাম করি; খোদা আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

করমচাঁদ। জাঁহাপনা মহানুভব। আমি সংসারের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব—প্রশংসার যোগ্য কার্য্য কখনো করেছি কি না জানি না। অধীনের স্তুতি-নিন্দার দায়ী সম্পূর্ণ ঈশ্বর. আমি কে সম্রাট?

হুমায়ুন। না বৃদ্ধ! তোমার স্থবির মস্তিষ্ক রাজকার্য্যে সহস্র মন্ত্রীর মন্ত্রণাকৌশলে সুসম্পন্ন করে। রাণা বিক্রমজিৎ! একা করমচাঁদই আপনার রাজ্যসম্পদ—করমচাঁদই আপনার চিতোর-গৌরব—করমচাঁদই আপনার সৈন্যশ্রেণীর লক্ষ বাহুবল, তাঁরই দৃষ্টিতে মেবার আপনার চির-উন্নত থাকবে পাহাড়ের গাম্ভীর্য্য নিয়ে। তাঁকে শ্রদ্ধায় প্রতিপালন করবেন, আজ্ঞায় শাসন করবার চেষ্টা করবেন না।

বিক্রমজিৎ। দিল্লীশ্বরের অমানুষিক ঔদার্য্যে ও সহানুভূতিতে মেবারে সকল দিক হ'তে শান্তিস্থাপন হোক্, এই আমার ঐকান্তিক কামনা।

হুমায়ুন। উত্তম! রাণী কর্ণাবতীর অমর আত্মার সদ্গতি কামনা ক'রে এইবার আমি বিদায় প্রার্থনা করি—

বিক্রমজিৎ। দিল্লীশ্বরের জয় হোক্!

সকলে। দিল্লীশ্বরের জয় হোক্!

হুমায়ুন। সেলাম—বহুৎ বহুৎ সেলাম!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

লেও দরদী মেহমান্ মেরা লাখো সেলাম।
রঙ্গিলি দুনিয়ামে দিল্ রঙ্গিলি,
ভরা হুয়া মুখে মিঠি বোলি,
রঙ্গিনী সঙ্গত লাখো সেলাম।
নয়নমে রোশ্নী দিল্‌মে পিয়াস,
দেওতা আসমানকি দুনিয়াকি আশ,
যোবন নজরাণা মিলকে মিলানা
সোবৎ সঙ্গতে বহুৎ ইনাম।

[সেলাম করিতে করিতে হুমায়ুন ও তৎপশ্চাৎ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। সর্দ্দার করমর্চাঁদ! আপনি দিল্লীশ্বরের চিতোর পরিত্যাগের আয়োজন ক'রে দিন।

করমর্চাঁদ। উত্তম।

বিক্রমজিৎ। জগমলরাও! চাঁদগিরি! তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে যে? সভাগৃহের কার্য্য শেষ হয়েছে, তোমরা এখন যেতে পার।

চাঁদগিরি। তাই ভাব্‌ছি, এখনো দাঁড়িয়ে আছি কেন? আপনি নূতন ক'রে সিংহাসনে বস্‌লেন, তাই বোধ হয় নূতন ক'রে জয়-জয়কার দেখ্‌বার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। একটু আগে এমন ভাব্‌ছিলুম যে, প্রায় দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল। ভাব্‌ছিলুম, মহারাণা বিক্রমজিৎ যদি এ যুদ্ধে টিকে যান—তবেই মঙ্গল, নইলে উদয়সিংহ পর্য্যন্ত নেই যে সিংহাসনে বসে! ব্যাপারটা কি হ'তো বলুন দেখি? রাণাবংশটাও লোপ পেতো, আর সিংহাসনটা ওই সর্দ্দারগুলো টুক্‌রো-

টুক্‌রো ক'রে কেটে নিয়ে তামাক খাবার কল্‌কের ঠিক্‌রে ক'রে ফেল্‌তো।

বিক্রমজিৎ। অত ভাব্‌নায় তোমার প্রয়োজন নেই; তোমার চেয়ে ভাব্‌বার লোক চিতোরে এখনো বর্ত্তমান।

চাঁদগিরি। চিতোর বড় বড় চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক আছে বটে, কিন্তু অঙ্কপাত ক'রে ঠিক দিয়ে দেখ্‌বেন—একই রকম চিন্তা।

বিক্রমজিৎ। স্বার্থের চিন্তা—শুধু স্বার্থের চিন্তা।

চাঁদগিরি। ঠিক বলেছেন—ঠিক ধরেছেন, এই জন্যেই আপনিই ঘুরে ফিরে মেবারের রাণা। সব স্বার্থপর! যারা আপনার মৃত্যু কামনা করে—তারাও স্বার্থপর, যারা আপনার ভাল দেখ্‌তে চায়—তারাও স্বার্থপর; অর্থাৎ ম'রে গেলে রাজৈশ্বর্য্য লুটে নেবে, আর বেঁচে থাক্‌লে হাত পেতে বৃত্তি আদায় করবে।

বিক্রমজিৎ। আচ্ছা—আচ্ছা, তুমি এখন সভাগৃহ ত্যাগ করবে কি না?

চাঁদগিরি। সভা ভঙ্গ হয়েছে যখন, তখন সভায় আর না থাকাই মঙ্গল। জগমলরাও! চ'লে এসো; আরে, হাঁ ক'রে দেখ্‌ছো কি? ভাব্‌ছো কি? কথা কও না কেন? ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাবাজীর দম বন্ধ হ'য়ে গেল না কি? মহারাজ! দেখুন—দেখুন, জগমলরাও কি রকম কাঠ হ'য়ে দম বন্ধ ক'রে ভাব্‌ছে দেখুন—

জগমল। আঃ, কেন বিরক্ত করছেন? আপনার ইচ্ছা হয়, যেতে পারেন, এই সভাগৃহে আমার প্রয়োজন আছে।

চাঁদগিরি। এতক্ষণ ধ'রে ভেবে ভেবে শেষে বুঝি একটা প্রয়োজন আবিষ্কার করলে? কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজনগুলো পাঁজি দেখে

ঠিক করা উচিৎ, নইলে ভূত, প্রেত, দত্যি-দানা যায় পেঁচো পর্য্যন্ত ঐ প্রয়োজনকে ওজন ক'রে তোমার মস্তিষ্কবিকারের এক তেতো পাঁচন তৈরী করবে—ইতি বিদায়।

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। কি প্রয়োজন তোমার জগমল?

জগমল। রাণা বিক্রমজিতের প্রয়োজনেই রাজসভায় এসেছিলুম।

বিক্রমজিৎ। কিন্তু এখন সভা ভঙ্গ হ'য়ে গেছে—

জগমল। সভাভঙ্গের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সভায় সর্দ্দারপক্ষের কোন যুক্তি-তর্কের কোন মীমাংসার প্রশ্নোত্তর ওঠে নি, কারণ সে অবসর কাউকে দেওয়া হয় নি। তা না হ'লেও সভাভঙ্গের পরও কোন বিষয়ের সরল মীমাংসা হওয়া অসম্ভব নয়।

বিক্রমজিৎ। কি তোমার প্রশ্ন শুনি?

জগমল। সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে যেভাবে প্রকৃত আবেদন শোনার প্রয়োজন, সেইভাবে শুনতে হবে আমার কথা—সহজ সরল ভাষায় উত্তর দিতে হবে তার।

বিক্রমজিৎ। ভণিতা দেখিয়ে ক্রমে যে জটিলতার সৃষ্টি করছো জগমল! কথাটাই শুনি!

জগমল। [খাণ্ডারকে দেখাইয়া] এ কে?

বিক্রমজিৎ। [খাণ্ডার তখন সুরাপান করিয়া একপার্শ্বে ঝিমাইতেছিল, সে গোপনে সুরাপাত্র আনিয়াছিল ও খুব গোপনে পান করিয়া অবশেষে সহজ অবস্থা হারাইয়াছিল; বিক্রমজিৎ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন] ও—ও খাণ্ডার—

জগমল। যেখানে দিল্লীশ্বর হুমায়ুন আপনাকে সিংহাসনে বসিয়ে সভাগৃহের সজীবতা সৃষ্টি করতে এসেছিলেন, সেখানে ওকে প্রবেশা-

ধিকার দিলে কে ? আপনার সভাগৃহও কি মল্লের ক্রীড়াভূমি ? একটা ছোটলোক নেশাখোর মাতাল—

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! থাণ্ডার !

থাণ্ডার। জী মহারাজ—[উঠিয়া দাঁড়াইল]

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! থাণ্ডার বুঝি এতক্ষণ সুরাপান কর্‌ছিল ? দেখ—দেখ জগমল ! আবার পানপাত্রও সঙ্গে এনেছে—

থাণ্ডার। হ্যাঁ—এনেছি, খাঁটি জিনিষ।

বিক্রমজিৎ। দেখ—দেখ জগমল ! থাণ্ডারের মত্ততা দেখে আমার হাসি পাচ্ছে ! দেখ—দেখ—

জগমল। আপনি দেখুন, আর অন্তরে উপভোগ ক'রে আপনিই হাসুন।

বিক্রমজিৎ। আমার কিন্তু বড় ভাল লাগ্‌ছে।

জগমল। এই ভালই আপনার সর্ব্বনাশের মূল কারণ।

বিক্রমজিৎ। তোমার ভাল না লাগে, এ স্থান ত্যাগ করতে পার।

জগমল। ঈশ্বরের অভিশাপ আপনার মাথায়, তাই কুসঙ্গীই আপনার প্রিয়, আর সাধুসঙ্গ আপনার বিষ। নইলে চোখের উপর এমন সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল—রাজ্যহারা হ'লেন—এত বড় যুদ্ধবিগ্রহে মর্য্যাদারক্ষায় মাতৃস্বরূপিণী মেয়ের দল আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, তার জন্ম এতটুকু কাতর না হ'য়ে—ভগবানের কাছে পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষমা না চেয়ে আপনি ধর্ম্মাধিকরণে ব'সে একটা ইতর মাতালের মত্ততা দেখে হাস্‌ছেন ? দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের সত্য উপদেশ দানের কি এই পরিণাম ? এই পাপ চিত্ত নিয়ে পরিণামে আবার আপনাকে রাজ্যহারা হতে হবে—আবার শত্রু সৃষ্টি ক'রে তাদের রোষাগ্নিতে আত্মাহুতির আয়োজন করছেন !

বিক্রমজিৎ। বেশ! আবার তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও, আমার আপত্তি নেই। চিতোরের সিংহাসন রাণা বিক্রমজিতের, ঈশ্বরের তরফ থেকে এ খাঁটি বিচার।

জগমল। ভগবানের বিচার নিক্তির ওজনে; আমরা আপনাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলে কি হবে? ঈশ্বর যে গরল সৃষ্টি করেছেন আপনার দুর্ভাগ্যে, তাই অমৃতের রুচিতে আপনার সহস্র বিঘ্ন।

বিক্রমজিৎ। [দৃঢ়স্বরে] জগমলরাও!

জগমল। আপনার মত অবিবেচকের রক্তচক্ষুকে তাচ্ছিল্য করতেই অভ্যাস করেছি, ভয়ে যুক্তকরে মাথা নীচু করতে শিখি নি।

বিক্রমজিৎ। ঔদ্ধত্য রাখ জগমল!

জগমল। ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে অন্তরকে কষ্ট দেবেন না মহারাজ। সম্মুখে আপনার সুরাপানোন্মত্ত প্রিয় সঙ্গী, তার মত্ততায় প্রমত্ত হ'য়ে আনন্দ করুন—রাজ্য সম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকবে। [প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। স্পর্দ্ধা! এরা সর্ব্বদাই চায় আমায় শাসনে রাখতে। এই ঘৃণাতেই গত যুদ্ধে এদের আমি কাউকে আহ্বান করি নি।

খাণ্ডার। সব ফাঁকা ফাঁকা দেখ্‌ছি যে! সভা ভেঙ্গে গেল না কি? সেই বুড়োটা কোথায় গেল?

বিক্রমজিৎ। কে—করমচাঁদ?

খাণ্ডার। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! মনে করেছিলুম, বুড়োটাকে চিৎ ক'রে ফেলে এই কলসীর জলপড়া খানিকটা খাইয়ে দেবো, গেল কোথা? খেলে একবার দেখ্‌তেন, কি রকম কেষ্টনাচন নাচ্‌তো!

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

খাণ্ডার। মাইরি—মাইরি, আমি অম্‌নি রাধিকা হ'য়ে এমন ঘোমটা টেনে দাঁড়াতুম—

বিক্রমজিৎ। চল—চল, তুমি বড় বে-একার হয়েছ!

খাণ্ডার। বুড়োর গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌তুম, প্রাণকেষ্ট—রাধে-কেষ্ট—একবার বাঁশী বাজাও তো! অমনি ফুড়ুক-ফুড়ুক—ফুড়ুক-ফুড়ুক—

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

খাণ্ডার। ফুড়ুক-ফুড়ুক—ফুড়ুক-ফুড়ুক—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—বনপথ।

চারণ গাহিতেছিল।

গীত।

বাঁশী বাজ্‌বে না আর মাতন সুরে।
শ্যাম হয়েছে শ্যামাঙ্গিনী বাঁশীর হাতে অসি ধ'রে।
শ্যামের পাশে নাই শ্রীমতী, নাচে ডাকিনী,
শিবের বুকে চরণ দিয়ে শ্যাম হয়েছে শিবানী,
বাঁশী এখন অসি হ'লো রক্ত খাবার সাধ ক'রে।

[প্রস্থান।

পান্না ও উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। ধাই-মা! কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমায়? আমি আর যাবো না।

পান্না। না গেলে উপায় নেই বাবা!

উদয়। না—আমি তোমার কথা শুন্‌বো না—আমায় রাজপুরীতে নিয়ে চল!

পান্না। রাজপুরীতে এখন বিপদের অবধি নেই, শত্রু এসে রাজ-পুরী আক্রমণ করেছে—তোমাকে তারা বধ করবে; তাই তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

উদয়। কেন—কে আমায় বধ করবে? আমার মা রয়েছে—আমার দাদা রয়েছে, তারা থাক্‌তে কেউ আমায় বাঁচাতে পার্‌বে না?

পান্না। না,—তোমার মা শত্রুর অত্যাচার থেকে বাঁচ্‌বার জন্য আগুনে পুড়ে মরেছে।

উদয়। এঁ্যা—সে কি? ধাই-মা—!

পান্না। কেঁদো না বাবা! সেই মা তোমায় আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে রাণাবংশের জীবন্ত প্রদীপ উজ্জ্বল রাখ্‌তে। উদয়! বাবা আমার! মনে কর আমিই তোমার সেই মা; সে মায়ের অভাব আমি তোমায় এতটুকু বুঝ্‌তে দেবো না।

উদয়। ধাই-মা! হও তুমি সেই মায়ের মত; কিন্তু সেই মায়ের কথা ভুল্‌বো কেমন ক'রে ধাই-মা?

গীত।

সেই মায়ের কথা কি ভোলা যায়?
কত বেদন-ব্যথায় সান্ত্বনা দিত, বলি কোন্ উপমায়।
যদি মা গো তুমি সেই মা-টী হও,
নয়নের বারি তেম্‌নি মুছাও,
মা হ'য়ে আমার মার হাসি দাও, পার যদি রাখ করুণায়।

পান্না। না—না, তুমি আমারই ছেলে—যেমন চন্দন আমার ছেলে, না—না, তারও বেশী—তারও বেশী। বল উদয়! আমি তোমার মা?

উদয়। হ্যাঁ, তুমি আমার মা—আমার সত্যিকারের মায়ের মত মা। মা!—মা!—[পান্নাকে জড়াইয়া ধরিল]

পান্না। রাণী কর্ণাবতী! স্বর্গ থেকে দেখ, পরের হাতে বিলিয়ে দেওয়া তোমায় সন্তানের মা আমি। মা হ'য়ে সন্তান-রত্ন বিলিয়ে দিয়েছ, সেই সঙ্গে মা হবার শক্তি দাও দেবী! দায়িত্ব দিয়েছ, দায়িত্ব পালন করবার শক্তি দাও! তোমার উদয় আমার হাতে—রাণাবংশের প্রদীপ আমার হাতে—সমগ্র মেবার আমার হাতে—

উদয়। মা! আকাশের দিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা কইছো?

পান্না। না—ও কিছু নয়; কে আছে এখানে—কার সঙ্গে কথা কইবো?

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। এই যে উদয় এখানে! ভগবানকে ধন্যবাদ!

পান্না। কে—কে? একি—কুমার বনবীর? আপনি কমলমীর থেকে আস্‌ছেন?

বনবীর। হ্যাঁ; কমলমীর থেকে চিতোরে পদার্পণ ক'রেই যখন শুন্‌লুম বাহাদুর সাহকে পরাজিত ক'রে দিল্লীশ্বর হুমায়ুন রাণা বিক্রমজিৎকে চিতোর-সিংহাসনে বসিয়েছেন, প্রাণ আশান্বিত হ'লো, কিন্তু উদয়ের অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো, তাই চলেছিলুম উদয়ের সন্ধানে। মা ভবানী আমার বাসনা চরিতার্থ করেছেন, ভাই উদয়কে আমি সম্মুখে পেয়েছি। উদয়! ভাই আমার! আমরা থাকতে শত্রুর ভয়ে কোথায় মুখ লুকিয়ে রাখ্‌বি? তুই না বীর—রাণাবংশের সন্তান? তুই না বিক্রমজিতের ভাই—বীরাচারী বনবীরের ভাই?

উদয়। দাদা! মা কর্ণাবতী আর ইহধামে নাই—

বনবীর। মা কারও চিরদিন থাকে না ভাই! তাঁর যাবার সময় হয়েছিল—তিনি চ'লে গেছেন। তার জন্য চিন্তা কি? তোমার মায়ের স্থান অধিকার ক'রে আমরা তোমায় রক্ষা কর্‌বো। চল—রাজপুরীতে ফিরে চল! ধাত্রী-মা! কুমারকে সঙ্গে নাও।

পান্না। রাণা বিক্রমজিৎ এখন বিপন্মুক্ত?

বনবীর। সম্পূর্ণ; আমার মাও চিতোর-রাজপুরীতে গিয়েছেন।

পান্না। চল বীর! ভায়ের হাত ধ'রে ভাইকে বিপন্মুক্ত কর—ভগবানের প্রেরণা বুকে নিয়ে যোগ্য কার্য্য কর এই সংসারে দাঁড়িয়ে। উদয় আমার সন্তান—তার মায়ের দেওয়া গচ্ছিত রত্ন; আমার দায়িত্ব বুঝে আমায় রক্ষা কর কুমার!

বনবীর। মায়ের সন্তান মায়েরই থাক্‌বে—ভাইয়ের বুক থেকে ভাইও স'রে যাবে না ধাত্রী-মা! এসো, নগরে যাই—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগর-উপকণ্ঠ।

বারি ও তিলমণি।

বারি। বলি ও তিলমণি! তুইও যে চল্‌লি! ঘর দোরে চাবি দিয়েছিস্ তো?

তিলমণি। একটা চাবি! চাবির ওপর চাবি।

বারি। ওঃ, সেজে আজ ভাবি বাহার দিয়েছিস্ দেখ্‌তে পাই যে!

তিলমণি। আজ দিনটা কেমন! রাজবাড়ীতে উৎসব—মনটাও খাঁটী আছে, তাই ওরই মধ্যে সব গোছগাছ ক'রে নিয়েছি।

বারি। বেশ—বেশ!

গীত।

বারি।— তবে রূপের আলো ছড়িয়ে দিয়ে রাজবাড়ীতে চল্।
বাজুক্ ঝুনু-ঝুনু পায়ের নূপুর, আকাশ হ'তে নামুক জল।

তিলমণি।— এঁা—বলিস্ কি? আমার কি এতই রূপের টান,
মরুভূমি সরস ক'রে বহাই প্রেমের বান?
মিছে কেন ঠাট্টা করিস্, তুই সত্যি কথা বল্।

বারি।— আমার এ সত্যি কথা, মিথ্যা মোটে নয়,
তোর বাঁকা চোখে বিজ্‌লী খেলে, হাসিতে মলয় বয়,

তিলমণি।— তাই তো তোরে ভালবাসি, পরেছি গলায় প্রেমের ফাঁসি,
তুই যে আমার মাথার মণি, শেষে করিস্ না কো ছল।

উভয়ে।— তবে চল্ এক প্রাণেতে দু'জনাতে দেরি ক'রে নাইকো ফল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

খাণ্ডার মল্লের আড্ডাবাড়ী।

খাণ্ডার ও বিক্রমজিৎ হাত ধরাধরি করিয়া উপস্থিত হইলেন।

খাণ্ডার। ফুড়ুক্—ফুড়ুৎ—ফুড়ুক্—

বিক্রমজিৎ। খাণ্ডার! তোমার সঙ্গে এখন এই মল্লবাড়ীতে আসাটা হয় তো আমার অন্যায় হয়েছে।

খাণ্ডার। অন্যায়? হ'লোই বা অন্যায়! আপনার অন্যায়ের ওপর কথা কইবে কে? যে কইবে, লাঠিয়ে তার মাথাটা দোফাঁক ক'রে দেবো না!

বিক্রমজিৎ। অন্যায় না হ'লেও বেশীক্ষণ এখানে থাকাটা হয় তো ভাল দেখাবে না।

খাণ্ডার। ভাল দেখাক্ আর নাই দেখাক্, আপনি এখানে থাক্‌তে চান কি না?

বিক্রমজিৎ। না—না, আমি তো থাক্‌তে চাই, কারণ তোমাদের আমার খুব ভাল লাগে। মল্লদের লাঠিখেলা, কুস্তীখেলা চমৎকার! তোমরা আমার জন্য লড়ায়ে যেতেছিলে—প্রাণ দিতে গিয়েছিলে; তোমরা রণক্ষেত্রের যুদ্ধ জান না বটে, কিন্তু তোমাদের সাহস আছে। যুদ্ধ জান না তাই পরাজিত হয়েছ, জান্‌লে আজ সারা পৃথিবীময় তোমাদের বীরত্বগাথা ছড়িয়ে পড়্‌তো। তোমরা সহায় থাক্‌লে আমি চিতোরের জন্য এতটুকু ভাবি না।

খাণ্ডার। এই জন্যেই তো আমরা মল্লের দল রাণা বিক্রমজিতকে চাই। আর কাউকে চাই না—হটাও সব!

বিক্রমজিৎ। আস্তে—আস্তে! চীৎকার ক'রো না—শুনতে পাবে।

খাণ্ডার। কে—শুনবে কে?

বিক্রমজিৎ। সর্দ্দারদের গুপ্তচর থাকতে পারে। আমার সন্ধান না পেলেই তারা মল্লবাড়ী ধাওয়া করবে। নানারকম চক্রান্ত তৈরী করবে—বাক্যযন্ত্রণা দেবে—আবার দল বেঁধে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টাও করবে।

খাণ্ডার। এ সর্দ্দারের দলটা চায় কি?

বিক্রমজিৎ। তারা বলে, রাজার মর্য্যাদা রাখতে হ'লে তোমাদের মত নীচ জাতীয় মল্লদের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না। তারা যা বলবে, তাই শুনতে হবে; যা করতে বলবে, তাই করতে হবে ঠিক তাদের হাতের যন্ত্রপুত্তলিকা হ'য়ে। আমাকে তারা থাকতে বলে আমার নিজের সত্তা বিসর্জ্জন দিয়ে।

খাণ্ডার। ওই বুড়ো করমচাঁদ—ঐটেই হ'চ্ছে ধাড়ী সর্দ্দার! ওই বুড়ো শিবকে একবার এই মল্লবাড়ীতে পাই তো ধুতরোবিচির সরবৎ ক'রে খাইয়ে দিই। ওই তো যত নষ্টের গোড়া! চালাক কম! সবাইকে লেলিয়ে দিয়ে নিজে ঠিক খাঁটি থাকতে চায়। রাজসিংহাসনে আবার নূতন ক'রে বসলেন যখন, আগে ওই সর্দ্দারগুলোকে টিট্ করুন।

বিক্রমজিৎ। ওই এক জগমল রাওই সাঙ্ঘাতিক! আগে ওই জগমলকেই শাসন করতে হবে।

খাণ্ডার। আপনি হুকুম দিলেই তো হ'চ্ছে! একদিন এই মল্ল-বাড়ীতে ধ'রে এনে গুমখুন করলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে। ও করমচাঁদ-জগমল, হাঁদারাম-ঘেচিরাম এক একটা ধরবো আর মাটিতে পুতে পুতে পালংশাকের বীজ বসিয়ে দেবো।

বিক্রমজিৎ। আস্তে—আস্তে! তোমার চিৎকারে লোক দেখানো মিত্রগুলো শত্রু হ'য়ে সত্ত সত্ত এই মল্লবাড়ী অধিকার করবে।

খাণ্ডার। কে আক্রমণ করবে, দেখি একবার! এই, আমার লাঠি—লাঠি বোলাও!

পিয়ালাহস্তে প্রথম রঙ্গিণীর প্রবেশ।

১ম রঙ্গিণী। ওমা—সে কি? লাঠি কি হবে? খবর পাঠালে পিয়ালা সাজাতে—রাঙা জলে পিয়ালা ভরপুর, লাঠি দিয়ে সাজানো পিয়ালা ভেঙ্গে দেবে না কি?

খাণ্ডার। আচ্ছা—আচ্ছা, লাঠি চাই না—পিয়ালা চাই। রাজা এসেছেন, মান্যি দে—মান্যি দে!

১ম রঙ্গিণী। মহারাজের জয় হোক্!

পিয়ালাহস্তে অন্যান্য রঙ্গিণীগণের প্রবেশ।

রঙ্গিণীগণ।—

গীত।

পিয়ালি সাজা লো লালি দোলে পিয়ালায়।
মন যদি চায় মন মাতাতে, ভাস দরিয়ায়।
ঠুন-ঠুন বাজবে বাজন চলবে নাচন,
গুন-গুন গাইবে মরম, ঢুলবে নয়ন,
নবীন তুফান জাগবে মনে প্রেমের আঙিনায়।

খাণ্ডার। চালাও—চালাও, থাম্লে কেন?

রঙ্গিণীগণ।— গীত।

সারা ভুবন মাতলো আজি প্রণয়-পাগল সুরে।
সেই সুরের হারে সাজাবো আজ বঁধু তোমারে।

থাক্‌বো ডুবে তোমার রূপে,
প্রাণের কথা চোখের ভাষায় শুধুই চুপে চুপে,
পূব্‌ আকাশের অরুণ সম, রঙ্গিন বেশে প্রিয়তম,
রঙিন-মধুর হ'য়ে প্রিয় রইবে আঁখির পরে।

করমচাঁদের প্রবেশ।

করমচাঁদ। রাণা বিক্রমজিৎ!

বিক্রমজিৎ। কে—করমচাঁদ? তুমি এখানে?

খাণ্ডার। ওরে, বুড়ো এসেছে; বুড়োটাকে চিৎ ক'রে ফেলে পিয়ালা কটা খালি ক'রে মুখে ঢেলে দে!

করমচাঁদ। চুপ কর বাচাল! [নর্ত্তকীগণের প্রতি] চ'লে যাও এখান থেকে! [দৃঢ়স্বরে] যাও—যাও! [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] খাণ্ডার! কাকে আজ এমনি ক'রে কলুষিত কর্‌ছো, একবার ভেবে দেখ্‌ছো না?

খাণ্ডার। আরে, বুড়ো আবার ধমকায় যে! বলি বৃদ্ধ করমচাঁদ কি এটা রাজসভা মনে করেছেন না কি?

করমচাঁদ। তোমার কোন মন্ত্রণা গ্রহণ কর্‌তে আসি নি, আমি এসেছি রাণা বিক্রমজিতের সঙ্গে সহজভাবে দু'টো কথা কইতে।

বিক্রমজিৎ। হাঁ—আমি তো সুস্থ শরীরে আপনার সাম্‌নে উপস্থিত আছি; কি বল্‌বার আছে—বলুন!

করমচাঁদ। আপনি মল্লবাড়ী ছেড়ে প্রাসাদে ফিরে চলুন।

বিক্রমজিৎ। যদিও বা যেতুম, আপনার এমন কড়া অনুরোধের জন্য আমার যাওয়া হবে না।

করমচাঁদ। না গেলে রাজপুত সামন্ত-সর্দ্দারগণ আবার আপনার বিপক্ষাচরণে ষড়যন্ত্র কর্‌বে।

বিক্রমজিৎ। করুক্ !

করমচাঁদ। তারা আপনার এই দোষ গ্রহণেরই সুযোগ অন্বেষণ কর্‌ছে। তারাই বুদ্ধি-চাতুর্য্যে আপনার সাম্রাজ্য রক্ষা কর্‌বে, তাদের মর্য্যাদায় আঘাত লাগ্‌লে তারা আপনাকে সুখে সাম্রাজ্য শাসন কর্‌তে দেবে না—এ বৃদ্ধ করমচাঁদও আপনাকে বাঁচাতে পার্‌বে না।

খাণ্ডার। ওঃ—ভারি আত্মীয়তা দেখানো হ'চ্ছে! ষড়যন্ত্র কর্‌বার ধাড়ী, এখানে এসে মন্ত্রণা দেওয়া হ'চ্ছে!

করমচাঁদ। রাণা বিক্রমজিৎ কি নীচের এই স্পর্দ্ধা সমর্থন করেন ?

বিক্রমজিৎ। খাণ্ডার যেভাবে বিরক্ত হ'চ্ছে, তাতে অধিকক্ষণ আপনার এখানে থাকা উচিৎ নয়।

করমচাঁদ। আমি লক্ষ অপমান গ্রাহ্য করি না রাজা! শুধু সংগ্রামসিংহের পুত্র রাণা বিক্রমজিৎকে বাঁচাতে চাই; রাণার মঙ্গল হোক্—চিতোর বিদ্রোহীশূন্য হোক্।

বিক্রমজিৎ। চিতোরে বিদ্রোহী একমাত্র সর্দ্দারের দল; সে বিদ্রোহ দমন কর্‌বো এই নীচ মল্লদের দিয়ে।

করমচাঁদ। রাণা কৃত এই অপমানই তাদের বিদ্রোহিতার কারণ। তারা দেখ্‌তে চায় না নীচ মল্লদের প্রিয় সঙ্গী ভেবে আপনার আত্মীয়তা বিতরণ করা।

বিক্রমজিৎ। যারা উলঙ্গ অস্ত্রহাতে আমার জন্য লড়াই করেছে, তাদের আমি দেখ্‌বো না? সমগ্র রাজপুত সর্দ্দারদের আমি ত্যাগ কর্‌তে পারি, কিন্তু এই নীচ মল্লদের আমি ত্যাগ কর্‌তে পারি না।

করমচাঁদ। রাণা বিক্রমজিৎ! আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আপনার এই উদ্ধত ব্যবহারে সর্দ্দারের দল ক্ষিপ্ত—তাদের শত্রু ভাব্‌লে মেবারে তারা আপনাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না, সুযোগ

পেলেই তারা চিতোর-সিংহাসন কেড়ে নেবে। আমার অনুরোধ, আর অগ্রসর হবেন না—ক্ষান্ত হোন্, তাদের শত্রু ক'রে গ'ড়ে তুল্‌বেন না।

বিক্রমজিৎ। এ তাদের কথা, না আপনার মনগড়া কথা আমায় শোনাচ্ছেন?

করমচাঁদ। রাজা! আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার শত্রু নই।

বিক্রমজিৎ। আপনিই আমার শত্রু। আপনি এক চোখে হাসেন, এক চোখে কাঁদেন; একমুখে মিত্রতা দেখান এক মুখে শত্রুতাসাধন করেন; এক হাতে তোষামোদের ডালা সজ্জিত করেন, অন্য হাতে হত্যার ছুরি ধরেন। যান বৃদ্ধ! আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।

করমচাঁদ। রাণা বিক্রমজিৎ! এই কি শেষ—

বিক্রমজিৎ। হ্যাঁ—এই আমার শেষ মীমাংসা।

করমচাঁদ। না—এ নির্ব্বুদ্ধিতা।

বিক্রমজিৎ। হুঁসিয়ার করমচাঁদ!

করমচাঁদ। করমচাঁদ উচিৎ কথা ব'লে শির দিতেও প্রস্তুত।

খাণ্ডার। মেরে তক্তা বানিয়ে দেবো জান! বুড়ো বয়সে মার খেয়ে মর্‌বার পালক উঠেছে দেখ্‌ছি!

করমচাঁদ। অদৃষ্টে থাকে, তাও হবে।

খাণ্ডার। তবে রে বুড়ো! আজ গলা টিপে তোকে সাবাড় কর্‌বো—[করমচাঁদকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।]

সহসা বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। [বাধা দিয়া] কর্‌ছো কি খাণ্ডার? করমচাঁদ বৃদ্ধ; তার যতই অপরাধ থাক্, ভগবানের কাছে তা মার্জ্জনীয়।

করমচাঁদ। ভগবান নেই—ভগবান নেই বনবীর, ভগবান নেই!

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

নেই ব'লে ভগবান, অভিমান করা ভাল নয়।
বিশ্বখানা রচনা তাঁর, সে কথা কি মিথ্যা হয়।
কর্ম্মফলে মরণ-বাঁচন, কর্ম্মফলে শান্তি-বেদন,
জ্ঞান হারালে জ্ঞানের আকর আপন করে চিনায় রতন,
মুক্তি-আলো নিত্য জ্বেলে জেগে আছে বিশ্বময়।

বৃদ্ধ করমর্চাদ! এতে দুঃখ করবার কিছু নেই, সকল সময় মনের সকল আশা পূর্ণ হয় না; তার কত গল্প জানি, শুন্‌তে শুন্‌তে এসো—

[করমচাঁদকে লইয়া প্রস্থান।

বনবীর। প্রাসাদে ফিরে চল ভাই! উদয়সিংহকে পাওয়া গিয়েছে—তাকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

বিক্রমজিৎ। উদয়কে পাওয়া গিয়েছে?

বনবীর। ধাত্রী পান্নাবাঈ তাকে লুকিয়ে রেখে তার জীবন রক্ষা করেছে; এখন সব কাজ পরিত্যাগ ক'রে তুমি প্রাসাদে ফিরে চল!

বিক্রমজিৎ। খাণ্ডার! আমাকে ছুটি দাও—

খাণ্ডার। সেটা মহারাজের অভিরুচি।

বনবীর। এরই মধ্যে মল্লদের এখানে আসা তোমার একটু ভুল হয়েছে, এটা আরও দিন কতক পরে হ'লেই ভাল হ'তো। এমন কি, সর্দ্দারের দল আমাকেও ঘৃণা করে ব'লে অনেক সময় আমার সঙ্গে মিশ্‌তেও তোমায় নিষেধ করেছি। যাদের সঙ্গ নিয়ে তোমায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করতে হবে, তাদের সন্তুষ্ট না রাখা তোমার পক্ষে ভাল নয়। চিতোর-সিংহাসনে নিজের আধিপত্য যদি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে

চাও, মল্লদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর—আমাকেও আর ভাই ব'লে ডেকো না।

বিক্রমজিৎ। বল কি বনবীর? তুমি আমার পিতৃব্য পৃথ্বিরাজের পুত্র—তোমাকে ভাই ব'লে ডাকবো না? তুমি আমার ভাই উদয়-সিংহকে ফিরিয়ে আন্‌লে, তোমাকে ভাই ব'লে ডাকবো না? তোমাকে যদি পরিত্যাগ করতে হয়, তার পূর্ব্বে সভা আহ্বান ক'রে আমি সর্দ্দারগণকেই পরিত্যাগ করবো।

বনবীর। তা হ'লে চিতোরে আগুন জ্বলবে।

বিক্রমজিৎ। সে আগুন নিভিয়ে দেবে আমার ভাই তুমি—আমার এই মল্ল বন্ধুগণ—

বনবীর। আমার অনুরোধ—

বিক্রমজিৎ। না—না, আমি দৃঢপ্রতিজ্ঞ। খাণ্ডার! প্রস্তুত থাকো তোমাকেও সভাগৃহে উপস্থিত থাকতে হবে। এসো বনবীর!

[বিক্রমজিৎ ও বনবীরের প্রস্থান।

খাণ্ডার। একবার একা একা লড়াই দেয়, তবেই বুঝি! এক এক প্যাঁচ মাটিতে ফেল্‌বো আর কীচকবধ করবো,—বুড়োটাকে একটি আছাড়, আর জগমলটাকে একেবারে জরাসন্ধ বধ—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর-প্রাসাদ—অন্তঃপুর।

উদয় ও চন্দন।

উদয়। ভাই চন্দন! ধাই-মা এমন দুষ্টু, আমায় বনের ভিতর টেনে নিয়ে গেছ্‌লো; যদি বাঘ ভালুকে মেরে ফেল্‌তো?

চন্দন। না ভাই! মা তোমায় আমার চেয়ে ভালবাসে ব'লে তোমায় লুকিয়ে রেখেছিল, নইলে আমায় ফেলে চ'লে যেতে পার্‌তো?

উদয়। ভাগ্যিস্ বনবীর দাদা গিয়ে পৌঁছালো, তাই তো আবার রাজবাড়ীতে ফিরে এলুম!

চন্দন। মা বলেছেন, তুমিও তাঁর আর একটি ছেলে—আমার ভাই।

উদয়। তোমাকেও আমি ভালবাসি, বনে গিয়ে তাই তো আমার ভাল লাগ্‌ছিল না। কত কথা মনে হ'লো—ভাব্‌লুম খেলা কর্‌বো কার সঙ্গে—গলা ধ'রে এক সঙ্গে গান গাইবার চন্দন পাবো কোথা? চন্দন! আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারি না ভাই!

চন্দন। আর তো ছেড়ে থাক্‌তে হবে না ভাই! আমরা যে এখন দু'টী ভাই—এক মায়ের সন্তান!

গীত।

উদয়।— মাটির কোলে মায়ের ছেলে,
প্রাণ বেঁধেছি এক তারে।

চন্দন।— ভাই পাওয়া ভাই মাত্‌লো আজি,
বিধির দেওয়া এক সুরে।

উদয়।— মনের মত ভাই না পেলে,

চন্দন।— ভাই পেয়ে ভাই মরম দোলে,
উভয়ে।— থাকবো দুটি মায়ের কোলে,
থাকবে মিলন যুগান্তর।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। উদয়! চন্দন! তোমরা শুধু ভায়ে ভায়ে হাস্‌ছো আর মাতন গাইছো; এ মিলনে মাকে বুঝি একবার ডাকৃতে পার নি— মার কথা বুঝি ভুলে গেছ?

চন্দন। না মা, উদয়কে বল্‌ছিলুম, আমি শুধু মায়ের একটি ছেলে ছিলুম, আজ থেকে আমরা দু'জনেই মায়ের সন্তান।

উদয়। মা!—মা!

পান্না। বাবা আমার! চন্দন! উদয় আমার বড় ছেলে আর তুমি ছোট,—উদয়কে তুমি দাদা ব'লে ডাকৃবে।

চন্দন। উদয়! তুমি আমার দাদা; মা বলেছে—আমি তোমার ছোট ভাই।

উদয়। আর আমার দাদা রাণা বিক্রমজিৎ, আমরা দু'টি ভাই রাণা বিক্রমজিতের ভাই!

পান্না। ভগবান করুন, এ মিলন—এ আনন্দ যেন কখনো ভেঙ্গে না যায়। এ মিলনে শত শত্রু যেন ধ্বংস হ'য়ে যায়—তোমরা নিষ্কণ্টক হও। আমার মাতৃত্ব যারা ক্ষুণ্ণ করতে চাইবে, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করুন। লক্ষ হিংসা মায়ের বেষ্টনীকে যেন কোন চক্রান্তে ছিন্ন করতে না পারে—তোমরা দীর্ঘজীবী হও।

দেবীকাবাঈয়ের প্রবেশ।

দেবীকাবাঈ। আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে শুধু দীর্ঘ জীবন কামনা

কর্‌লেই হবে না! ছেলেদের আগে খেতে দাও; না খাইয়ে শুক্‌নো আশীর্ব্বাদেই বুঝি মাতৃত্ব রক্ষণ কর্‌বে? যাও—ছেলেদের নিয়ে যাও! হ্যাঁ—ধাত্রী! মহারাজ কোথা?

পান্না। শুন্‌লুম, মল্লবাড়ীতে আছেন।

দেবীকাবাঈ। আজ ফির্‌বেন, না সেইখানেই থাক্‌বেন?

পান্না। তা তো জানি না।

দেবীকাবাঈ। ছেলেদের খাইয়ে মল্লবাড়ীতে যাও—বল্‌বে আমি তার অভিমত জান্‌তে চেয়েছি।

পান্না। যাবো।

[উদয় ও চন্দনকে লইয়া প্রস্থান।

দেবীকাবাঈ। এত বড় বিপদ মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল, তবু রাণার চৈতন্য হ'লো না! আবার মল্লদের সমাবেশ—আবার রাণা তাদের প্রিয় সঙ্গী। এ লজ্জা ঢাক্‌তে আমি কেন জহর-ব্রত গ্রহণ কর্‌লুম না! কেন রাণী কর্ণাবতীর কথায় বেঁচে রইলুম! আজ এর শেষ মীমাংসা কর্‌বো, নইলে আমার জহর-ব্রত গ্রহণ কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতলসেনী। রাণী! শুনেছ, আমার বনবীর উদয়কে বন থেকে ফিরিয়ে এনেছে?

দেবীকাবাঈ। শুনেছি।

শীতলসেনী। ছেলের এই কীর্ত্তি শুনে আমার এক বুক আনন্দ—

দেবীকাবাঈ। হ'তে পারে।

শীতলসেনী। রাণাবংশের জন্য আমার ছেলে জীবন দিতে পারে—

দেবীকাবাঈ। তা হয় তো পারে!

শীতলসেনী। সে যে এতটা করলে, এতে তার এতটুকুও স্বার্থ নেই—

দেবীকাবাঈ। তা না থাকতে পারে!

শীতলসেনী। রাণা বিক্রমজিৎ তার ভাই—উদয় তার ভাই; সে কমলমীর থেকে আমায় সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছে ভায়েদের বিপদে বিপুল চেষ্টায় তাদের রক্ষা করতে।

দেবীকাবাঈ। যারা বিপদে প'ড়ে তোমার ছেলেকে কমলমীর থেকে ডেকে এনেছে, এসব কথা তাদের শোনাওগে, আমি ভাল ক'রে তোমার ছেলের প্রশংসা করতে পারলুম না।

শীতলসেনী। কেন, তুমি কি আমার ছেলের কেউ নও—আমার কেউ নও?

দেবীকাবাঈ। জানি না।

শীতলসেনী। তুমি এমন ক'রে কথা কইছো কেন রাণী? আমার কথায় তুমি কি বিরক্ত হ'চ্ছো?

দেবীকাবাঈ। হ্যাঁ—আমি বিরক্ত হ'চ্ছি। আমি রাজনীতি বুঝি না—বুঝতে চাই না, তাই বিরক্ত হ'চ্ছি। রাণা নিজের মর্য্যাদা হারিয়ে আমার রাণীত্বের অপমান করেছেন, তাই আমি বিরক্ত হ'চ্ছি।

শীতলসেনী। কেন, রাণা কি করেছে?

দেবীকাবাঈ। রাণাকেই জিজ্ঞাসা ক'রো, যিনি নীচের সঙ্গ ভালবাসেন—যিনি ভাই ব'লে বনবীরকে চিতোরে আনিয়েছেন—পিতৃব্য-পত্নী ব'লে তোমাকে চিতোর-প্রাসাদে স্থান দিয়েছেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রো—উত্তর পাবে।

শীতলসেনী। তোমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য কি?

দেবীকাবাঈ। আমি মাটির বুকে মুখ লুকাতে চাই—আকাশ চাপা

প'ড়ে এ দেহটাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। রাণা সভাগৃহ কলুষিত করেছেন নীচ মল্লদের নিয়ে, আজ তিনি প্রাসাদের অন্তঃপুরেও জ্বেলে দিয়েছেন কলুষ-কালিমার বাড়বাগ্নি; তাঁর এই হরিজনের সংসার থেকে আমি দূরে থাকতে চাই।

শীতলসেনী। অন্তঃপুর তোমার কে কলুষিত করেছে? আমি? আমার ছেলে? তাই যদি হয়, বল—কি আমাদের দোষ? চুপ ক'রে থাকলে চলবে না! স্পষ্ট বলতে সাহস না হয় ইঙ্গিতে বল যে, আমরাই তোমার অন্তঃপুর কলুষিত কবেছি! চিতোরেব নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে এখনি মাতা পুত্রে কমলমীরে ফিরে যাবো। বল—আমরাই কি তোমার বিরক্তির কারণ?

দেবীকাবাঈ। দোষী ঠিক তোমরা নও, কিন্তু নিজেদের স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দিতেও কার্পণ্য কর নি।

শীতলসেনী। রাণার রাজ্যাভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি—স্পর্দ্ধা দেখাতে নয়; রাণার স্বাক্ষরিত পত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করেছি। আমার পুত্র উদয়কে অন্বেষণ ক'রে এনেছে রাণীর অনুরোধে—আত্মীয়তার কর্ত্তব্যে—স্পর্দ্ধা দেখাতে নয়। তোমার অন্তঃপুবে দাঁড়িয়ে আছি তোমার স্বামীর আহ্বানে। দাঁড়িয়ে আছি ব'লে তুমি আমায় অপমান করবে? কেন এ সঙ্কীর্ণতা? আমিও বনবীরের মা—রাণা পৃথ্বিরাজের পত্নী—

দেবীকাবাঈ। না—না, পত্নী নয়, তাঁর গৃহমার্জ্জনার দাসী—বনবীর দাসীপুত্র।

শীতলসেনী। রাণাবংশের রক্তেই এই বনবীর—সেই বনবীরের জননী আমি।

দেবীকাবাঈ। সে গৌরব মাতা পুত্রে কমলমীরে দুর্গে ব'সে

উপভোগ করলেই হ'তো। যারা জানে, তারা তোমায় পৃথ্বিরাজের দাসী ভিন্ন অন্য সম্বোধন করবে না—বনবীরকে দাসীপুত্র ভিন্ন রাজকুমার বলবে না। যিনি তোমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, তাঁকে বল—চিতোর-রাজপ্রাসাদে না রেখে তোমাদের জন্য আরও মূল্যবান প্রাসাদ নির্ম্মাণ করতে। বনবীর তাঁর ভাই—তাঁর বন্ধু—তাঁর সর্ব্বসময়ের মন্ত্রণাদাতা; তাকে ওই নীচ মল্লদের সঙ্গী ক'রে মল্লবাড়ীতেই আশ্রয়-আবাস দেখিয়ে দিন্!

শীতলসেনী। এত কথা শোনাবার কি অধিকার আছে তোমার?

দেবীকাবাঈ। অধিকার থাক্ আর নাই থাক্, দাসী আর দাসীপুত্রকে আমাদের সমান পর্য্যায়ে টেনে নেবার স্পৃহা আমার নেই। কি যুক্তি দেবে আমায়? কিসে প্রমাণ করবে নিজেদের রাণাবংশের কুলবধু, রাণাবংশের বংশধর ব'লে পরিচয় দিতে? আমি স্থির ক'রে নিয়েছি, একদিনের জন্যও তোমাদের সঙ্গে এক সংসারে থাকা আমার অপমান।

শীতলসেনী। পিতৃ-মাতৃকুলের খুব শিক্ষা নিয়ে এসে রাণাবংশের কুলবধূ হয়েছ! রাণীত্বের অহঙ্কারে এতখানি জ্ঞানহারা যে, নিমন্ত্রণ ক'রে এনে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আমার অপমান করতে সাহস পাও! এ অপমান আমিও করতে পারি আমার গৃহে তো'মাকে পাবার সুযোগ পেলে। কে চায় তোমাদের সংসারে থাকতে? কে চায় তোমার অন্ন মুখে তুলতে? কে এসেছিল তোমার দ্বারে অন্নের প্রত্যাশী হ'য়ে ভিক্ষাপাত্রহাতে? আমাদের সঙ্গ ভাল না লাগে, যেমন সম্মান দিয়ে নিয়ে এসেছিলে, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাঁতে কুটো ক'রে কমলমীরে পৌঁছে দিয়ে এসো; নইলে বুঝবো, তুমি বেইমান—নীচ বংশে তোমার জন্ম।

দেবীকাবাঈ। সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছ দাসী! মাথার উপর চাবুক টাঙ্গানো আছে, এ কথা যেন স্মরণ থাকে!

শীতলসেনী। সেই চাবুক নিজের পিঠে ফেল! কই—আন্‌তে বল চাবুক, দেখি তোমার চাবুক মার্‌বার শক্তি! এই চিতোরে দাঁড়িয়ে আমি কমলমীরের শক্তি নিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রে যাবো—

দেবীকাবাঈ। মুখ বন্ধ কর শয়তানী! নীচ ছোটলোক, দূর থেকে আত্মীয়তা দেখিয়ে আমার স্বামীর সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছ; তাঁকে নীচগামী করেছ, তাতে তৃপ্তি হ'লো না—চিতোরে এসেছ সেই আত্মীয়তা দেখাতে? দূর হও—দূর হও—

শীতলসেনী। না—আমি যাবো না। আমার পুত্র বনবীরের সাম্‌নে ঠিক এম্‌নি ক'রে এই ভাষা প্রয়োগ কর্‌তে হবে; সে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে তার মায়ের অপমান—দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে তার মা শীতলসেনীর সেই অপমানের প্রতিকার-বিধান—

দেবীকাবাঈ। না—এক মুহূর্ত্তও আমি তোমায় থাক্‌তে দেবো না এই রাজপুরীতে , যাও—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও!

শীতলসেনী। যাবো; কিন্তু যাবার পূর্ব্বে ইঙ্গিত ক'রে যাচ্ছি, এ অহঙ্কার তোমার থাক্‌বে না। তোমার রাণীত্বের মাথায় আমি বজ্র নিক্ষেপ কর্‌বো—এই চিতোরে দাঁড়িয়ে তোমাকেই একদিন চাবুক মেরে শৃগাল কুক্কুরের মত তাড়াবো। এই দাসী শীতলসেনী কেমন ক'রে তোমার প্রভুত্বের আসন ধূলিমুষ্ঠির মত উড়িয়ে দেয়, তাও সাশ্রুনয়নে উপভোগ কর্‌বে। দাসী—দাসী? চাবুক মার্‌বে?

দেবীকাবাঈ। হ্যাঁ, চাবুক মেরে ভৃত্য দিয়ে অপমান ক'রে তাড়াবো।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। কেন, কাকে তাড়াবে? কে তোমার কাছে কি অপরাধ করলে?

শীতলসেনী। আমি অপরাধ করেছি তোমার এই প্রাসাদে এসে—তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে—তোমার অনুরোধ-পত্রের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে। আমি জানতে চাই, তুমি এ রাজ্যের কে?

বিক্রমজিৎ। আমি চিতোরের রাণা বিক্রমজিৎ।

শীতলসেনী। আমি তোমার কে?

বিক্রমজিৎ। আমার পিতৃব্যপত্নী—আমার পূজনীয়া।

শীতলসেনী। রাণা বিক্রমজিৎ কি আমায় অপমান করবার জন্য তার পত্নীকে রাণীত্বের আসনে বসিয়েছে?

বিক্রমজিৎ। কেন—অপমান করবার কারণ?

শীতলসেনী। আমি রাণাবংশের দাসী—বনবীর দাসীপুত্র!

বিক্রমজিৎ। এ অনধিকার চর্চ্চা ভাল নয়; এতে আমিও অপমানিত হ'চ্ছি।

দেবীকাবাঈ। যাদের মর্য্যাদার মূল্য নেই, তাদের অপমান সহ্য করবার শক্তি থাকা প্রয়োজন।

বিক্রমজিৎ। দেবীকাবাঈ! সীমা ছাপিয়ে উঠে একটা অনর্থের সৃষ্টি করতে চলেছ!

দেবীকাবাঈ। আমার সত্য কথার প্রতিবাদকারী যারা, সেই অনর্থসৃষ্টির জন্য দায়ী হবে তারাই—আমি নই। সত্য অপ্রিয় হ'লেও তবু সে সত্য। আমি এখনো বলছি, শীতলসেনী দাসী—বনবীর দাসীপুত্র—

শীতলসেনী। বিক্রমজিৎ! বিক্রমজিৎ! বনবীরকে ডাকো, আমি এই মুহূর্ত্তে কমলমীরে ফিরে যাবো—এ আমার অসহ্য!

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। যান-বাহন প্রস্তুত মা! প্রাসাদের বাইরে এসো—

বিক্রমজিৎ। বনবীর! ভাই!

বনবীর। না—না, নহি ভাই—বিপদে বান্ধব শুধু,
কর্ত্তব্য পালিতে মাত্র দ্বারে আমি যুক্তকরে
ভাই ব'লে অভিনয় করা কাব্য শুধু মোর!
হে রাজন! কেন ডাকো ভাই ব'লে মোরে?
কেন সম্বন্ধ-বন্ধনে এত মেশামেশি?
বাহিরে বান্ধব আর
অন্তঃপুরে ঘৃণ্য আমি দাসীপুত্র যদি,
কেন বল নাই আগে? দূরে থাকি—
আরো দূরে থাকিতাম অস্পৃশ্য জানিয়া।
কিন্তু গৃহে এনে, স্থান দিয়ে অন্তঃপুরে,
জননীর সহস্র লাঞ্ছনা পুত্র নাহি সহে!
কি কহিব, রমণী—ভার্য্যা তব,
মিত্রতায় বাঁধা তব সনে,
তাই আমি নত করি শির;
নহে অন্য কেহ হ'লে,
ছিন্ন করি জিহ্বা তার
লাঞ্ছনার লইতাম যোগ্য প্রতিশোধ!
এসো মাতা—

মুছে ফেল নয়নের বারি,
এসো ত্বরা প্রাসাদ বাহিরে।

বিক্রমজিৎ। বনবীর! যুক্তি আছে—

বনবীর। যুক্তি থাকে, যেও কমল্মীরে—
শুনিব সেখানে।

বিক্রমজিৎ। দেবীকা! দেবীকা! ক্ষমা চাও
পদে ধরি মাথা নত করি!

দেবীকাবাঈ। রাণাবংশে কুলের কামিনী আমি—
শিখিয়াছি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রীপদে
কামনায় আনত করিতে শির,
শিখি নাই কাহারো ইঙ্গিতে
দাসীপদে মাথা দিয়ে গৌরব নাশিতে।

শীতলসেনী। দাসী—দাসী? পুনঃ কহি—
এই দাসী তোমারে সাজাবো!
মম প্রভুত্বের আসনের তলে
উদ্যত বেত্রের নিয়ে
করুণাপ্রত্যাশী হ'য়ে রহিবে পড়িয়া।

বিক্রমজিৎ। মা—মা—!

শীতলসেনী। না—নহি মা, দাসী—দাসী;
দাসীর সম্মান ছাড়ি
পূজা কর দেবীকারাণীর।

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। বনবীর! বনবীর!
শান্ত কর জননীরে—

বনবীর। নহে এ চিতোরে,
শাস্ত হবে মাতা দূর কমল্মীরে

[প্রস্থান ।

বিক্রমজিৎ। দেবীকা! কোন্ স্পর্দ্ধায়
এতখানি ঔদ্ধত্য তোমার ?

দেবীকাবাঈ। আমি রাণী মেবারের,
চিতোরের প্রাসাদরক্ষিণী,
অন্তঃপুর-বিহারিণী—
সম্পদ-লক্ষ্মীর সাধিকা সেবিকা
মঙ্গল প্রদীপে আরতি করিতে।
আছি সংসারে তোমার
অন্যায়ের ঔদ্ধত্য দলিতে—
সেই অধিকারে।
যুক্তি নাই—তর্ক নাই,
শিখি নাই কারো তরে
সাজাইতে তোষামোদ-ডালা।

বিক্রমজিৎ। উঠিয়াছ চরম সোপানে,
মৃত্যু কিম্বা কারাবাস
অদৃষ্টলিখন তব!

দেবীকাবাঈ। নীচ মল্ল সনে
দিবানিশি মন্ত্রণা যাহার,
পত্নীভাগ্যে তার
মৃত্যু কিম্বা কারাবাস
নহেকো আশ্চর্য্য!

বিক্রমজিৎ। তবে মৃত্যু—মৃত্যু সুনিশ্চয় !

[দেবীকাবাঈকে আক্রমণে উদ্যত]

জগমলের প্রবেশ।

জগমল। রাণা বিক্রমজিৎ !

বিক্রমজিৎ। কে ?

জগমল। মায়ের সন্তান।

বিক্রমজিৎ। তুমি এখানে—প্রাসাদের অন্তঃপুরে ?

জগমল। বাইরের আগুন প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে আপনার অবশিষ্ট সম্পদ গ্রাস করতে, তাই আজ অন্তঃপুরেও আসবার প্রয়োজন হয়েছে।

বিক্রমজিৎ। এ অনধিকার প্রবেশ—

জগমল। বিপন্না জননীকে রক্ষা করতে মায়ের সন্তান অনধিকার প্রবেশের বাধা গ্রাহ্য করে না। আপনার নীচতাকে ক্ষুণ্ণ করতে এ অসঙ্গত নয়। শাস্তি নিতে হয়, বিচারের দ্বারে মাথা নত ক'রে শাস্তি গ্রহণ করবো, কিন্তু সে মাকে রক্ষা ক'রে।

বিক্রমজিৎ। উত্তম ! সে দণ্ডবিধানও করবো, সাহস ক'রে মাথা দিও সেই যূপকাষ্ঠে উদ্যত খড়্গের নিম্নে—

[প্রস্থান।

দেবীকাবাঈ। ভয় নেই পুত্র ! চিতোরে রাণার বিচাশক্তির চেয়ে রাণীর বুদ্ধিমত্তাও কম নয়; রাজাকে ন্যায় পথে ফিরিয়ে এনে আমি তোমাদের রক্ষা করবো।

জগমল। চিতোরের মঙ্গল কামনায় এ দীন সন্তান চিরদিনই মায়ের অনুগ্রহপ্রার্থী। রাণা বিক্রমজিৎকে যদি ফেরাতে পারি—

চিতোরকে যদি বাঁচাতে পারি—দেশের পাপ অকল্যাণ যদি বিদূরিত হয়, তবেই চিতোরেশ্বরী এই দীন হস্তের পূজা গ্রহণ করবেন, নইলে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে চিতোর পরিত্যাগ করবো, মায়ের কাছে এই আমাদের চরম সিদ্ধান্তের পরিচয়।

[প্রস্থান।

দেবীকাবাঈ। চিতোর যাবে—চিতোর থাকবে না—চিতোরের পুরুষ নারী সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে জহর-ব্রত গ্রহণ করবে ; আমারই দুরদৃষ্টে—আমার স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায়—চিতোরবাসীর উপর রাণাবংশের অত্যাচারে—প্রকৃতিপুঞ্জের অভিশাপে—নিঃশ্বাসে—কাল নিশীথে বিশ্ববিজয়িনী নিশির ডাকে—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—দুর্গসান্নিধ্য ময়দান।

চারণীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

শিখরে শিখরে মেবার পাহাড়ে উঠুক ছন্দে জয়গান।
জয়ের নিশান উড়ুক মেবারে, তুলুক্ মেবারী হাসির তান।
অমর হইতে আসুক নামিয়া লহরে লহরে আশিস্‌ধারা,
হাসুক্ আকাশে চন্দ্র সূর্য্য প্রিয় গ্রহ যত শুকতারা,
হাসুক্ মেবার সোনার পাহাড়, মাতুক্ পুলকে শতেক প্রাণ।
হাসুক্ ধরণী শ্যামলবরণী তুফান তুলিয়া বাতাসে,
মায়ের রচনা মায়ের করুণা ফুটুক্ মায়ের পরশে,
ধন্য হইব বরণ করিয়া চরণের সুধা করিয়া পান।

[সকলের প্রস্থান।

কাঞ্জিলাল ও চাঁদগিরির প্রবেশ।

কাঞ্জিলাল। আপনি রাজবয়স্য; মহারাজের কাছেও আপনাকে যেমন প্রয়োজন, আমাদের কাজেও আপনাকে তেমনি প্রয়োজন।

চাঁদগিরি। কেন বলুন দেখি? আপনাদের কাছেও আমায় বয়স্য-গিরি করতে হবে না কি? এক মহারাজের চাকরী ক'রেই সকল সময় তটস্থ, তার উপর আর একটা চাকরী পেরে উঠবো কি?

কাঞ্জিলাল। না—না, চাকরী করতে বল্‌ছি না—

চাঁদগিরি। ও, বিনা কড়িতে খাটুতে বল্‌ছেন? তা কি হয় মশায়? উপরি পাওনা কিছু থাক্‌লে না হয় লেগে পড়্‌তুম—তাও নতুন নতুন হ'লেও না হয় পরীক্ষা দেবার মত কাজ করা যেতো; এ যে এখন পাকা ঝুনো পুরাণো পাপী দাঁড়িয়ে গেছি! এখন কি চালাকি ক'রে কাজ নিতে পার্‌বেন মশায়?

কাঞ্জিলাল। আপনি আমার কথাটা আদৌ বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না—

চাঁদগিরি। খুব বুঝেছি মশায়! আপনিও বুঝেছেন—আমিও বুঝেছি। না বুঝে কি বাড়ী থেকে এই ময়দানে টেনে নিয়ে এসেছেন, না আমিই না বুঝে এসেছি!

কাঞ্জিলাল। কি বুঝেছেন, বলুন তো?

চাঁদগিরি। এই বুঝেছি যে, আপনারা একটা দল পাকিয়েছেন—মহারাজের কাছ থেকে আমাকে আপনাদের দলে ভাঙ্গিয়ে নিতে চান, কেমন—এই তো?

কাঞ্জিলাল। মোটেই নয়।

চাঁদগিরি। আর শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে গেলে চল্‌বে কেন? মশায়? ময়দানের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে চেপে গেলে চল্‌বে কেন? খোলা মাঠে প্রাণ খুলে যা বল্‌বার আছে, ব'লে ফেলুন না! যদি মোটাখুটি মাহিনে দেন, তা হ'লে পুরোণো চাক্‌রিটা না হয় ছেড়েই দিই!

কাঞ্জিলাল। এ সকল কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা জান্‌তে চাই, রাণা বিক্রমজিতের উদ্দেশ্য আপনি অবগত আছেন কি না?

চাঁদগিরি। অন্তরটা তাঁর বন্ধই থাকে; যে সময় শোন্‌বার কথা, সেই সময় আমাকে চোখ রাঙিয়ে তাড়িয়ে দেন।

কাঞ্জিলাল। তাতে কি মনে হয় আপনার?

চাঁদগিরি। মনে হয়, তাড়িয়ে দিলে না বাঁচ্‌লুম! ছুটি পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে গিন্নির সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা ক'য়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

কাঞ্জিলাল। তাতে আপনি অপমান বোধ করেন না?

চাঁদগিরি। মোটেই নয়, কারণ এটা চাকৃরি; চাকৃরির স্থানে বরং অপমানটাকে নিত্য নূতন ক'রে পাবার প্রত্যাশা করি।

কাঞ্জিলাল। না—এ আপনার দুর্ব্বলতা।

চাঁদগিরি। দুর্ব্বলতা আছে ব'লেই চাকৃরি ক'রে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি; নইলে জমিদারী থাকৃলে আমিও তো রাণা বিক্রম-জিতের মত পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খেতে পার্‌তুম! অন্য চর্চ্চা ছাড়ুন—আপনার আমার কথা কই আসুন, বিদ্রোহের কথা তুল্‌বেন না।

কাঞ্জিলাল। না—আমরা স্থির করেছি, রাণা বিক্রমজিৎ সম্বন্ধে আজই একটা স্থির-সিদ্ধান্ত কর্‌বো। চির-সমুজ্জ্বল মেবার-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে মেবার পাহাড়ের শিখরে শিখরে গৈরিক পতাকা সমুন্নত রাখ্‌তে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প; আমাদের এই সেবা—এই প্রেম রাণা বিক্রমজিৎ হেলায় উপেক্ষা কর্‌তে চান। জানি না, তাঁর অন্তরের উদ্দেশ্য কি? আপনি রাজবয়স্য—আপনাকে এনে দিতে হবে তাঁর অন্তরের কথা; রাণা বিক্রমজিৎ কি এই ভাবেই রাজ্যশাসন কর্‌বেন?

চাঁদগিরি। কি সর্ব্বনাশ! এই সব চাকৃরি আমায় কর্‌তে হবে না কি? ক্ষেপেছেন মশায়! অন্তরের কথা জিজ্ঞেস করি, তারপর মল্লবাড়ীতে আমায় পুরে খাণ্ডারকে দিয়ে রাওসাহেব করমচাঁদের মত বিতিয়ে লাল ক'রে দিক্ আর কি!

কাঞ্জিলাল। কি ? মল্লবাড়ীতে রাওসাহেবকে এইভাবে অপমানিত করেছে না কি ?

করমচাঁদের প্রবেশ।

করমচাঁদ। কে বল্‌লে ? বরং আমিই খাণ্ডারকে শাস্তি দিয়ে এসেছি। বচসা হয়েছিল রাণা বিক্রমজিতের সঙ্গে, আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, রাজ্যশাসন করতে হবে সাধু প্রণালীতে।

কাঞ্জিলাল। না রাওসাহেব! আপনি গোপন কর্‌ছেন আপনার অপমান। এ স্বভাব আপনার নূতন নয়। রাণার কাছে অপমানিতও হ'চ্ছেন, আবার তাকে রক্ষা করবার জন্যও প্রাণপাত কর্‌ছেন। আপনার এ সৌজন্য প্রদর্শন আমরা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

করমচাঁদ। রাণা বিক্রমজিৎকে তোমরাই সিংহাসনে বসিয়েছ; জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে জন্মভূমির মুখ চেয়ে রাণার জন্যই তোমাদের বিশ্বের ভাণ্ডার খুজে কল্যাণ সঞ্চয় করতে হবে, বিদ্রোহিতায় স্বেচ্ছাচারিতায় জীবনে কলঙ্ক অর্জ্জন মাত্র!

কাঞ্জিলাল। কি বল্‌ছেন রাওসাহেব ? মানীর সম্মানে এমনি ক'রে নিত্য নিত্য আঘাত করবে, আর আপনি তাকে সহানুভূতি দেখাবার মন্ত্রণা দেন ?

করমচাঁদ। বিক্রমজিৎ রাণাবংশীয়—তাঁর পিতার কাছে আমি চির-ঋণী; এখনো আশা করি, তাঁকে ফেরাতে পার্‌বো তাঁর দুর্ব্বৃত্ত সঙ্গী-দের করাল গ্রাস থেকে। তোমরা অন্তরায় হ'লে আমি বুঝ্‌বো, তোমরা শুধু রাণা বিক্রমজিতের শত্রু নও—আমারও শত্রু।

কাঞ্জিলাল। সে যে আপনার অপমান করে—

করমচাঁদ। করুক্।

কাঞ্জিলাল। সেইটুকুই আমাদের অসহ্য—

করমচাঁদ। পাথরের মত বুক বেঁধে সহ্য করতে হবে।

কাঞ্জিলাল। চেষ্টা করবো, পারবো কি না জানি না।

করমচাঁদ। না পারলে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না।

কাঞ্জিলাল। আপনার যুক্তিও দিন দিন তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে রাও-সাহেব!

করমচাঁদ। যতই তিক্ত হোক্, আমার অনুরোধ রাখ—এই বৃদ্ধের অনুরোধ! একি—রাজবয়স্য! আপনি এখানে?

চাঁদগিরি। আমারও মুখটা তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে রাওসাহেব! আমার আবার পিত্তাধিক্যের ব্যায়রাম আছে; মুখটা বেশী তেতো হ'য়ে উঠ্‌লে একটু একটু মিছরীর জল চাই। কাঞ্জিলাল মশায় যে রকম তাড়া লাগালেন! এক বাটি মিছরীর জল বাড়ীতে ঠাণ্ডা হ'য়ে প'ড়ে আছে, খেয়ে আসি রাওসাহেব! মুখটা মিষ্টি হ'লে, দরকার হয় আবার এই খোলা মাঠের হাওয়া খেতে ফিরে আস্‌ছি—যাবো আর আস্‌বো।

[প্রস্থান।

করমচাঁদ। কাঞ্জিলাল! গৃহে যাও; যে কার্য্যে মেতেছ, এ কাজ ভাল নয়!

কাঞ্জিলাল। ক্ষমা করবেন রাওসাহেব! আমরা আজই এর একটা নিষ্পত্তি করতে চাই।

করমচাঁদ। কি করতে চাও?

কাঞ্জিলাল। রাণা বিক্রমজিৎ চিতোরের সিংহাসনে থাক্‌লে তাঁর সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে চাই।

করমচাঁদ। এই স্থির হ'য়ে গিয়েছে?

কাঞ্জিলাল। হ্যাঁ রাওসাহেব।

করমচাঁদ। না—তা অসম্ভব! রাণা বিক্রমজিতের প্রভুত্ব স্বীকার ক'রে তোমাদেরই তাঁকে রক্ষা কর্‌তে হবে—যুক্তিও দিতে হবে। এ রাজ্যের কর্ণধার তোমরা,—তোমরা তাঁকে রক্ষা না কর্‌লে চিতোর পরহস্তগত হবে। বিবেকহারা অজ্ঞানীর মহাসঙ্কটে সাজ তোমরা মহানুভব—দেখাও তোমাদের ঔদার্য্য—হিতৈষিতায় সহায় হও স্বর্গগত সংগ্রামসিংহের বংশধরের।

জগমলের প্রবেশ।

জগমল। পিতা! আপনি এখানে?

করমচাঁদ। হ্যাঁ পুত্র! কিছু বল্‌বে আমাকে?

জগমল। শুনেছেন, রাণা আজ রাজরাণীকেও বিদ্রোহিনী বোধে দণ্ড দিতে গিয়েছিলেন? আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

করমচাঁদ। তুমি প্রাসাদের অন্তঃপুরে গিয়েছিলে?

জগমল। গিয়েছিলুম পিতা!

করমচাঁদ। না—ভবিষ্যতে আর যাবে না, আমার নিষেধ রইলো; অবাধ্য হ'লে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হবো।

জগমল। কিন্তু সন্তানের মনঃক্ষুণ্ণ তো আপনি দেখেন না পিতা! আমার চাঞ্চল্য তো আপনি লক্ষ্য করেন না! অন্যায়ের অত্যাচারের ন্যায় প্রতিকারে উদ্যত হ'লে বিদ্রোহ ব'লে আপনি তা চাপা দিতে চান।

করমচাঁদ। এর অর্থ কি?

জগমল। আমি শুনেছি, রাণা বিক্রমজিৎ থাণ্ডারকে দিয়ে মল্ল-বাড়ীতে আপনাকে অপমানিত করেছে—চাবুক দিয়ে আপনাকে প্রহার করেছে—

করমচাঁদ। না—ঠিক তা নয়, প্রহারে উদ্যত হয়েছিল।

জগমল। আর এখনো আপনি সেই কথা গোপন রেখেছেন? এখনো আপনি সর্দ্দারদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলেন নি? এখনো রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে ভিক্ষা-পাত্র হাতে দিয়ে চিতোর থেকে সরিয়ে দেবার আয়োজন করেন নি? ধন্য আপনার সহ্যগুণ! এ সহ্যগুণ স্বর্গের দেবতারও আছে কি না জানি না! কাঞ্জিলাল! এ অপমান সহ্য ক'রে সমস্ত সর্দ্দারদল নীরবে থাক্, আমার পিতার অপমান সহ্য ক'রে আমি কিছুতেই নীরবে থাক্‌তে পার্‌বো না।

কাঞ্জিলাল। না জগমল! বার্দ্ধক্যে তোমার পিতার রক্ত হিমানীর শীতলতা নিয়ে নীরবে থাকুক্, আমাদের উত্তপ্ত শোণিতপ্রবাহের গতি আমরা রুদ্ধ করতে পারবো না। স্থির কর, কি কর্‌বে?

জগমল। রাণা বিক্রমজিৎকে চিতোরের সিংহাসন থেকে নামিয়ে আন্‌বো—

কাঞ্জিলাল। সেখানে সর্দ্দারদলের প্রতিষ্ঠা চাই!

জগমল। সেই সিংহাসন শোভা কর্‌বে আমার পিতা—বৃদ্ধ করমচাঁদ।

[প্রস্থান।

করমচাঁদ। পুত্র—পুত্র—

কাঞ্জিলাল। রাণা বিক্রমজিৎকে বন্দী কর—

[প্রস্থান।

করমচাঁদ। কাঞ্জিলাল—কাঞ্জিলাল! নাঃ, এরা চৈতন্য হারিয়েছে, নিজেদের ঘরের চালে আগুন দেবার আয়োজন কর্‌ছে—এরা জন্ম-ভূমিকে শত্রুর করাল কবল থেকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে ফেলে দিতে

যাচ্ছে রাহুর দুর্জ্জয় গ্রাসে। এরা জানে না যে, এ আমারই কলঙ্ক—আমারই বুকে বাজ্‌বে দুর্জ্জয় বিষাক্ত শেলাঘাত! মা গো চিতোরেশ্বরী! রক্ষা কর—চিতোরের মঙ্গল কর—রাণা বিক্রমজিৎকে বোঝ্‌বার শক্তি দাও!

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

বুকফাটা ডাকে মঙ্গল চাওয়া যার তরে।
সে তো চাহে না মাথায় নিতে,
কেন তবে ভাবা এত ক'রে?
স্বভাবে তাহার ভাল নয় ভালো,
সিঞ্চন দিতে যত জল ঢালো,
জ্বলিবে অনল হবিঃধারে।

করমচাঁদ। চারণ! চারণ!

চারণ। এসো বৃদ্ধ! সত্যিকারের চোখের জল দু'ফোটা মায়ের মন্দিরে রেখে আস্‌বে চল!

করমচাঁদ। হাত ধর—হাত ধর মিত্র! চোখের জলে আজ আমি অন্ধ—পথহারা!

[করমচাঁদকে লইয়া চারণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বারীর বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

থাণ্ডার।

থাণ্ডার। করমচাঁদ, জগমল—ও ধাড়ী বাচ্ছা দুইই সমান। আমায় ছোটলোক ব'লে ব'লে দিন দিন আঠারো আনা ছোটলোক তৈরী করছে। এ ছোটলোকের ভেতরেও যে একটা ভদ্রতা ছিল, তা দেখাবার অবসর দিলে না এই সর্দ্দারের দল। ছোটলোকের সঙ্গে মিশে মিশে কাজ করলে তোরাও তো মজা লুট্‌তিস্! তা নয়, নিজেরা থাক্‌বি আকাশে, আর আমাদের পাঠাবি পাতালে!—আমাদের ওপর এত-দূর খড়্গহস্ত! এইবার দেখিয়ে দেবো, ছোটলোক কতদূর ছোটলোক হ'তে পারে! যে জাল তৈরী করেছি, সেই জালে পড় একবার—মজাটা টের পাবে। এই বারী-বৌ তিলমণিকে দিয়ে তোমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বো। ও বাবা, মেঘ না চাইতেই জল! তিলমণি যে একেবারে কাঁচা ফুলের মত ফুটে উঠ্‌লো দেখ্‌তে পাই! আ-মরি-মরি! পায়ে আবার ঘুঁঘুর বাঁধা! নাচ্‌বে না কি? নাচুক্, আমিও ততক্ষণ জালের গেরো খুলে তৈরী হই—

[প্রস্থান।

তিলমণির প্রবেশ।

তিলমণি। মন্দ নয়; জাত-ব্যবসা ছেড়ে রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে মুজ্‌রো নিয়ে বুঝি যেতে থাক্‌তে হয়! রোজগার চল্‌বে দু'দিক থেকে; পায়ে আল্‌তা পরানোও বজায় থাক্‌লো, আবার পায়ে ঘুঁঘুর বেঁধে নাচ-গানও বজায় থাক্‌লো।

গীত।

এ আমার হ'লো বিষম দায়।
ভাবি মনে হায় কেমনে দু'দিক আমার থাক্‌বে বজায়।
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো, য' দিন থাকে ত' দিন ভালো,
উপরি উপায় থাক্‌লে ভালো, এলো গেলো নইলে কি তায়?
মনের জোরে মনের মাতন, মনে জাগে সোনার স্বপন,
মনে যদি না হয় তেমন, ফির্‌বো ঘরে পরে পায়।

[অতি সন্তর্পণে খাণ্ডার আসিয়া একখানি বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা তিলমণির চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া ফেলিল।]

তিলমণি। কে—কে?

খাণ্ডার। আমি—আমি জগমলরাও—

তিলমণি। কোন্ জগমলরাও?

খাণ্ডার। করমচাঁদের বেটা—মস্ত ট্যাটা জগমলরাও।

তিলমণি। কে আছ, আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—

খাণ্ডার। [তিলমণির হাত বাঁধিতে বাঁধিতে] মর্‌তে দেবো না যখন, তখন বাঁচ্‌বার জন্য চিন্তা কেন? এইবার আমার আড্ডায় তোমাকে নিয়ে যাবো। আমি জগমলরাও, নইলে দিনে ডাকাতি কর্‌বার সাহস করি? আমি জগমলরাও—

তিলমণি। [উচ্চৈঃস্বরে] জগমলরাও—দস্যু জগমলরাও—

[সহসা খাণ্ডারের প্রস্থান।

বারীর প্রবেশ।

বারী। কি হয়েছে—কি হয়েছে? দস্যু জগমলরাও কি? একি,

তিলমণি? তোর চোখ বাঁধ্‌লে কে? হাত বাঁধ্‌লে কে? [তিলমণির হাতের ও চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল।]

তিলমণি। জগমলরাও—জগমলরাও—আমায় চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল!

বারী। তাই না কি? রাজবাড়ী যাবার নিষ্কণ্টক পথে ডাকাতি আরম্ভ হ'লো না কি? আচ্ছা, তুই বাড়ীর ভেতর যা! আমি দেখ্‌ছি সেই সর্দ্দারের বেটা সর্দ্দারকে। [তিলমণির প্রস্থান।] গলায় ক্ষুর বসিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডু নাবিয়ে শয়তানটার রক্ত নিয়ে আস্‌ছি! নাপিত ধূর্ত্তুর সঙ্গে চালাকি! আজ জান নিয়ে ছাড়্‌বো, তবে আমার নাম বারী—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমল্মীর দুর্গ—মন্ত্রণাকক্ষ।

বনবীর।

বনবীর। অপমান—অপমান!
সাধ করি অন্তর্বেদনা সহ সহস্র লাঞ্ছনা
আনিলাম বহি চিতোর-প্রাসাদ হ'তে।
পিতৃদত্ত সম্পদ লইয়া
আছিলাম বসি নিজ গৃহে

সম্মানের শান্তির বেদিকা গড়ি,
কোন্ প্রয়োজনে ছুটিলাম
চিতোরের পদপ্রান্তে আনত করিয়া শির
আত্মীয়তা করিতে অর্জ্জন ?
জীবন-প্রত্যূষে কার দেওয়া
এই শাস্তি—এই বিড়ম্বনা ?
চিন্তাহীন প্রাণে
কেন এই অগাধ চিন্তার রাশি ?
এ কি উপহাস কঠোর দৈবের ?
সে কঠোরতা আমিই সহিব,
যদি আমি দায়ী ভূমণ্ডলে
জন্মের কারণে মম।
কিন্তু যিনি পূজ্যা মম—আরাধ্যা আমার,
রক্ত দিয়ে গড়া আমি যাঁর গর্ভের সন্তান,
সেই জননীর অপমান,
আমি পুত্র—সহিব না—সহিব না
কারণে কি অকারণে কোন।

আশা-শার প্রবেশ।

আশা-শা। হে কুমার !
বনবীর। কে আশা-শা ? কিবা চাহ ?
আশা-শা। চিতোর হইতে আসিয়াছে বার্ত্তাবহ—
বনবীর। বেত্রাঘাতে কর বিতাড়িত।
আশা-শা। আসিয়াছে রাজপক্ষ হ'তে।

বনবীর। শুনি প্রার্থনা তাহার, বলিবার থাকে,
বিচার করিয়া তুমি দাও সদুত্তর।
চিতোরের মক্ষিকাও পাপে কলুষিত,
বাক্যালাপে নেমে যাবো আরো নিম্ন স্তরে।

আশা-শা। কহে বার্ত্তাবহ, মহারাণা স্বয়ং
সাক্ষাতে তোমার আসিছেন পুরে।

বনবীর। না—না, রুদ্ধ কর দ্বার;
ঘটিবে অনর্থ অতীব ভীষণ,
রাণা যদি মম পুরে করেন প্রবেশ।

আশা-শা। সে কি? রাণা বিক্রমজিৎ
আপনি আসিয়া পুরে
ফিরে যাবে অবজ্ঞাতাড়নে তব?
দিবে না সম্মান তারে?
মুক্তপ্রাণে মেশামেশি—সখ্যতা-বন্ধন,
ভেঙ্গে দিবে ব্যবধান সৃষ্টি হেতু
দ্বার রুদ্ধ করি?

বনবীর। তবে যুক্তি দেহ মোরে,
চিতোর-শাসনকর্ত্তা রাণা বিক্রমেরে
কিরূপ সম্মান দিয়ে আনিব এ পুরে?

আশা-শা। কেন, ভাই ব'লে!

বনবীর। জান না সর্দ্দার!
বিক্রমের ভ্রাতৃস্থান হ'তে
নেমে গেছি বহু নিম্নে।
যদি এসে থাকে সৌজন্য দেখাতে,

যদি আশা তার
সখ্যতার ঊর্দ্ধে ওঠা এই বনবীরে
নিম্ন হ'তে সম উচ্চে তুলিতে আবার
সান্ত্বনায় কারঙ্গুলি ধ'রে—
হয় তো তুলিতে পারে,
কিন্তু আঘাতে আঘাতে ব্যথিত এ দেহ
তুলে ধ'রে আনত এ শির
রহিবে কি স্থির ? এই বনবীর
কথায় ভাষায় স্বভাব-নয়নে চাহি
পারিবে কি দাঁড়াইতে
ভর দিয়া পদযুগে তার ?

আশা শা । কেন পারিবে না ?
ভাই তব চিতোরের রাণা ;
সে তো নহে অপরাধী তব পাশে,
কিম্বা তুমিও নহ তো দোষী !

বনবীর । দোষী—দোষী আমি তার কাছে ।

আশা-শা । কেন ?

বনবীর । নীচ আমি—স্পর্দ্ধা মম,
আত্মীয়তা ল'য়ে ভাই ব'লে
দাঁড়াইনু বিক্রমের সমান পর্য্যায় ;
স্পর্দ্ধা মম, অবারিত ভাবি'
পুরীমাঝে তার করিয়া প্রবেশ
কলুষিত করেছি সমাজ ।
আমিই তো দোষী,

তাই চিতোর হইতে শৃগাল কুক্কুর সম
বিতাড়িত অপমান তীক্ষ্ণ শেলাঘাতে।

আশা-শা। কে করেছে অপমান? রাণা বিক্রমজিৎ?

বনবীর। না—না, পত্নী তার—রাণী দেবীকাবাঈ।

আশা-শা। কি বলেছে?

বনবীর। দাসীপুত্র—বনবীর দাসীপুত্র—
পিতা মম পৃথ্বিরাজ,
নহে তাহা যোগ্য পরিচয় মম;
রাণাবংশ-শোণিতের ধারা
ধমনীতে প্রবাহিত মোর,
সেও মিথ্যা—কলঙ্ক আমার তাহা।
বীরাচার-নীতি যত মোর,
শিক্ষা-দীক্ষা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ,
তাও যেন স্পর্দ্ধা মাত্র—
আঁখিপটে মোর দিয়াছে আঁকিয়া!
নীচ আমি, কেন যাবো উচ্চ সনে
আলাপনে সমাজ-মন্দিরে তার?
যাও—যাও, মিষ্টভাষে সাধু আলাপনে
ফিরাইয়া দাও চিতোর-শাসকে;
ব'লে দাও নীচ বনবীর—
নীচের দুয়ারে আসি
মর্য্যাদা আপন ক্ষুণ্ণ নাহি করে।

আশা-শা। না কুমার! শত অপমান, সহস্র লাঞ্ছনা
বুকে বাঁধি ভুলিতে হইবে তোমা।

শত্রু যদি দ্বারে আসে
দরশন-আকিঞ্চন ল'য়ে,
সসম্মানে মিত্র বোধে
আপনি দাঁড়াতে হয় অভ্যর্থনা হেতু।

বনবীর। সর্দ্দার! সর্দ্দার! কেন আন দুর্ব্বলতা
শুনাইয়া তত্ত্বকথা মোরে?
ব্রত মম—প্রতিজ্ঞা আমার
ভঙ্গ হ'য়ে যাবে; হয় তো বা—

আশা-শা। বিক্রম শত্রুতা করে, থাকুক্ সে শত্রু,
নহে গৃহে তব—গৃহের বাহিরে।
শত্রুতায় দণ্ড দিতে হয়, দিও পরে;
তার তরে অস্ত্রাগারে প্রত্যেকটী কৃপাণে
তীক্ষ্ণতায় তৃষিতরসনা কর,
সমরে আহ্বান কর চিতোরশাসকে,
লহ সিংহাসন, বীরাচারে নীতি-তত্ত্ব তব
করিতে প্রচার। কহিও তখন দৃঢ়তায়,
রাণাবংশে জন্ম তব—পৃথ্বীর নন্দন।

বনবীর। প্রশস্ত এ যুক্তি তব।
প্রতিহিংসা মন্থনে মন্থনে
গভীর গোপনে নিরবধি উঠুক্ ঘনায়ে,
প্রয়োজনে মরম নিঙারি
বাহিরে টানিয়া আনি
ঢেলে দিব প্রহরণমুখে।
না—না, বিক্রমে দিব না দণ্ড,

দণ্ড পাবে রাণী তার
দাম্ভিকা দেবীকা। চল হে সর্দ্দার!
বিক্রমে আহ্বানি আনি তোরণদুয়ার হ'তে।

[প্রস্থানোদ্যত]

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতলসেনী। কোথা যাও লজ্জাহীন?
সাজাইয়া পূজার সম্ভার,
কোন্ অতিথির পূজা হেতু
বরিয়া আনিতে যাও তোরণদুয়ারে?

বনবীর। মাতা! সমাগত পুরদ্বারে চিতোরের রাণা—

শীতলসেনী। আর আসে নাই রাণী তার—
আনে নাই বেত্র তাড়নার?
ভাল বুঝি লেগেছিল তর্জ্জনীহেলন তার,
ভাল বুঝি লেগেছিল কটু তিরস্কার?
সাধ বুঝি হয়েছে এবার
পদাঘাত তার ধরিতে মাথায়?
রাণীর আসনে বসি' দাম্ভিকা রমণী
রক্ত-আঁখি নিয়ে
দাসী ব'লে ডেকে যাবে জননীরে,
সন্তানের সাধ বুঝি অকপটে তাহাই সহিতে?

বনবীর। না—না, আসে নাই রাণী—

শীতলসেনী। আসিত যদ্যপি,
পাদ্য-অর্ঘ্য দিতে বুঝি চরণে তাহার?

বনবীর। নীচ ভাবে যারে,
সে তো আসিবে না মাতা তাহার দুয়ারে!

শীতলসেনী। আসে নাই—তাই রক্ষা তার!
আসিত যদ্যপি—কিন্তু কহি আমি,
আসিতে হইবে তারে আমার দুয়ারে—
যাচিতে হইবে তারে করযোড়ে
মোর পাশে আপন কল্যাণ তার;
ভিখারীর মত চাবে ভিক্ষা সাশ্রুনেত্রে,
কিন্তু দিব না সে ভিক্ষা আমি—
বেত্রাঘাতে পাঠাইব পুরীর বাহিরে।
রুক্ষ কেশ, দীন নেত্র, কাকুতির ঘটা,
ব্যর্থতার আকুলতা দেখিতে দেখিতে
পলে পলে নিবারিত হবে মম
অন্তরের দারুণ দহন যত।
সর্দ্দার আশা-শা!
বিস্ময়ে নির্ব্বাক নিশ্চল কি হেতু?
বনবীর যাইবে না তোরণদুয়ারে;
ব'লে এসো অবুঝ বিক্রমে,
দেখা হবে বনবীর সনে রণাঙ্গনে—
অস্ত্রে অস্ত্রে বীরের প্রথায়,
সমরের শেষে বনবীর
দিয়ে যাবে রক্তের পরীক্ষা তার।

আশা-শা। মাতা! মম অনুরোধ—

শীতলসেনী। বনবীর!—

বনবীর। বিশ্বের বিপুল রক্ত নাহি চাহি মাতা!
ভুলি জননীর ব্যথা
আদেশ তাঁহার করিয়া লঙ্ঘন ;
কিন্তু অনুমতি পেলে—

শীতলসেনী। সসম্মানে বিক্রমে আনিবে গৃহে ?

বনবীর। হ্যাঁ মা! একবার দেখিব তাহারে,
শুনিব একটি কথা—কহিব একটি ভাষা,
মাত্র বুঝে লবো মনোভাব তার,
কিবা চাহে আমার সকাশে ?

শীতলসেনী। কি সম্বন্ধ তোমা সনে তার ?

বনবীর। ভাই—ভাই শত শত্রুতায়
কোন ছলে কাহারো বিধানে
এ সম্বন্ধ ঘুচিবার নয়।

শীতলসেনী। ঘুচাইতে হবে এ হেন সম্বন্ধ।
লহ অস্ত্র অস্ত্রাগার হ'তে,
ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে এসো রাণা বিক্রমের।

বনবীর। মা—মা! নহে অপরাধী চিতোরের রাণা,
অপরাধী রাজরাণী—

শীতলসেনী। সেই হেতু বিক্রমের ছিন্ন মুণ্ড প্রয়োজন মম।
শুধু দেবীকায় শাস্তি দিতে—
শুধু বিধবা সাজাতে তারে!

বনবীর। মা—মা! ক্ষান্ত হও!
বিক্রমের রক্তপান সাজে না তোমার,
তুমিও জননী তার!

শীতলসেনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দানব পুত্রের রাক্ষসী জননী,
যে জননী মালা গাঁথি তার
কণ্ঠহার করি গরবে দুলায় গলে।
বনবীর—বনবীর! প্রতিশোধ!
না—না, তুমি পারিবে না বিক্রমে দলিতে;
এসো পুত্র! দেখ এসে—
বক্ষে বেঁধা কণ্টক-যন্ত্রণা
নিজে জননী তোমার
কোন্ ওষধিপ্রলেপে কেমনে ভুলিয়া যায়!

[প্রস্থানোদ্যতা]

বনবীর। মাতা! বিক্রমে বিমুখ যদি,
আমি যাবো বিক্রমে ফিরাতে—
পুরী হ'তে বিদায় করিতে।
মায়ের সম্মানে ভায়ে ভায়ে থাকুক্ বিবাদ,
হেন অপবাদ আমি
শির পাতি করিব গ্রহণ;
কিন্তু এক পুত্রে নাশি
অন্য পুত্রে স্নেহ দিবে ঢালি,
জননীর এ কলঙ্ক দিব না রটিতে মাতা!
চল দেবি! খুঁজে দেখি,
কোথা তৃপ্তি জননীর!

[প্রস্থান।

শীতলসেনী। সর্দ্দার আশা-শা! কুমারের দেহরক্ষী—নিরস্ত্র নয়—সশস্ত্র!

আশা-শা। আমাকে ভাল বুঝ্‌তে দিলে না মা!

শীতলসেনী। বোঝ্‌বার প্রয়োজন নেই; শুধু এইটুকু জেনে রাখো, একটা নারী ক্ষিপ্তা হ'য়ে উঠেছে কালবৈশাখীর বিপ্লবসৃষ্টির শক্তি নিয়ে একটা নারীকেই তার সজ্বাতে ধ্বংসের কবলে আছড়ে ফেল্‌তে। সঙ্গে এসো, বনবীরকে বিশ্বাস নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চাঁদগিরির বাটী।

মাতুবাঈ।

মাতুবাঈ। এঁ্যা—ব্যাপার কি? মিছরীর জল খাবো ব'লে একটা মানুষ সেই যে আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, তা এখনো পর্য্যন্ত দেখা নেই! তৈরী মিছরীর জল এতক্ষণ থাকে? তেতো চিরেতা হ'য়ে উঠ্‌লো যে! ও গোব্‌রা—গোব্‌রা।

গোব্‌রার প্রবেশ।

গোব্‌রা। আজ্ঞে মা—হাজির—গোব্‌রা এসেছে।

মাতুবাঈ। চুপ ক'রে ব'সে কর্‌ছিস কি আমার মাথা মুণ্ডু?

গোব্‌রা। না—চুপ ক'রে ব'সে থাকি নি। প্রথমে গুন্‌-গুন্‌ ক'রে গান গাইছিলুম, তারপর হাই তুললুম—সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই ঢেঁকুর তুলে ওপর দিকে চেয়ে কড়িকাঠ গুণ্‌ছিলুম।

মাতুবাঈ। কেন—ঢেঁকুর তুল্‌লি কেন? অম্বলের ব্যায়রাম আছে না কি?

গোব্‌রা। আজ্ঞে না; ও অম্‌নি সখের ঢেঁকুর।

মাতুবাঈ। সখের ঢেঁকুর? রোগ আবার সখের হয় না কি? অম্বল—ভয়ানক অম্বল হয়েছে।

গোব্‌রা। আজ্ঞে না; অম্বল আমার হয় নি—আমি ভাল আছি।

মাতুবাঈ। না—না, ভাল নেই—কখ্‌খনো ভাল নেই। আবার তর্ক হ'চ্ছে! আমি তোর মনিব, আমি বুঝ্‌তে পার্‌বো না তোর অম্বল হয়েছে কি না? আজকাল অম্বল না হ'য়ে মানুষের পার আছে? ওষুধ খা—ওষুধ খা,—মিছরীর জল, তিনফলার জল, আর চূণের জল—

গোব্‌রা। আজ্ঞে, আমার কিচ্ছু হয় নি, শুধু শুধু আমি ওষুধ খেতে যাবো কেন?

মাতুবাঈ। দেখ্‌ গোব্‌রা! ব্যায়রাম চাপা দিয়ে রেখে আমার সংসারের সর্ব্বনাশ কর্‌বি দেখ্‌ছি! ওরে! অম্বল যে ছোঁয়াচে ব্যায়রাম রে! যদি ভাল চাস্‌—আমার বাড়ী যদি চাক্‌রী কর্‌তে চাস, তবে ওষুধ খেয়ে মিছরীর জল খেয়ে বেঁচে থাক্‌, নইলে গলা টিপে দূর ক'রে দেবো বাড়ী থেকে।

গোব্‌রা। তা আমি কি কর্‌বো? জোচ্চোর ঘিওয়ালারা বেশী দাম নিয়ে খারাপ ঘি দিয়ে ঠকায় কেন? তাই তো অম্বল হয়।

মাতুবাঈ। ওরে গোব্‌রা রে! আমাদের কর্ত্তাও হয় তো এত-ক্ষণ অম্বলের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে! হয় তো দোকানদারকে দাঁড়ি-দার দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে, নয় তো দাওয়াইখানায় চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে পায়ের তলায় শোরগোঁজা তেলের মালিশ কর্‌ছে! ওরে

গোব্‌রা—ওরে অম্বুলে গোব্‌রা! কর্ত্তাকে দেখ্ না—খোঁজ কর্ না—মিছরীর জল খাইয়ে দে না!—অবেলায় অম্বল হ'য়ে ম'রে যাবে?

গোব্‌রা। এঁ্যা—কর্ত্তাবাবু ম'রে যাবে? [সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিল] ওগো, কর্ত্তাবাবু গো—

মাতুবাঈ। আ-মর্! কাঁদ্‌ছিস কেন?

গোবরা। কাঁদ্‌বো না? কর্ত্তাবাবু ম'রে যাবে, আমি কাঁদ্‌বো না?

মাতুবাঈ। জলজ্যান্ত মানুষটা বেঁচে রয়েছে, মরাকান্না কেঁদে তুই বাড়ীর অকল্যাণ কর্‌ছিস?

গোব্‌রা। বারণ ক'রো না মা—বারণ ক'রো না। অম্বলের ব্যায়রাম সহ্য হবে, কিন্তু ওগো কর্ত্তাবাবু গো—

মাতুবাঈ। ওরে, ও পোড়ারমুখো! কর্ত্তাবাবুর হ'লো কি যে ঘটা ক'রে কাঁদ্‌তে বসেছিস্?

গোব্‌রা। তুমিও কাঁদ মা—তুমিও কাঁদ! কর্ত্তাবাবুর অম্বল! তুমি যদি না কাঁদ মা, তা হ'লে বুঝ্‌বো তুমি পাথরের মা। ওগো কর্ত্তাবাবু গো—

চাঁদগিরির প্রবেশ।

চাঁদগিরি। কি—কি, ব্যাপার কি? কান্নাকাটী কেন?

মাতুবাঈ। ওগো আছ—তুমি বেঁচে আছ?

চাঁদগিরি। কেন—বেঁচে থাক্‌বো না কেন? কি হয়েছে আমার?

মাতুবাঈ। কি হয়েছে? সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছ্‌লো আর একটু হ'লে? প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছ, এই আমার ভাগ্যি! হতভাগাটা ঠিক মিছরীর জল খাবার সময় ডেকে নিয়ে গেল গা! ওরে গোব্‌রা! যা না—মিছরীর জলের বাটিটা নিয়ে আয় না!

গোব্‌রা। মিছরীর জলের বাটি—মিচরির জল—মিছরীর জল—

[প্রস্থান।

মাতুবাঙ্গী। হ্যাঁগা, আজ এ বেলা অম্বল হয়েছিল ?

চাঁদগিরি। না—আজ আর অম্বল হয় নি, তবে একটা নতুন চাকরী হ'লো বোধ হয়।

মাতুবাঙ্গী। ঢেঁকুর উঠেছিল ?

চাঁদগিরি। ঢেঁকুর উঠেছিল কি না মনে নেই। ওই কাঞ্জিলাল টাঞ্জিলাল যে রকম সব প্যাঁচোয়া কথা ছাড়্‌তে আরম্ভ করলে, কি যে কখন হ'লো, কিছু বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না।

গোব্‌রার পুনঃ প্রবেশ।

গোব্‌রা। মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে; তুমি না গেলে সে মিছরীর জল পাওয়া যাবে না।

মাতুবাঙ্গী। কেন রে ?

গোব্‌রা। বড় বড় আরশোলা সব মিছরীর জলে হুমড়ি খেয়ে সাঁতার কাটছে; জামবাটির মিছরীর জল এতক্ষণ আছে কি না, কে জানে! দু'বার তাড়া দিলুম, আমাকেই তেড়ে আসে। তুমিও চল, আমিও একগাছা লাঠি নিয়ে যাচ্ছি—

মাতুবাঙ্গী। এ্যাঁ! এ আরশোলা টিক্‌টিকির উপদ্রব কি কম্‌বে না ?

চাঁদগিরি। বিদ্রোহ—মাতুবাঙ্গী, বিদ্রোহ।

মাতুবাঙ্গী। হ্যাঁ—বিদ্রোহ ? আমি বেঁচে থাকতে আমার ঘরে আরশোলা বিদ্রোহ করবে ? গোব্‌রা! আবার যা; জামবাটির ভেতর থেকে এক একটা আরশোলা ধর্‌বি, আর টিপে টিপে মিছরীর রস

বার ক'রে নিবি—সব কটাকে চট্‌কে মেরে ফেল্‌বি ; মরা আর-শোলার ছ্যাঁচড়া রেঁধে আজ গায়ের ঝাল মেটাবো।

চাঁদগিরি। রাম-রাম-রাম ! তুমি রেগে এমন এক একটা কথা বল যে, শুনলেই অম্বলের ব্যায়রামটা চাগাড় দিয়ে ওঠে।

মাতুবাঈ। এঁ্যা—অম্বল হ'লো না কি গো ? ও গোব্‌রা ! অম্বল হ'লো যে রে !

গোব্‌রা। আজ্ঞে, আমারও ঢেঁকুর উঠ্‌ছে !

চাঁদগিরি। তা হবে না তো কি ? আরশোলা টিপে মিছরীর রস বার করবে, আর সেই রস মানুষ খেতে পারে ? তুমি আর-শোলার ছ্যাঁচড়া রাঁধবে, এই সব শুনে মানুষের অম্বলের ব্যায়রাম নীরব থাকতে পারে ? ছিঃ-ছিঃ, শুনেই আমার গা গুলিয়ে উঠ্‌ছে !

গোব্‌রা। হেউ—

মাতুবাঈ। ওমা, তাই তো গো ! এ কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম ! আমার কথাগুলো যে ভেজাল ঘিয়ের তৈরী, তা তো জান্‌তুম না।

চাঁদগিরি। এক একজন অমন থাকে ; এমন কথা কয় যে, শুনেই অম্বল হয়। গোব্‌রা ! এখান থেকে বিছানা মাদুর নিয়ে পালাই চল্‌ ; যে রকম আরশোলার উপদ্রব বেড়েছে, বেশী দিন এখানে থাকলে অম্বলের ব্যায়রামে মরতে হবে।

গোব্‌রা। তা হ'লে সব বেঁধে ফেলি ?

চাঁদগিরি। গিন্নি ! বোধ হয় হাতিয়ার ধরতে হবে—

মাতুবাঈ। সে কি গো ?

চাঁদগিরি। ও কাঞ্জিলাল টাঞ্জিলাল, মায় বুড়ো করমচাঁদ পর্য্যন্ত অম্বলের ব্যায়রামে ভুগ্‌ছে ; আমাকে যে রকম দলে টান্‌বার ব্যবস্থা করছে, ব্যায়রামটাকে ভাল ক'রে পুষ্‌তে না পারলে আমাদেরও কচুকাটা করবে।

মাতুবাঈ। কে, ঐ কাঞ্জিলাল?

চাঁদগিরি। কে করবে, তার নাম ধাম বলে নি বটে, কিন্তু যে রকম হাওয়া বইছে, তাতে বোধ হয়, বলিদানের কাত্তান শাণে চড়্লো।

মাতুবাঈ। কাকে কাট্‌বে? তোমায়? আমায়?

গোব্‌রা। আমাকে?

মাতুবাঈ। কাটুক্ না একবার দেখি! রান্নাঘর থেকে সাঁড়াশী এনে এক একটার নাক টেনে ধর্‌বো, আর অম্‌নি তার ওপর—ওার ওপর খন্তিপেটা! গোব্‌রা! লাঠি নিয়ে দেউড়ীতে দাঁড়াবি। আগে সাঁড়াশী আর খন্তি দু'টো মেজে নিয়ে আয়, আর বড় জালাটায় এক জালা মিছরী ভিজিয়ে দে।

চাঁদগিরি। এক জালা মিছরীর জল কি হবে?

মাতুবাঈ। ঐ সাঁড়াশী দিয়ে এক একটাকে টান্‌বো—খন্তিপেটা করবো, আর এক ঘটী ক'রে মিছরীর জল খাইয়ে দেবো; দেখি, তাদের অম্বলের ব্যায়রাম টিট্ হয় কি না!

চাঁদগিরি। তোমার কথা শুনে আমার যে বড় শীত করছে!

মাতুবাঈ। এঁ্যা—সে কি গো? জ্বর এলো না কি? ঠাণ্ডা লাগাচ্ছো কেন? ঘরের ভেতর এসো না! অম্বলের ব্যায়রাম জ্বর-বিকারে দাঁড়ালো না কি? সময়ে মিছরীর জল না খেলে ঐ রকমই হয়। ঘরে এসো না—চুলোর ছাই লেপ চাপা দেবে এসো না!

চাঁদগিরি। কি সর্ব্বনাশ! আমার কিছুই হয় নি, তুমি একটু থামো।

মাতুবাঈ। থাম্‌বো কি? থাম্‌বো কি গো? রোগের তিকিচ্ছে না কর্‌লে চলে? এসো না!

চাঁদগিরি। গোব্‌রা! তুইও আয় বাবা! নইলে লেপ চাপা দিয়ে

আমায় মেরে ফেল্‌বে। মিছরীর জল খাইয়ে খাইয়ে আমার দফা শেষ ক'রে দিয়েছে, এইবার লেপ-তোষকের পালা সুরু হ'লো।

গোব্‌রা। আজ্ঞে, মা-ঠাক্‌রুণ দেউড়ীতে দাঁড়াতে বল্‌লে—

মাতুবাঈ। হ্যাঁ—দেউড়ীতে দাঁড়া, আমি সাঁড়াশী আন্‌ছি। বলি, এসো না!

চাঁদগিরি। আগে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দাও; এই যদি শেষ খাওয়া হয়, বলা যায় না তো!

মাতুবাঈ। হ্যাঁ—মিষ্টি খাবে বই কি! বাসি ছানার মিষ্টিগুলো না খেলে সুখ হবে কেন? শীত করছে, মিষ্টি খাবে! সাবু খাবে আর মিছরীর জল খাবে।

চাঁদগিরি। সর্ব্বনাশ কর্‌লে! বেফাঁস কথা ক'য়ে আজ সাবু খেয়ে মরতে হবে দেখ্‌ছি!

মাতুবাঈ। এসো না—[চাঁদগিরির হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।]

চাঁদগিরি। ও গোব্‌রা! তোর জ্বর হয় নি তো?

গোব্‌রা। আজ্ঞে না

মাতুবাঈ। দেখিস্‌ বাপু; পরের ছেলে গতর খাটাতে এসে জ্বর-বিকারে মরিস্‌ নি যেন!

[প্রস্থান।

চাঁদগিরি। জ্বর হ'লেও বলিস্‌ নি যেন! তা হ'লে চিকিৎসার ঠ্যালায় দু'দিনেই শিঙে ফুক্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

গোব্‌রা। আজ্ঞে না। দেউড়ীতে দাঁড়াবো, তখন সব দল বেঁধে এসে কানটা ধ'রে যদি দু'গালে চড়িয়ে দেয়? এখন আগে গোটা-কতক কুস্তীর প্যাঁচ, তুড়ীলাফ, পাঁচমিশেলি রদ্দা, এই সব হরদম

ছাড়্‌বো; তাতেও যদি না হয়, চড় যদি ঘুসিতে এসে দাঁড়ায়, তখন মা-ঠাক্‌রুণকে ডাক্‌তেই হবে। যাই, সাঁড়াশী আর খন্তিগুলো মেজে ফেলিগে—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—রাজসভা।

নর্ত্তকীগণ, বিক্রমজিৎ ও খাণ্ডার।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আজি দীপালিতে, দীপ জ্বেলে দিতে,
দীপসোহাগী আমরা ভালো।
প্রিয় ব'লে আলো, আলো সখি আলো,
চোখঢাকা ওই ঘোমটা খোলো।
আলোয় আলোয় প্রিয় আস্‌বে ব'লে,
আলোর মালা সাজাই আলোর তলে,
যতন না পেলে যাবে ফিরে চ'লে,
রতন কেমনে হারাবো বলো।

[প্রস্থান।

খাণ্ডার। নর্ত্তকীরা চ'লে গেল! আর যাবে না তো কি? মহারাণা যখনই কোন মজলিসের আয়োজন করেন, অমনি যত সব

বাজে লোকের আমদানী! আমাদেরই ভাল লাগে না, তা ওরা অবলা জাত—পালাবে না তো কি? ঠিক করেছে।

বিক্রমজিৎ। না খাণ্ডার! এটা নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীতের মজলিস নয়, এটা রাজসভা। আমার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিদ্রোহীদলের সঙ্গে আজ এইখানে ব'সে একটা সহজ সরল মীমাংসা ক'রে নিতে চাই। ষড়যন্ত্রকারীর দল মাথা তুলে আমায় সিংহাসনচ্যুত করতে চায়; আমি নিত্য নিত্য তাদের প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে মরতে সিংহাসনে বস্‌বো না। এই আগুন আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে—আত্মীয়বিচ্ছেদের কারণ হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত। এই যে বৃদ্ধ করমচাঁদ, জগমলরাও, কাঞ্জিলাল সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে!

করমচাঁদ, জগমলরাও ও কাঞ্জিলালের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। এখন বল, তোমাদের উদ্দেশ্য কি—তোমরা চাও কি?

জগমল। ঘৃণার পরিবর্ত্তে আন্তরিকতা—

কাঞ্জিলাল। বিদ্বেষপ্রকাশের পরিবর্ত্তে প্রতিপালকের সৌজন্য।

বিক্রমজিৎ। আর বৃদ্ধ করমচাঁদ!

করমচাঁদ। আমার চাইবার অনেক কিছু আছে; আপনার তা দান করবার শক্তি থাক্‌লেও আমার সে চাওয়ার কোন মূল্য নেই। শুধু আপনি স্মরণ রাখ্‌বেন, আপনি রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র। তাঁর আশীর্ব্বাদ আপনার শিয়রে থাক্‌লে লক্ষ ফণাধরের উদ্যত ফণা আপনার কিছু করতে পারবে না। ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ ক'রে সোজা মানুষ হোন্ বিক্রমজিৎ! বৃদ্ধ বয়সেও এই করমচাঁদ তার বুকের রক্ত দিয়ে আপনার মঙ্গল কামনা করবে।

খাণ্ডার। মহারাণা! এ সব পুরোণো কাসুন্দি; পুরোণো কথা-

গুলোকেই ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঘোরালো ক'রে তুল্‌ছে। এ সব বাজে কথা শোনার চেয়ে চলুন—মল্লবাড়ীর দিক্‌টায় একবার ঘুরে আসি! ব'সে ব'সে লাঠির প্যাঁচ দেখ্‌বেন চলুন, এ সব প্যাঁচোয়া কথায় কান দেবেন না।

বিক্রমজিৎ। না—না, এমনি ক'রে ভয়ে ভয়ে অতীতের কোলে অনেক দিন কাটিয়ে দিয়েছি—গৃহবিচ্ছেদের আগুন নিয়ে এই চিতোরে ব'সে নিজের হৃদয়খানাকে শ্মশানে পরিণত করেছি; যদি তার প্রতি-কার করতে না পারি, তা হ'লে সেই শ্মশান-অঙ্গার চিতোরবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়ে যাবো। চিতোরের সভ্যসমাজের সখ্যতা যখন পেলুম না, এই নীচ মল্লদের মিত্রতাই আমি মূল্যবান মনে করবো।

খাওার। থাক্‌—থাক্‌ মহারাজ! এত ক'রে আমাদের বাড়িয়ে তুল্‌বেন না। এদের সাম্‌নে এত ক'রে আমাদের আদর করলে ওরা সব দল বেঁধে হিংসেয় দম ফেটে ম'রে যাবে।

বিক্রমজিৎ। তা যায় যাবে; যার এতে অপমান বোধ হবে, সে চিতোরের সংস্রব পরিত্যাগ করতে পারে। যারা আমায় অপমান করতে পারে, তাদের আমি পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করি না—তাদের কোন সাহায্যও চাই না; গত যুদ্ধে তাদের ডাকি নি, ভবিষ্যতেও তাদের প্রয়োজন হবে না।

করমচাঁদ। শুনুন রাণা! কত দিন কত যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি আপনাকে, কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে তা সমস্তই বিফল হয়েছে। ঔদ্ধত্য আর উচ্ছৃঙ্খলতায় আপনি এতদূর অন্ধ যে, আমার কাতরতার অশ্রুবিন্দু পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেন নি! আপনার পাষাণ হৃদয় কোন ছলে কোন দিক দিয়ে এতটুকু গলাতে পারি নি।

জগমল। পিতা! অবোধকে কেন আর বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ছেন? রাণা বুঝ্‌বেন না—তাঁর বোঝ্‌বার শক্তি নেই।

বিক্রমজিৎ। বৃদ্ধ করমচাঁদ! পুত্রকে নিরস্ত কর—তার ঔদ্ধত্য দমন কর—

করমচাঁদ। পুত্র জগমল! এ রাজসভা, এখানে ধৈর্য্য হারিও না।

জগমল। কত আর ধৈর্য্য ধর্‌বো পিতা? এই সভায় সামন্ত-রাজগণের প্রতি মহারাণার নিত্য-নৈমিত্তিক দুর্ব্যবহার রক্ত-মাংসের শরীর আর কত সহ্য কর্‌বে? কি বাকী আছে আমাদের অপমানের? আপনার নিষেধে নিরস্ত হবো কিসের আশায়? উপর্য্যুপরি আঘাতে বিষধর তার ফণা নামিয়ে রেখে কত কাল নীরবে থাক্‌বে? আপনার বাধ্য পুত্র ধৈর্য্য হারিয়ে আজ অবাধ্যতার আশ্রয় নিতে চলেছে, তাকে ক্ষমা করুন পিতা!

বিক্রমজিৎ। ও—! তা হ'লে তোমরা আমাকে এইভাবেই ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে?

জগমল। হাঁ—যদি ভবিষ্যতে আপনাকে ঘৃণার কাজ কর্‌তে দেখি।

করমচাঁদ। না—না, আমি সে কথা বল্‌তে পারছি না রাণা!

বিক্রমজিৎ। মুখোস খুলে ফেল বৃদ্ধ! তুমিই এদের প্রশ্রয়দাতা—তুমিই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা কর!

করমচাঁদ। না রাণা! মানুষ যেমন দেবতাকে পূজা করে, আমি তেম্‌নি রাণাকে ভগবানের প্রতিনিধি ভেবেই পূজা করি।

বিক্রমজিৎ। মিথ্যা কথা!

জগমল। কিন্তু আমি সত্য বল্‌ছি মহারাণা! আমি আপনাকে নিষ্ঠুর লম্পট ভেবে ঘৃণা করি।

বিক্রমজিৎ। [দৃঢ়স্বরে] জগমলরাও—

জগমল। জগমলরাও মানুষের কাছে মানুষের আচরণ প্রত্যাশা করে, নারকীর দুর্ব্ব্যবহার চায় না।

করমচাঁদ। জগমল! তুমি নিরস্ত হবে কি না? সভার মর্য্যাদা রক্ষা করবে কি না?

জগমল। ক্ষমা কর পিতা! আগে সভাব নষ্ট শোভার পুনরুদ্ধার হোক্, তারপর সভার মর্য্যাদা রক্ষা হবে।

বিক্রমজিৎ। খাণ্ডার! এ সমস্ত কি? চিতোরের রাণা আমি, না এই করমচাঁদপুত্র জগমলরাও?

খাণ্ডার। বলছি এখান থেকে চ'লে চলুন! আপনি বিনিয়ে বিনিয়ে কথা তুল্‌ছেন, আর ওরাও আপনাকে যা তা শোনাচ্ছে। আপনি যতই ভদ্রতা দেখান, মোট কথা—ওরা আপনাকে রাণা ব'লে স্বীকার করতে চায় না।

বিক্রমজিৎ। তাই না কি? এর অর্থ কি বৃদ্ধ করমচাঁদ?

জগমল। বৃদ্ধ করমচাঁদ উত্তর দেবেন না—উত্তর দেবো আমি।

কাঞ্জিলাল। এ একটা সাজানো কথা রাণা! চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাণাকে রাণা ব'লে স্বীকার করবো না, এ অসদুদ্দেশ্য আমাদের নেই। স্বার্থপর দুষ্ট লোকেরা এইরূপ রটিয়েছে, আর তাতেই আপনার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে। আপনার এ কথার কোন ভিত্তি নেই, নির্ব্বোধ বালকের চাপল্য ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

বিক্রমজিৎ। কাঞ্জিলাল! আমার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে? আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তুমি এই কথা উচ্চারণ করছো? স্পর্দ্ধিত কুকুর! জ্ঞানকৃত এই অপরাধের ক্ষমা চাও।

জগমল। কে ক্ষমা চাইবে?

বিক্রমজিৎ। তুমি—তোমার পিতা—

জগমল। না—রাণা বিক্রমজিৎ।

বিক্রমজিৎ। আমি ?

জগমল। হ্যাঁ, পিতার এই সন্তানের কাছে—আমার এই বৃদ্ধ পিতার কাছে, যিনি বুক দিয়ে আপনার সাম্রাজ্য রক্ষা ক'রে প্রতিদান পেয়েছেন তাচ্ছিল্যের বেত্রাঘাত, তাঁর কাছে।

বিক্রমজিৎ। তোমার পিতা আমার সাম্রাজ্য রক্ষা করেছেন, না আমার সর্ব্বনাশে গৃহবিচ্ছেদের সৃষ্টি করেছেন ?

জগমল। আপনি আমার পিতাকে কটূক্তি ক'রে অপমান করেছেন, একবার নয়—বহুবার; সমগ্র চিতোরবাসীর কাছে আপনার সে ক্রটীর মার্জ্জনা নেই।

বিক্রমজিৎ। জগমলরাও! তোমার এ ঔদ্ধত্যের জন্য আমার সাম্রাজ্য থেকে আমি তোমায় নির্ব্বাসিত কর্‌ছি; ভবিষ্যতে আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

জগমল। আমিও থাক্‌তে চাই না। আপনার সংস্পর্শে এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার ঘৃণার কথা। কেন আছি জানেন ? আমার এই পিতার আজ্ঞায়। এখনো তিনি বিধাতার কাছে আপনার কল্যাণ কামনা করেন—এখনো তিনি রাণাবংশের রক্ষক—এখনো তিনি রাণা বিক্রমজিৎকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, তাই; নইলে কে চায় আপনার সংস্রব—কে চায় নীচ চাটুকারের মত নিত্য এসে আপনার পদলেহন করতে ?

বিক্রমজিৎ! ওঃ—ভারি মানুষ, তার আবার দম্ভ! মাথা হেঁট ক'রে সভাগৃহে দাঁড়িয়ে থাকো—বাক্যালাপ ক'রো না। যেমন পিতা তার তেম্‌নি পুত্র!

জগমল। শয়তান—শয়তান তুমি রাণা বিক্রমজিৎ!

বিক্রমজিৎ। কুক্কুরাধম তোমরা! ইচ্ছা কর্‌লে পদাঘাতে তোমাদের বিতাড়িত কর্‌তে পারি।

করমচাঁদ। মহারাণা! ক্ষিপ্ত আলোড়িত সমুদ্রকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, আপনি কি এম্‌নি ক'রেই তার বাঁধ ভেঙ্গে দেবেন?

বিক্রমজিৎ। ছলনা রাখ বৃদ্ধ! তোমারও নির্ব্বাসন-দণ্ডের প্রয়োজন।

করমচাঁদ। মহারাণা! বুদ্ধি হারাবেন না—বিচারশক্তি হারাবেন না—

বিক্রমজিৎ। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও সভাগৃহ থেকে—

জগমল। পিতা—পিতা!

কাঞ্জিলাল। সর্দ্দারজি! সর্দ্দারজি! এ যে অসহ্য—

করমচাঁদ। তবু নিরস্ত হও! এই বৃদ্ধ করমচাঁদ এখনো জীবিত—প্রতিকার কর্‌বার শক্তি এখনো তার অন্তর্হিত হয় নি। মহারাণা! ক্রোধে জ্ঞান হারাবেন না—অবোধের উন্মত্ততা নিয়ে সহজে জটিলতায় নিবিড় ক'রে তুল্‌বেন না—চিরহিতকামীকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে ক্ষিপ্ত ক'রে তুল্‌বেন না। আমার স্নেহদানের বিনিময়ে যদি গরল ঢেলে দেবার বাসনা থাকে—যদি কর্কশবচনে অপমানে আমায় তার প্রতিদান দিতে চান, তবে সে অপমান পৌঁছাবে ঊর্দ্ধে ওই ভগবানের চরণতলে; সে আঘাতে নেমে আস্‌বে রক্তবন্যা—ঝ'রে পড়্‌বে আপনার গর্ব্বোন্নত মাথায় অভিশাপরূপে।

বিক্রমজিৎ। অভিশাপ?

করমচাঁদ। হ্যাঁ—অভিশাপ।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।— **গীত।**

অভিশাপ আসে কল্লোলে, সঙ্ঘাতে, অশনি-সম্পাতে।
কোথা বল কি আছে শক্তি, পারিবে কি তারে বারিতে।

বুদ্ধি দিয়ে গড়া তোমার এই কর্ম্মফল,
বুদ্ধি নাই তাই বুদ্ধি তোমার হ'লো না সরল,
তোমায় বলা বৃথা, উপায় কোথা, জীবন তোমার বাঁচাতে ?

বিক্রমজিৎ। চারণ ! এই তুমি মেবারের মুক্তপ্রাণ মুক্ত পুরুষ ? মেবার পাহাড়ের শিখরে শিখরে রাণার জয়ঘোষণা না ক'রে তুমি এসেছ অভিসম্পাতে তাকে পাতালে পাঠাতে ?

চারণ।— **পূর্ব্ব গীতাংশ।**

নিজে তুমি যাচ্ছ ছুটে পাতালের তলে,
যাচ্ছ কোথা ভাব্ছো না তা, ফিরে দেখ্‌লে না ভুলে,
তোমার চল্‌তি পথে যাচ্ছে সাথে মরণ-বিষাণ বাজাতে।

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। সবাই সর্পের খলতা নিয়ে আমায় দংশন করতে চায়। এদের বাইরে আছে লোকদেখানো মধুভাণ্ডার, অন্তরে আছে জীবনসংহারী হলাহল ! না—না, তোমাদের সরলতাই আমার কাছে কঠোরতার নিদর্শন।

করমচাঁদ। না—না, এ কথা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং মা চিতোরেশ্বরীও বল্‌তে পারেন না।

বিক্রমজিৎ। অমৃতের আবরণে তোমার বিষের ছলনা এতদিন আমি বুঝতে পারি নি ; কপট ভালবাসা দেখিয়ে তুমি আমার অনেক সর্ব্বনাশ করেছ। যে ভালবাসা এখনো দেখাও, সে আমার পক্ষে বিষ ! বিক্রমজিৎকে স্নেহ দেখাও, তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিজে রাণা ব'লে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে !

করমচাঁদ। মিথ্যা কথা !—রাণা বিক্রমজিতের এ মতিচ্ছন্ন !

বিক্রমজিৎ। কি বৃদ্ধ পশু ? খাণ্ডার ! লাগাও চাবুক—

জগমল। কি? পুত্রের সম্মুখে পিতার পৃষ্ঠে চাবুকের দাগ বসাবে? সেই চাবুক ঘুরিয়ে ফেল্‌বো রাণা বিক্রমজিৎ—তোমারই পৃষ্ঠে।

বিক্রমজিৎ। হত্যা কর—শয়তানকে হত্যা কর—

জগমল। হত্যার অস্ত্র শুধু তোমার হাতেই নেই রাণা! অন্যায়ের দলন-যন্ত্র আমার হাতেও বিদ্যমান। আমিও জানি প্রতিশোধ নিতে—আমিও জানি সংহার-মন্ত্র।

করমচাঁদ। শান্ত হও—শান্ত হও জগমল! আমি ভুল করেছি—এ আমাদের বিদ্রোহিতা—এ পাপ! অস্ত্র ফেলে দাও—রাজসভা পরিত্যাগ কর।

জগমল। অম্‌নি অম্‌নি ফিরে যাবো পিতা? অপমানকারীকে লাঞ্ছনার যোগ্য দণ্ড দিয়ে যাবো না?

করমচাঁদ। ওরে, না—না; বিক্রম আমার পুত্রতুল্য। তুই যদি পিতার অবাধ্য হোস্‌, তোকেও যেমন মার্জ্জনা করতে পারি, বিক্রমকেও সেইভাবে মার্জ্জনা করবার অধিকার আমার আছে।

বিক্রমজিৎ। মার্জ্জনা? কে ভিক্ষা করে মার্জ্জনা তোমার কাছে? কে তোমার দয়াবৃত্তি আকর্ষণ কর্‌বার কাঙাল?

খাণ্ডার। হ্যাঁ, তাই না তাই! ওঁর দয়াতেই যেন মহারাজ বেঁচে আছেন; তাই দিন রাত মহারাজ ওঁর পেছনে পেছনে 'দয়া কর—দয়া কর' ব'লে ঘুরে বেড়াবেন! আবার তম্বী! লজ্জা করে না এখানে দাঁড়াতে? অম্‌নি তার ওপর—তার ওপর চাবুক হাঁকড়াতে হয়।

কাঞ্জিলাল। শয়তানটাকে আজ এইখানেই শেষ ক'রে যাবো!

জগমল। মরবার পালক উঠেছে; টেনে নিয়ে এসো বাইরে—

খাণ্ডার। এই চাবুকে—[চাবুক তুলিল।]

দেবীকাবাঈয়ের প্রবেশ।

দেবীকাবাঈ। নামাও উদ্যত চাবুক ; ফেল আমার পায়ের তলায়—[খাণ্ডার চাবুক ফেলিয়া দিল, দেবীকাবাঈ চাবুক উঠাইয়া লইয়া] চাবুকে চাবুকে আমি তোমার শয়তানী মতলব ঘুচিয়ে দেবো।

বিক্রমজিৎ। রাণি! তুমি এখানে? এই প্রকাশ্য রাজসভায়?

দেবীকাবাঈ। এ রাজসভা নয়—এ শয়তানী চক্রের কারখানা। রাজসভা হ'লে আমার এখানে প্রবেশ করবার প্রয়োজন হ'তো না। শুধু শয়তান সায়েস্তা করতে লাজ-লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় এখানে আসতে হয়েছে। তোমার নিজের গৌরব রাখতে পার না, তাই আমার সকল গৌরব জলাঞ্জলি দিতে এসেছি।

বিক্রমজিৎ। কি চাও তুমি?

দেবীকাবাঈ। খাণ্ডারকে তাড়াতে চাই। তাকে স্পর্দ্ধা দিয়ে চাবুক তোলবার ক্ষমতা দিয়েছ তুমি, আমি তাকে সেই চাবুকের ঘায়ে সভাগৃহ হ'তে তাড়াতে চাই। [খাণ্ডারের প্রতি] বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—

খাণ্ডার। আমি—আমি—

দেবীকাবাঈ। কথা নয়—কৈফিয়ৎ নয়—যুক্তি নয় ; আগে সভার বাইরে যাও, নইলে এই চাবুক—[প্রহারে উদ্যত]

খাণ্ডার। যাচ্ছি—যাচ্ছি— [প্রস্থান।

দেবীকাবাঈ। মহামান্য রাওসাহেব! আপনি গৃহে যান ; নিত্য নিত্য কেন আসেন অপমান কুড়াতে এই সভাগৃহে? যা ভাবছেন, তা হবে না। রাহুগ্রস্ত রাজ্য, রক্ষা করতে পারবেন না। যান—গৃহে যান।

করমচাঁদ। মায়ের আদেশ অমান্য করতে পার্‌বো না; কিন্তু—

দেবীকাবাঈ। জগমল! তুমি যাও; আমার আদেশ—যে কোন উপায়ে থাণ্ডারকে কারাগারে পূরে চাবি দাও।

থাণ্ডার, বারী ও তিলমণির প্রবেশ।

থাণ্ডার। তার আগে একটা অভিযোগ আছে; বিচার কর্‌তে হবে—মস্ত বড় সমস্যার বিচার। বল না হে বারি! আমার কাছে তো খুব লম্বা চওড়া ক'রে বল্‌ছিলে! যেখানে বল্‌বার, সেইখানে একবার বল না! এখানে মহারাজ আছেন—রাজরাণী উপস্থিত আছেন—পাকা মাথা রাওসাহেব করমচাঁদ আছেন—পালোয়ান জগমলরাও রয়েছেন, সমস্ত ব্যাপারটা একবার খুলেই বল! আমি শুনে কি কর্‌বো? আমায় তো সবাই যুক্তি ক'রে তাড়িয়েই দিয়েছে।

বারী। মহারাজ! আমার একটা নিবেদন আছে—

বিক্রমজিৎ। বল।

বারী। এই জগমল আমার পত্নীকে চুরি ক'রে আন্‌তে গিয়েছিল—তার চোখে কাপড় বেঁধেছিল, আমি দেখেছি।

বিক্রমজিৎ। জগমল!

দেবীকাবাঈ। মিথ্যা কথা।

জগমল। জগমলকে এমন নীচভাবে প্রতিপন্ন কর্‌তে চায় কে?

বিক্রমজিৎ। দাঁড়াও—দাঁড়াও—ব্যস্ত হ'য়ো না। বারি! তোমার পত্নীকে নিজের মুখে বল্‌তে বল, জগমল তার উপর কোনরূপ অত্যাচার করেছিল কি না?

তিলমণি। হ্যাঁ মহারাজ! আমার চোখ বেঁধে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কে তুমি? বল্‌লে জগমল।

দেবীকাবাঈ। আর তুমি তাই শুনে ঠিক ক'রে নিলে সেই জগমল, আর সেই অভিযোগ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছ রাজদ্বারে! তুমি ভাল ক'রে দেখেছিলে সে জগমল কি না?

তিলমণি। না—তা দেখি নি।

দেবীকাবাঈ। দেখ্‌তে পাবে না ব'লেই এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এতে জগমল নেই—আছে ঐ খাণ্ডার। এর বিচার এ রাজসভায় হবে না, হবে আমার অন্দরে। এখানে বিচার প্রত্যাশা করিস্‌ নি—কানে শোনা নাম নিয়ে চৈতন্য হারাস্‌ নি, চোখে দেখার শয়তানকে আমি যতক্ষণ না তোর চোখের সাম্‌নে ধ'রে দিই। সঙ্গে আয় বারী-বৌ!

[তিলমণিকে লইয়া দেবীকাবাঈয়ের প্রস্থান।

বারী। মহারাজ! এর বিচার কি এই পর্য্যন্ত?

খাণ্ডার। এই পর্য্যন্ত মানে? চিতোরের সিংহাসনটা তবে কি? মহারাজ বিক্রমজিৎ তাতে ব'সে রয়েছেন কি করতে? রাজ্য অরাজক হ'লো না কি? শয়তান পশু যত দেশের মেয়েদের উপর অত্যাচার করবে, তাতে কথা কইবার লোক নেই না কি? ব্যাপারটা দেখ না একবার কি হয়!

জগমল। খাণ্ডার! নিজের চক্রান্তকে ঢাকতে গিয়ে এ সর্ব্ববাদী-সম্মত বক্তৃতা করতে যেও না—মারা যাবে।

খাণ্ডার। কে—মারবে কে?

বিক্রমজিৎ। স্থির হও খাণ্ডার! জগমল! আমার কথার উত্তর দাও; তুমি বারী-পত্নীর উপর অত্যাচার করেছিলে?

জগমল। না।

বিক্রমজিৎ। বারী আর বারী-পত্নী কি মিথ্যা বল্‌ছে?

জগমল। চক্রান্ত সৃষ্টি করতে গেলে মিথ্যাই বলতে হয়।

বিক্রমজিৎ। বৃদ্ধ করমচাঁদ! তোমার পুত্রের সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাও?

করমচাঁদ। পুত্রের পক্ষ নিয়ে কথা কইলে আপনার বিচারকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। আমি আমার পুত্রকে জানি; তবু যদি সে এই নীচবংশীয়া নারীর উপর অত্যাচারের কল্পনার রেখাও অন্তরের অন্তস্তলে অঙ্কিত ক'রে থাকে, তবে সে আমার পুত্র নয়—পুন্নাম নরকত্রাতা সে পুত্রের আমি মুখদর্শন করতে চাই না। [সহসা দ্রুতপদে জগমল ও কাঞ্জিলালের প্রস্থান।] জগমল! জগমল! এখনো তুমি—এ কি! জগমল চ'লে গিয়েছে? যাবে কোথা? আমি কৈফিয়ৎ নেবো—হ্যাঁ, পুত্রের কাছে কৈফিয়ৎ নেবো।

বিক্রমজিৎ। বৃদ্ধ করমচাঁদ! ক্ষিপ্ত হ'য়ো না—বুক বেঁধে পুত্রের কীর্ত্তি-কলাপে গৌরব অনুভব কর।

করমচাঁদ। উপহাস রাখ বিক্রমজিৎ! সিংহাসনের মানুষ সিংহাসনে ব'সে থাক। এ পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব—এ অন্তর্দ্বন্দ্ব, এর গৌরব অগৌরব তুমি বুঝবে না। কি দণ্ড দেবে তুমি তাকে? সে পিতৃদ্রোহী, সে দণ্ড পাবে এই পিতার কাছে—হ্যাঁ, আমি দণ্ড দেবো—দণ্ড দেবো— [প্রস্থান।

বারী। মহারাজ! আমি বুঝতে পারছি না কিছু! রাওসাহেব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, আগে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করিগে— [প্রস্থান।

খাণ্ডার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিক্রমজিৎ। খাণ্ডার! এ কি সত্য কথা, না জাল ফেলে শিকার ধরবার চক্রান্ত?

থাণ্ডার। চক্রান্ত—চক্রান্ত!

বিক্রমজিৎ। সাবাস বন্ধু! তোমার এ বুদ্ধির তুলনা নেই। সমগ্র রাজ্যশাসনে তুমি আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ—দাবার খেলায় এ একটা দামী কিস্তি!

[প্রস্থান।

থাণ্ডার। তারিফ করুন মহারাণা—তারিফ করুন—

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—রঙ্গভূমি।

সশস্ত্র উদয়সিংহ ও চন্দনের প্রবেশ।

উদয়। চন্দন! কই, গুরুজী আজ রঙ্গভূমিতে এলেন না? আমাদের অসিচালনার পরীক্ষা গ্রহণ করবেন বলেছিলেন, কার কাছে পরীক্ষা দেবো?

চন্দন। তোমায় তো বল্‌লুম ভাই, রাজসভায় গুরুজী আজ কি মীমাংসা করতে গেছেন। আজ খুব ঘটা ক'রে সভা বসেছে। মহারাজ সভায় আছেন, সভা ছেড়ে কি ক'রে আস্‌বেন বল?

উদয়। তবে কি করবো? রঙ্গভূমি থেকে অম্‌নি অম্‌নি ফিরে যাবো? সে আমার ভাল লাগে না।

চন্দন। এসো না, আমরাই খেলা করি। খেলায় মেতে নিজেদের কাছেই নিজেরা পরীক্ষা দিই!

উদয়। কে আমাদের ভুল সংশোধন ক'রে দেবে?

চন্দন। তোমার ভুল আমি দেখ্‌বো—আমার ভুল তুমি দেখ্‌বে।

উদয়। খেলার জয়-পরাজয় ব'লে দেবে কে?

চন্দন। কেন—তুমি! তুমি রাণাবংশীয়—যুদ্ধব্যবসায়ী তুমি যা বল্‌বে, আমি মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নেবো।

উদয়। উত্তম! খেলা আরম্ভ হোক্—[উভয়ে তরবারি খেলা সুরু করিল।]

জগমলের প্রবেশ।

জগমল। এ কি, উন্মুক্ত তরবারিহস্তে তোমবা পবস্পবেব শিব লক্ষ্য ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? তোমাদেব উদ্দেশ্য কি? এ কি খেলা না যুদ্ধ?

উদয়। আমবা খেলা করছি। আজ আমাদেব অসিখেলাব পবীক্ষা গ্রহণ কর্‌বেন বলেছিলেন—আপনাব সে অবসব হয় নি, তাই আমবা নিজেবাই মনগড়া খেলা কবছি।

জগমল। আজ থেকে আব তোমাদেব খেলা দেখ্‌বাব অবসব আমাব হবে না। আমি আব তোমাদেব অস্ত্রশিক্ষাব গুরু নই।

উদয। কেন গুরুজী?

জগমল। আমি পদচ্যুত।

উদয। কে আপনাকে পদচ্যুত করলে?

জগমল। তোমাব দাদা—বাণা বিক্রমজিৎ।

উদয়। না—তা হবে না। আমি দাদাকে ব'লে আসছি, গুরুজী জগমলবাওকে পদচ্যুত কবা চলবে না।

জগমল। না কুমাব। যেও না, তা হ'লে তোমাব দাদা তোমাব উপব বাগ কববেন

উদয়। কখনই নয়। আপনি জানেন না, দাদা আমায় কত ভালবাসেন, আমি তাঁব কাছে আবদার ক'বে এই বাজ্যটা চাইলে আমায় তিনি মেবারেব বাণা ক'বে দিতে পারেন।

জগমল। না উদয়, আজ আর তা সম্ভব নয়, আজ খলতায তাঁব অন্তব পরিপূর্ণ। আজ আমাব পক্ষ সমর্থন ক'বে যে কথা কইবে, সেই হবে তাঁব পরম শত্রু। তাই ব'লে তুমিও অব্যাহতি পাবে না। চন্দন। তুমি কথা কইছো না যে?

চন্দন। গুরুজি! আমি গরীবের ছেলে—রাজার দয়ায় রাজ-সংসারে স্থান পেয়েছি। আপনাকে কি ব'লে সন্তুষ্ট করতে হয়, আমি বুঝতে পারি না; কি উত্তর দিলে আপনার সম্মান রক্ষা হয়, ধারণা করতে পারি না। আপনার শিক্ষাদান আমাদের ভাল লাগে, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।

জগমল। না—না, আমি তোমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি না! তোমরাই আমাকে পরিত্যাগ করছো—তোমরাই আমাকে শাস্তি দিচ্ছ, তাই আমি চিতোর ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি।

উদয়। না গুরুজি! সারা চিতোরবাসী আপনাকে পরিত্যাগ করলেও আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করবো না। কত সম্মান করি আপনাকে—কত পূজা করি মনে মনে, সে কথা মিথ্যা নয় গুরুজি! পুরাণপাঠে একলব্যের নাম শুনে তার মত আমরা আপনার মাটির মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজা করি।

চন্দন। তাই আমরা আপনাকে ভুলতে পারবো না। যদি চিতোর ত্যাগ করেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো।

জগমল। পাগল! আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

গীত।

উদয়।— গুরুপদ কোকনদ অবিরত দেখিতে।
চন্দন।— ভালবাসি দিবানিশি সাধনার আঁখিতে।
তুমি দিবে শক্তি মোদের, তুমি দিবে ন্যায়-নীতি,
উদয়।— বাহুতে বিজয় দিবে, মোরা গাবো জয়-গীতি,
উভয়ে।— তুমি দিবে জ্ঞানের আলো, ভয়ের কালো মুছিতে।
চন্দন।— তুমি দিবে মা চিনায়ে, দেশের মাটির সকল প্রীতি,
উদয়।— মাটির ধূলা মাথায় তুলে তারই শোভায় জ্বাল্‌বো বাতি,
উভয়ে।— বাঁকা কুপথ সুপথ ক'রে চলবো তোমার কথাতে।

জগমল। না—না, হবে না; আগুনপোরা মন নিয়ে আমি চিতোরে থাক্‌তে পার্‌বো না। বৃত্তিভোগী আমি, বৃত্তি নিয়ে যে আস্‌বে, সেই তোমাদের গুরুস্থান অধিকার করবে। উদয়সিংহ! তুমি যে বালক, নইলে রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সেই সিংহাসনে তোমায় বসালে আমি কতকটা আশ্বস্ত হ'তে পারতুম। তবে হ্যাঁ, এই চিতোরের সিংহাসন ভবিষ্যতে তোমারই।

উদয়। কি বলছেন গুরুজি?

জগমল। প্রাণের কথা; এ কথা গোপন রাখ্‌তে পারা যায় না—গোপন থাক্‌বে না। ওরে সরলমতি! ওরে দুটি আকাশের চাঁদ তোরা সরলই থাক্, এর বিপরীত গরল স্বভাবের আর পরিচয় নিতে ছুটিস্ নি। আমি যাচ্ছি—হয় তো ভবিষ্যতে দেখা হবে! যদি মনের আশা কখনো চরিতার্থ হয়, আবার আস্‌বো—হাসিমুখে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা কইবো।

উদয়। কোথায় যাবেন?

জগমল। কমল্মীরে—হ্যাঁ কমল্মীরে।

উদয়। বনবীর দাদার কাছে?

জগমল। হ্যাঁ—বনবীরের সাক্ষাতে।

উদয়। আমাদের মনে রাখ্‌বেন গুরুজি! [উদয়সিংহ ও চন্দন প্রণাম করিল।]

জগমল। দীর্ঘজীবী হও।

পান্নাবাঈয়ের প্রবেশ।

পান্না। উদয়! চন্দন! উঠে এসো—আর মাথা নোয়াতে হবে না ও পায়ের তলায়।

উদয়। কেন ধাই-মা ?

পান্না। জগমলের পিতার আদেশ, জগমল দেশ ও দশের কাছে অপরাধী ; সেই জন্য রাজা জগমলকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছেন। যে তাকে এই চিতোরে আশ্রয় দেবে, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

জগমল। এই জগমলের কি অপরাধ পান্নাবাঈ ?

পান্না। দেশের ছেলে বুড়ো কেউ আর তা জান্‌তে বাকি নেই। হাওয়ার মত তোমার এই পাশবিক অত্যাচারের কথা দেশ-দেশান্তরে ছুটে চলেচে। তোমার শিষ্যদের মাঝখানে সে কথা শুনিয়ে আরও তোমায় কলঙ্কিত কর্‌তে চাই না।

জগমল। যে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত, যার পিতা পুত্রকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে সেই অত্যাচার-কাহিনী দেশের সবাইকে শোনাতে পার্‌ছেন, অপরাধী ব'লে যার আজ চিতোর নগরে দাঁড়াবার স্থান নেই, মাত্র তার মুষ্টিমেয় শিষ্যের কাছে সে কতক্ষণ আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বে পান্নাবাঈ ? তুমিও তো আমায় ঘৃণা কর্‌তে পার্‌লে ! কিন্তু সমগ্র চিতোরবাসী আমার সামনে দাঁড়িয়ে এর কৈফিয়ৎ চাইলে আমি সাহস ক'রেই উত্তর দেবো—আমি নির্দ্দোষ।

পান্না। এত বড় একটা অপবাদকে চাপা দিতে এ সাহস তুমি দেখাতে পার ? তুমি বারী-বউয়ের উপর অত্যাচার কর নি ?

জগমল। না।

পান্না। তুমি তার হাত পা বেঁধে, চোখ বেঁধে তাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা কর নি ?

জগমল। না।

পান্না। বারী-বউ কি মিথ্যা বল্‌ছে ?

জগমল। যে তার চোখ বেঁধেছিল, বারী-বউ তাকে দেখে নি।

এ শত্রুর চক্রান্ত—আমায় কলঙ্কিত সাজাবার জন্য হয় তো সে নিজেই জগমল ব'লে পরিচয় দিয়েছে ! কিন্তু জগমল সে ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিতো ।

পান্না। সে যাই হোক্, এখন যা রটেছে, সেটা তোমাকেও মেনে চল্‌তে হবে—আমাদেরও মেনে চল্‌তে হবে ; তাতে আমার ছেলেদের সাবধান করা আমার অসঙ্গত হয় নি।

জগমল। অসঙ্গত না হ'লেও সামান্য বৃত্তিভোগী ধাত্রী তুমি ; এ গুরুতর বিষয় চোখে না দেখে, মাত্র কানে শুনে আমায় এই অপমান করবার সাহস তোমার স্পর্দ্ধার পরিচয় !

পান্না। এ রক্ত আঁখি আমায় দেখিয়ে কোন ফল নেই। আমি নীচ ধাত্রী ব্যবসায়ী সামান্য বৃত্তিভোগী হই—যাই হই, সে বিচারে তোমারও অধিকার নেই। আমরা জেনেছি, জগমলনাও নারীনির্য্যাতনকারী ; তাই আমার ছেলেদের শিখিয়ে দিচ্ছি—নারীনির্য্যাতনকারী গুরুর শিষ্যের উপর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ কোন দাবী নেই। উদয় ! চন্দন ! আমার সঙ্গে রাজবাড়ীতে এসো—

উদয়। গুরুজী ! মা আমাদের থাক্‌তে দেবে না—আপনার সঙ্গে কথা কইতে দেবে না—আপনার সঙ্গে কত ঝগড়া কর্‌ছে, এ আমাদের ভাল লাগ্‌ছে না—আমরা যাই !

জগমল। হ্যাঁ—যাও !

উদয়। আবার চিতোরে ফিরে এলে রঙ্গভূমির প্রাঙ্গণে দাঁড়াবেন, আমি প্রাসাদশিখর হ'তে রোজ দেখ্‌বো—দেখ্‌তে পেলে আমি ছুটে আস্‌বো এই রঙ্গভূমিতে, তখন কারও কথা মান্‌বো না—কারও কথা শুন্‌বো না।

জগমল। ওরে, এ আমার আরও কঠোর শাস্তি !

গীত।

উদয় ।— স্মরণে রাখিও মরম কথা, অধীনে রেখো চরণে।
চন্দন ।— বন্দিব তব চরণ যুগল, যাও যদি দূর গহনে।
উদয় ।— আশাপথ চেয়ে তব রহিব জাগি,
চন্দন ।— কাল নিশি পোহাইবে উঠিবে রবি,
উভয়ে ।— শুভ্র আলোয় আসিও আবার, ঢেলে দিও সুধা প্রাণে।

পান্না। চুপ কর উদয়! চন্দন! মহারাজ শুন্‌তে পেলে অনর্থ সৃষ্টি কর্‌বেন; তোমাদের তিরস্কার কর্‌বেন—ভালবাস্‌বেন না। এসো—এখনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে।

[উদয়সিংহ ও চন্দনকে লইয়া পান্নাবাঈয়ের প্রস্থান।

জগমল। অদৃষ্টের দোষ! বিধাতার দেওয়া দণ্ড
দৃঢ় বক্ষে মাথা পেতে
নিতে হবে বরণ করিয়া;
পথের কুক্কুর করিলে বিদ্রূপ,
দন্তে দন্তে চাপি তাহাও সহিতে হবে।
কিন্তু সম্ভব কি হবে?
মনে হয়—
রাণা বিক্রমের অপমান,
সেও ভাল ছিল
হেন নিন্দনীয় অপবাদ হ'তে।
ছিনু তব দীপ্ত তেজে ভরা,
ধরাবক্ষে গর্বভরে
চলিতাম গরিমা প্রকাশি,
দেহ মন প্রাণ ছিল তবু সাহসে উজ্জ্বল,

কিন্তু হায় বিধাতার একটি ইঙ্গিতে
ভেঙ্গে গেল সব—নীরব সকল আশা,
ধরামাঝে লক্ষ্যহীন ছুটিতে হইবে।
ভাবি তাই, জীবন-প্রদীপ
এইভাবে হবে কি নির্ব্বাণ?
জগতের একটি মানুষ,
অন্ততঃ পূজনীয় পিতা মোর
বুঝিবে না অন্তর আমার—
দেখিবে না অশ্রু মোর?
যদি তাই হয়, তবে ভগবান!
শেলহানা বিষদগ্ধ দেহ মোর
তোমারে ধরিয়া দিনু;
তব দত্ত এ বিপদে
তুমিই লইয়া চল করাঙ্গুলি ধরি।
কর্ম্ম দাও—ওষধি মিলাও,
তাহারি প্রলেপ দিয়ে
দূর করি ক্ষতের যন্ত্রণা!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলমীর—বিশ্রামকক্ষ।

নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ :—

গীত।

খুলিয়া রেখেছি কুঞ্জের দ্বার,
তুমি এসো হে বঁধু এসো হে।
পাতিয়া দিব এ হৃদয়-আসন,
ব'সো হে প্রিয় ব'সো হে।
কোন্ অভিমানে গেছ ফিরে চ'লে,
কি দোষ করেছি মোরা,
নয়নের জলে ধুয়ে দেবো পথ,
এসো ফিরে মনচোরা,—
সারাটী বিরহ-রজনী জাগিয়া,
গেঁথেছি গো এই মালা,
তোমারি কণ্ঠে পরাইব ব'লে,
হয়েছি আপনভোলা,
অবলার জ্বালা কর আসি দূর,
হয়েছি আমরা অধীরা হে।

আশা-শার প্রবেশ।

আশা-শা। এখন তোমরা যাও; কুমার বনবীর ব'লে পাঠিয়েছেন, আজ তাঁর বিশ্রাম-কক্ষে নৃত্য-গীতের প্রয়োজন হবে না। [নর্ত্তকী-

গণের প্রস্থান। কমল্মীরের সৌভাগ্য-গগণ আমার শুভ ব'লে মনে হয় না। কুমার বনবীরের জননী শীতলসেনী কার যেন বিষক্রিয়ায় বিকার-গ্রস্ত হ'য়ে উন্মাদিনী—অন্তরে প্রতিহিংসা নিয়ে আজ তিনি ক্ষিপ্তা হ'য়ে উঠেছেন। রাণা বিক্রমজিৎকে পুরী প্রবেশ করতে দিলেন না, এর পরিণামও ভাল নয়। জননী দিবারাত্র পুত্রকে আগ্‌লে আছেন, কি পরামর্শ দেন জানি না; আমাদেরও বিশ্বাস করেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। ক্ষুদ্রমতি আমি—জানি না ভগবানের কি অভিপ্রায়!

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। এই যে আশা-শা! শুনেছ? মা বলেন—বীরপ্রসবিনীর বীর পুত্রের মত তরবারি হাতে নিয়ে চিতোরেশ্বর রাণা বিক্রমজিৎকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে তাকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে এসে কমল্মীর দুর্গে আবদ্ধ রাখ্‌তে!

আশা-শা। মাকে শান্ত করবার চেষ্টা কর কুমার! স্বেচ্ছায় শত্রুতা বাড়িয়ে তুলে জীবনটাকে অশান্তিময় গ'ড়ে তোল্‌বার প্রয়োজন কি?

বনবীর। প্রয়োজন চিতোরের রাজরাণীর সর্ব্বনাশসাধন। ঐ এক রাণীর জন্য তিনি সমগ্র চিতোরকে দণ্ড দিতে চান।

আশা-শা। তাতে সমগ্র চিতোরের মর্ম্মমথিত দীর্ঘশ্বাস তোমার মাথায় এসে পড়্‌বে।

বনবীর। কিন্তু মায়ের আদেশ, দেবতার বজ্রাঘাত মাথায় নিয়ে আমায় চিতোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'তে হবে।

জগমলরাওয়ের প্রবেশ।

জগমল। বীরকেশরী কমল্মীরপতি বনবীরের পক্ষে তা কি অসম্ভব?

বনবীর। একি, জগমলরাও ? তুমি এখানে ? কি উদ্দেশ্য তোমার ?

জগমল। উদ্দেশ্য একটা আছে, জানি না, সেটা পূর্ণ হবে কি না ?

বনবীর। বিনানুমতিতে তুমি আমার বিশ্রামকক্ষে—

জগমল। অনুমতি নেবার প্রয়োজন হ'লে নিশ্চয়ই কেউ আমার গতিরোধ করতো।

বনবীর। কেন, দ্বারে প্রহরী ছিল না ?

জগমল। তাদের প্রতি হয় তো তেমন আদেশ ছিল না আপনার !

বনবীর। সে কি ! চিতোরের কোন রাজপুরুষ কমল্মীর দুর্গে প্রবেশ করবে না, আমার এই আদেশই ছিল।

জগমল। এ সত্ত্বেও প্রহরী কেন আমায় অভিবাদন ক'রে দ্বার ছেড়ে দিলে, আমিও বুঝতে পারলুম না। এ আমার সৌভাগ্য ব'লে স্বীকার করতে হবে।

বনবীর। তুমি প্রহরীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার কর নি ?

জগমল। কারও সঙ্গে পরিচয় দিয়ে বাক্যালাপ করবারও প্রয়োজন হয় নি।

বনবীর। উত্তম ; এ বিচার পরে হবে। তোমার উদ্দেশ্য কি বল ?

জগমল। আগে আমায় বিশ্বাস ক'রে আশ্রয় দিতে হবে।

বনবীর। কারণ ?

জগমল। আমি চিতোর থেকে নির্ব্বাসিত।

বনবীর। কেন ?

জগমল। রাণা বিক্রমজিৎ আমায় এই দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

বনবীর। তোমার পিতা তাতে প্রতিবাদ করেন নি ?

জগমল। পিতা আমার বিরুদ্ধে—তিনি এই দণ্ড সমর্থন করেছেন।

বনবীর। তা হ'লে নিঃসন্দেহ তুমি কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী ?

জগমল। আমার অপরাধের গুরুত্ব বুঝে সমগ্র চিতোরবাসীও আমায় অপরাধী স্থির ক'রে নিয়েছে।

বনবীর। তোমার সে অপরাধ তুমি নিজে স্বীকার কর?

জগমল। না; আর চিতোরবাসীও যাতে আমায় অপরাধী মনে না করে, সেই অনুষ্ঠানের জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি।

আশা-শা। এসেছেন—ভালই করেছেন; আশ্রয় চাইছেন, তাতে অমত করবার কিছু নেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কোন প্রতিকারও হবে না—কোন অনুষ্ঠানও তৈরী হবে না। আপনার মস্তিষ্ক এখন চঞ্চল, এত চাঞ্চল্য নিয়ে কোন যুক্তি-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সন্দেহ-জনক। আপনি সুস্থ হোন্—প্রকৃতিস্থ হোন্, তখন সব দিক থেকে সরলভাবে খুব সহজেই মীমাংসা হ'য়ে যাবে।

জগমল। আপনার সৌজন্য অতুলনীয়, সে জন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ!

বনবীর। সর্দ্দারপতি আশা-শা! সত্যই তুমি আগে জগমলরাওকে প্রকৃতিস্থ করবার ভার গ্রহণ কর। এই দুর্গমধ্যে আশ্রয়-আবাস দেখিয়ে দাও—তোমারই গৃহে জগমলের পান-আহারের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

আশা-শা। উত্তম; সমস্ত আয়োজন ক'রে জগমলরাওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আমি নিজেই আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

জগমল। কিন্তু আমি বিশ্রামের জন্য তত ব্যস্ত হই নি কমল্মীর-পতি! আমার উদ্দেশ্য আপনাকে শোনাতে চাই—এই নির্জ্জনে।

বনবীর। বল।

জগমল। রাণা বিক্রমজিৎ চিতোর-সিংহাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

বনবীর। আমার মাও ঐ কথা বলেন।

জগমল। সর্দ্দারগণের প্রতি তাঁর নিত্য নিত্য ঘৃণ্য আচরণ— লক্ষ লক্ষ অপমানে আজ তারা ক্ষিপ্ত।

বনবীর। রাণা বিক্রমজিৎ এই অবিবেচনায় চিতোরের সিংহাসনে ব'সে সুখী হ'তে পার্‌লে না।

জগমল। এখন সর্দ্দারগণ রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তাঁকে হত্যা কর্‌বার সঙ্কল্প করেছে।

বনবীর। বল কি জগমল? না—এ হ'তে পারে না, রাণা বিক্রম-জিৎকে বাঁচাতেই হবে।

জগমল। তাঁর পাপ জীবনের কোন মূল্য আছে, যদি এমন বোঝেন—যদি তাঁকে বাঁচাতে চান, তবে একটি মাত্র উপায় আছে; তাতে তাঁর জীবনরক্ষাও হবে, ভবিষ্যতে চৈতন্যোদয়ও হবে।

বনবীর। কি সে উপায়?

জগমল। রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তাঁকে বন্দী কর্‌তে হবে।

বনবীর। কে বন্দী কর্‌বে?

জগমল। আপনি।

বনবীর। আমি?

জগমল। হ্যাঁ, মাত্র তাঁর চৈতন্যসৃষ্টির জন্য। আপনি রাণাকে বন্দী করুন। উদয়সিংহ এখন বালক, সুতরাং তাকে সিংহাসনে বসানো চল্‌বে না। আপনি রাজ্য গচ্ছিত রাখার মত, বিক্রমজিতের সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত রাজপুত শাস্ত্রের বিধানে সিংহাসনে ব'সে চিতোর শাসন কর্‌বেন।

বনবীর। জগমলরাও! ভায়ের বিরুদ্ধে তুমি ভায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছ; বিচারে তোমার দণ্ডও নিতান্ত সামান্য নয়।

জগমল। জানি কমল্মীরপতি! এ সেই ভাই, যে ভায়ের কাছে আত্মীয়তা বিতরণ কর্‌বার পরিণামে কমল্মীরপতি "দাসীপুত্র বনবীর" এমন উজ্জ্বল উপাধি ধারণ ক'রে এসেছেন! শুনুন বীরাচারি! কুমার উদয়সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হ'লে হয় তো এ সিংহাসনে আপনাকে প্রয়োজন হ'তো না! মাত্র কিছু দিনের জন্য তাঁর প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন কর্‌বেন। পৃথ্বীরাজপুত্র আপনি—এদের অবর্ত্তমানে চিতোরের সিংহাসন আপনারই প্রাপ্য। 'রাণা' বিক্রমজিৎকে বন্দী কর্‌বার আয়োজন হ'চ্ছে শুনে এসেছি। রাণাকে বন্দী করবার কষ্ট গ্রহণ না কর্‌লেও আপনাকে "রাণা" উপাধি গ্রহণ ক'রে চিতোর শাসন কর্‌তে হবে, এ বিধাতার অভিপ্রায়।

বনবীর। ক্ষান্ত হও জগমল! কথায় কথায়
স্বপনের ঘোরে রাজ্য পাওয়া
বিমুগ্ধ নরের মত
ভেবেছ কি হাত ধ'রে নিয়ে যাবে মোরে
কমল্মীর হ'তে চিতোরের সিংহাসনে?
জানি না—বুঝি না কিছু,
বুঝিতে চাহি না—
স্বপ্ন কভু সত্য হয় কি না?
সত্য যদি হয়, আছে পাপ তাহে।
পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাতপুত্র রাণা বিক্রমজিৎ,
দাসীপুত্র আমি—
তবু ভাই মম চিতোরের রাণা;
তারে দেওয়া জীবন্ত এ মনোক্লেশ—
বন্দী ক'রে সিংহাসনে বসা,

সে কি সঙ্গত আমার ?
কি কহিবে অন্তরের জাগ্রত বিবেক ?
থাকে যদি অধিষ্ঠাত্র দেবতা আমার,
থাকে যদি সত্য ধর্ম্ম মোর,
কি কহিবে মোরে
চিতোরের সিংহাসনে হ'লে অধিষ্ঠিত ?

জগমল — অরি ভাবি বিক্রমেরে,
কহি না বসিতে তোমা চিতোরের সিংহাসনে !

বনবীর — তবে কি মিত্রতা হবে সম্পাদিত,
বন্দী করি নিজ হস্তে রাণা বিক্রমেরে,
ফেলে দিয়ে লৌহ-কারাগারে
ঘটা ক'রে সিংহাসনে হ'লে অধিষ্ঠিত ?
জান জগমল ! রাণা বিক্রমেরে
করি অপমান, দোষী আমি তার কাছে।
এই পুরদ্বারে এসেছিল রাণা সাক্ষাতে আমার,
অভ্যর্থনা না করি তাহার, বিনা বাক্যব্যয়ে
করি অবহেলা দিয়েছি বিদায় তারে !
প্রায়শ্চিত্ত করি নি তাহার,
পুনঃ হেন ঘৃণ্য আচরণে শত্রুতা সাধিব ?

জগমল — রাজনীতি, জান বীরবর—রাজনীতি !
মিত্র যদি দিনে দিনে
তিলে তিলে শত্রু হ'য়ে ওঠে,
সে শত্রুর মূল উপাড়ি ফেলিতে হয়
সর্ব্ব শক্তি নিয়ে জগত-কল্যাণে।

বনবীর। না—না, অসম্ভব তাহা! পারি শুধু
মন্ত্রণায় ফিরাতে বিক্রমে পাপ পথ হ'তে।

জগমল। পারিবে না—কার্য্যকরী হবে না মন্ত্রণা।
বীর বনবীর! অনুরোধ মম—
ভালবাস চিতোরে যদ্যপি,
লহ তুমি রাজ্যভার;
থাকো মিত্র বিক্রমের নাহি ক্ষতি তায়,
শুধু চরিত্র গড়িতে তার বন্দী কর তারে।

বনবীর। জগমল! পিতা তব বিরোধী হইবে তায়।

জগমল। হয় হোক্! অপমান হ'তে বাঁচাতে পিতায়,
হেন রাজনীতি প্রয়োগসাধন
সন্তানের কাছে নহে দূষণীয়।

বনবীর। তোমার কারণ হবো আমি পাপে মত্ত?
কে তুমি আমার? একটী এ অনুরোধ মম
জিঘাংসায় পার না রাখিতে, আর
আমি যাবো ভাই হ'য়ে অস্ত্রহাতে
লক্ষ্য করি শির ভ্রাতৃহত্যা হেতু?
না—না জগমল! পাত্র ভরি আনিয়াছ বিষ,
অমৃত ভাবিয়া তুমিই করহ পান—
আমি না ভুঞ্জিব বিষের যন্ত্রণা।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতলসেনী। সেই বিষ প্রহ্লাদজননী হ'য়ে
তোর হাতে তুলে দিব আমি,

পরিণামে অমৃত-আস্বাদে নবশক্তিলাভে
তুলিয়া ধরিবে করে জয়ের নিশান।
বনবীর! মায়ের সন্তান যদি,
অস্ত্রহাতে ধেয়ে যা রে চিতোর নগরে,
কারাগারে দিতে হবে বিক্রমী রাণায়,—
প্রয়োজন হয়—
ছিন্নমুণ্ড তার মাটিতে ফেলিতে হবে।

বনবীর। বিষম সঙ্কট মাতা!
রুষ্ট হ'লে চিতোর-ঈশ্বরী,
ছিন্ন মুণ্ড দিতে হবে সিংহাসনতলে।

শীতলসেনী। চিতোর-ঈশ্বরী তুষ্ট হ'য়ে
রাজছত্র ধরিবেন তোমার মাথায়।

জগমল। কহিতেছি বারবার, নহে রাজা—
হবে মাত্র রাজ-প্রতিনিধি।

শীতলসেনী। উপেক্ষিত তুমি দাসীপুত্র ব'লে,
পরিচয় দিতে চল আপন প্রতাপ।

বনবীর। অপহৃত—প্রতিহত সে প্রতাপ।
শুন জগমল!
রাজভ্রাতা উদয়েরে দেহ সিংহাসন।

শীতলসেনী। ক্ষুদ্রমতি বালক সে,
কিবা বোঝে রাজনীতি-তত্ত্ব?

বনবীর। কেহ কিছু বোঝে না জগতে,
শুধু বোঝে এই বনবীর—
তাই আমারে সাজিতে হবে ভ্রাতৃদ্রোহী?

শীতলসেনী। পুণ্য বই পাপ নাহি তাহে।

বনবীর। তাই আমারে ধরিতে হবে
হিংসা-যন্ত্রে গড়া শাণিত কৃপাণ?

শীতলসেনী। ভাল বই মন্দ নহে পরিণাম তার।

বনবীর। তাই প্রাপ্য মম রাজসিংহাসন?

শীতলসেনী। তাহে রক্ষা পাবে নিজের সম্মান,
আর তব জননী-গৌরব।

বনবীর। তাই ভাই হ'য়ে ভ্রাতৃহত্যা কর্ত্তব্য আমার?

শীতলসেনী। তৃপ্তি—তৃপ্তি!

বনবীর। এত তৃপ্তি এতদূরে আনতমাথায়
লুকায়ে পড়িয়া আছে?
জগমল! কই—অস্ত্র কই?
কোথা রাজদণ্ড? রাজার মুকুট কই?
আন নাই কিছু,
শুধু রাজা বলি আসিয়াছ প্রলুব্ধ করিতে?
মাতা! তৃপ্তি চাহ যদি,
হবো আমি চিতোর-ঈশ্বর;
স্বর্গ হ'তে দেবতা ঢালিবে অভিশাপ,
তুমি দিও আশীর্ব্বাদ মাতা!

শীতলসেনী। করি মঙ্গল কামনা।

বনবীর। আশা শা! আশা-শা!

আশা-শার প্রবেশ।

আশা-শা। কুমার!—

বনবীর । অস্ত্র আন অস্ত্রাগার হ'তে,
আন রণবেশ—সুযোগ্য উষ্ণীষ,
অশ্ব রাখ তোরণদুয়ারে,
সাজাও বাহিনী ; চিতোরে চলিব—
আজ হ'তে রাণা আমি চিতোরের।

জগমল । না—না, মাত্র রাজ-প্রতিনিধি !

বনবীর । না—না, নহে প্রতিনিধি,
সিংহাসনে বসিব না
তোমাদের খেলার পুতুল হ'য়ে !
বসি যদি সিংহাসনে,
রাখিব তা সম্পূর্ণ অধীনে ;
বিক্রমে বাঁধিব—
শির তার মাটিতে ফেলিব—
জননীর আঁখি-নীর যতনে মুছাবো।
এত বড় অভিপ্রায় সাধিব বিধির,
সে কি কয়দিনের প্রতিনিধি হ'য়ে ?
রাণা—রাণা আমি চিতোরের।
এসো জগমল—এসো মাতা !
আশা-শা ! আদেশ আমার না কর লঙ্ঘন।

[বনবীর, আশা-শা ও জগমলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

গড়ের কারাগার।

বন্দী করমচাঁদ।

করমচাঁদ। আমায় কারাগারে দিতে এদের বাধ্‌লো না! শয়তান খাণ্ডার পশুর মত আমায় এখানে টেনে নিয়ে এলো; চোখ রাঙিয়ে ব'লে গেল—এই আমার কর্ম্মসাধনার পুরস্কার! এমন দুরদৃষ্ট, একটা নীচও আমায় এরূপ বিদ্রূপ করবার সাহস পেলে! এ কি বিক্রম-জিতের আদেশ? সে আমায় বৃদ্ধ বয়সে কারাদণ্ড দিলে? ঈশ্বর। কি অপরাধ করেছি আমি? রাণা বিক্রমজিৎকে ভালবাসি ব'লে? আমিই তাকে হাত ধ'রে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়েছি, সেই অপ-রাধে? এ কি তারই দণ্ড?

খাণ্ডার ও বিক্রমজিতের প্রবেশ।

খাণ্ডার। এই দেখুন! এমন জিনিষ কখনো দেখেন নি—দেখ্‌বেন না। দেখুন একবার ভাল ক'রে, কারাগার শোভা ক'রে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

বিক্রমজিৎ। একি। করমচাঁদ?

খাণ্ডার। হ্যাঁ—বুড়োর ক্যাঁটকেটে কথা আর আপনাকে শুন্‌তে হবে না। বদ্‌মায়েসের ধাড়ী আজ থেকে খাঁচায় ব'সে ছোলা খাক্‌, আর যত পারে আপনার মনে কপ্‌চে যাক্‌। এত বড় স্পর্দ্ধা, রাণা বিক্রমজিতের ওপর কথা কইবে? কথায় কথায় আমায় ছোটলোক ব'লে শাসন করবে? দেখি, তোমায় ঢিট্‌ করতে পারি কি না!

বিক্রমজিৎ। খাণ্ডার! বৃদ্ধ করমচাঁদ কারাগারে? করমচাঁদ বন্দী?

খাণ্ডার। হ্যাঁ, আপনার দয়া হ'চ্ছে না কি? রাশি রাশি অপমান পরিপাক ক'রে আজ দয়াময় হ'য়ে উঠ্‌লেন না কি? কোথায় আনন্দ কর্‌বেন না ভেবেই আকুল! যাক্—যাক্, ও সব ভাব্‌বেন না কিছু! দু'এক থলে কাঞ্চন মুদ্রা ছাড়ুন—মল্লবাড়ীতে গিয়ে আমোদ করিগে—

বিক্রমজিৎ। নিরস্ত হও খাণ্ডার! আমি জান্‌তে চাই, আমার বিনা অনুমতিতে করমচাঁদকে বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে কে?

খাণ্ডার। আমি।

বিক্রমজিৎ। কেন?

খাণ্ডার। আপনারই মুখ চেয়ে করেছি, বৃদ্ধ বড় অবাধ্য ছিল।

বিক্রমজিৎ। আমি পার্‌তুম না? তোমার চেয়ে আমার শক্তি কি কম?

খাণ্ডার। আপনার সে শক্তি নেই; আপনি শুধু বুড়োর হুমকি গুলো পরিপাক কর্‌তেই অভ্যাস করেছেন।

বিক্রমজিৎ। সে বিচারে তোমার প্রয়োজন নেই।

খাণ্ডার। তা যদি না থাকে, তবে জান্‌বেন, আমার অপমান কর্‌বার জন্যই আমি করমচাঁদকে বন্দী করেছি।

বিক্রমজিৎ। আমি যদি তাকে শাস্তি না দিয়ে তার লক্ষ অপমান সহ্য কর্‌তে পারি, তুমিও তা দ্বিরুক্তি না ক'রে সহ্য কর্‌তে বাধ্য। এ তোমার অন্যায়!

খাণ্ডার। আমার অন্যায়?

বিক্রমজিৎ। শুধু অন্যায় কেন—এ তোমার স্পর্দ্ধা!

খাণ্ডার। ও,—তা হ'লে আমাদের সঙ্গে মিত্রতা আপনার কপটতা? কাছে বসিয়ে শুধু আমাদের অপমান দেখাই আপনার উদ্দেশ্য?

বিক্রমজিৎ। তোমরা যে শ্রেণীর মানুষ, তার চেয়ে বেশী সম্মান আমার কাছে পেয়েছ; তার স্পর্দ্ধায় আমাকেও ছাপিয়ে উঠ্‌বার চেষ্টা ক'মো. না, তাতে রাজদ্রোহিতার দণ্ড পাবে। কোন কথা নয়; বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে হাতের শৃঙ্খল খুলে দাও।

থাওার। আপনার ৲ ব উপেক্ষা কর্‌তে পারি, কিন্তু এই বৃদ্ধকে কে মুক্তিদান করে, তাই আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে চাই!

করমচাঁদ। দেখ বিক্রমজিৎ, পথের কুকুরকে পদমর্য্যাদা দিয়ে উচ্চে তুলে আজ তাকে মাটিতে আছ্‌ড়ে ফেল্‌তে কত শক্তিহীন তুমি!

বিক্রমজিৎ। থাওার! অবিলম্বে আমার আদেশ প্রতিপালন কর।

থাওার। এতে আপনার অসুবিধা কি হবে?

বিক্রমজিৎ। জান না থাওার, বৃদ্ধ করমচাঁদ আজ গড়ের কারাগারে বন্দী, এ কথা শুন্‌লে সমগ্র চিতোরবাসী বিদ্রোহ কর্‌বে—তারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কারাগারের লৌহদ্বার ভেঙ্গে ফেল্‌বে—সর্দ্দারদল রাজনীতির দোহাই দিয়ে আমার সিংহাসনের ভিত্তি শিথিল ক'রে তুল্‌বে।

থাওার। সেটাও যেমন আপনার একদিকের চিন্তার বিষয়, মল্লদের শক্তিটাও অন্যদিকে তেম্‌নি আপনার চিন্তার বিষয়।

বিক্রমজিৎ। চাই না আমি মল্লদের সাহায্য, সে শক্তি আমার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা নয়। করমচাঁদকে শাস্তি দেবার প্রয়োজন হয়, আমি দেবো। শৃঙ্খল খুলে দাও থাওার!

থাওার। আমি পার্‌বো না।

বিক্রমজিৎ। [উত্তেজিতস্বরে] পার্‌বে না?

থাওার। না।

বিক্রমজিৎ। উত্তম! এই—কে আছ? [দুইজন রক্ষীর প্রবেশ] থাওারকে বন্দী কর। [একজন রক্ষী থাওারকে শৃঙ্খলিত করিল।]

থাণ্ডার। রাণা বিক্রমজিৎ! এ আমায় বন্দী করা নয়—সর্ব্ব-নাশের আগুন সৃষ্টি করা।

বিক্রমজিৎ। আগুনকে ভয় ক'রে রাণা বিক্রমজিৎ আগুনে হাত দেয় না। বৃদ্ধ করমচাঁদ! তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি শুদ্ধ তুমি বৃদ্ধ ব'লে—সর্দ্দারদলের কাছে নিজেকে খাঁটি রেখে তার গৌরব উপভোগ করতে।

কাঞ্জিলালের প্রবেশ।

কাঞ্জিলাল। আর গৌরব উপভোগের আশা নেই রাণা! আজ চাকা ঘুরে গিয়েছে। রক্ষি! বন্দী কর—[তরবারি কোষমুক্ত করিল, রক্ষী সভয়ে বিক্রমজিৎকে বন্দী করিল।]

বিক্রমজিৎ। [সবিস্ময়ে] কাঞ্জিলাল! আমি বন্দী? এ কি তোমারই চক্রান্ত?

কাঞ্জিলাল। না—না, এ ভগবানের অভিপ্রায়।

থাণ্ডার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাণা বিক্রমজিৎ! নিজেকে ধরা দিতেই আজ থাণ্ডারের হাত দু'টো বেঁধে ফেলেছ; তাকে মুক্ত রাখ্‌লে আজ তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়্‌তো না।

করমচাঁদ। কাঞ্জিলাল—কাঞ্জিলাল! রাণাকে মুক্তিদান কর—আমার আদেশ!

কাঞ্জিলাল। আপনি নীরব থাকুন, আপনার কথা আজ কেউ শুন্‌বে না; রাণা বিক্রমজিতের মুক্তি নাই।

করমচাঁদ। আমার হাত দু'টো যদি শৃঙ্খল বাঁধা না থাক্‌তো কাঞ্জিলাল, আমি তোমায় অস্ত্রমুখে শাস্তি দিতুম।

কাঞ্জিলাল। যখন শৃঙ্খল খুলে দেবো, মহামান্য রাও সাহেব তাঁর সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করবেন।

খাণ্ডার। সর্দ্দার কাঞ্জিলাল! তুমি আমায় বন্দী কর নি; আমার হাতের শৃঙ্খল তুমি খুলে দিতে পার? আমার উদ্দেশ্য আছে।

কাঞ্জিলাল। তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝি। তোমাকেও বন্দী করবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ভগবান্ নিজেই সে কার্য্য সমাধা করেছেন। রক্ষি! ঐ পার্শ্বের কক্ষে রাজা আর খাণ্ডার বন্দী থাক্‌বে; যাও—নিয়ে যাও!

বিক্রমজিৎ। আশ্চর্য্য! এখানে কি কেউ নেই, যে এখানে এসে অন্ততঃ একটা মৌখিক প্রতিবাদ করে?

[রক্ষিদ্বয় খাণ্ডার ও বিক্রমজিৎকে লইয়া গেল।

করমচাঁদ। আমি আছি রাজা! কিন্তু সে প্রতিবাদ তোমার কাছে ঘৃণিতের দয়াবৃত্তি ব'লে মনে হবে, তুমি তা সইতে পারবে না। কাঞ্জিলাল! তুমি কি? রাণাকে অনায়াসে বন্দী করলে, একটু ভাব্‌লে না?

কাঞ্জিলাল। আপনার জন্য কে ভেবেছিল রাও সাহেব? [করমচাঁদের হস্তের শৃঙ্খল খুলিতে খুলিতে] রাণা বিক্রমজিতের প্রশ্রয়ে একটা নীচ মল্ল আপনার হাতে লৌহ-শৃঙ্খল পরিয়ে আপনাকে অপরাধীর মত কারাগৃহে ফেলে দিলে, তার জন্য কে ভেবেছিল রাও সাহেব?

করমচাঁদ। না—না, তুমি জান না, রাণা এসেছিল আমাকে মুক্তি দিতে। এ সম্ভব নয়,—রাণা বিক্রমজিৎ বন্দী, এ সম্ভব নয়। আমি তাঁকে মুক্তি দেবো—আমি নিজের হাতে তাঁর মণিবন্ধের শৃঙ্খল উন্মোচন ক'রে দেবো—

[দ্রুত-প্রস্থান।

কাঞ্জিলাল। যাবেন না—যাবেন না রাও সাহেব! ও নাগপাশ—শুধু আপনার চেষ্টায় ও শৃঙ্খল খোলা যাবে না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পান্নাবাঈয়ের মহল।

গীতকণ্ঠে উদয়ের প্রবেশ।

উদয়।—

গীত।

উতল হ'লো অসীম নদীর বারি।
পারের মাঝি যাত্রিভরা ছাড়বে পারের তরী।
বাতাস বলে কানে কানে, আয় চ'লে আয় এই পবনে,
লুকিয়ে রাখা সোনা দানা আয় নিয়ে আয় পারের দানে,
হাল ধরেছে শক্ত মাঝি হোক্ না তুফান ভারি।

পান্নাবাঈয়ের প্রবেশ।

পান্নাবাঈ। উদয়! তুমি আপন মনে একলাটি গান গাইছ আর খেলা করছো, চন্দন কোথা?

উদয়। তা বুঝি জান না ধাত্রী-মা? চন্দন আজ লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে সকল ছেলের কাছে এমন হেরে গেছে, তায় লজ্জায় কোথায় লুকিয়ে ব'সে আছে। আবার আমায় শাসিয়ে গেছে—গুরুজী ফিরে আসুক্, তখন সে লক্ষ্যভেদে সবাইকে হারিয়ে দেবে।

পান্নাবাঈ। দেখ দেখি একবার পাগল ছেলের কাণ্ড! সে গেল কোথা?

উদয়। অভিমানে সে কাঁদ্‌ছিল, তবু আমি তাকে বিজয়-তিলক পরিয়ে দিতে গেলুম—ছুটে পালিয়ে গেল।

পান্নাবাঈ। যাক্—তাকে আর ডেকো না, বেশী সাধ্য-সাধনা করলে সে প্রশ্রয় পাবে। উদয়! বিজয়-তিলক না পেলে তুমিও যেন কখনো দুঃখ ক'রো না। চন্দনের এ আচরণ তো ভাল নয়। এমন কুশিক্ষা কোথায় পেলে? বিদ্যাশিক্ষায় বা খেলায় পরাজয় হ'লে এত অভিমান করবার কি আছে? চেষ্টা করতে হবে জয়ী হবার, নইলে কথায় কথায় অভিমান করলে সারা জীবনটাই দুর্ব্বলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

উদয়। আমি কিন্তু তোমার কথা ভুলি নি মা! চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ মুঠোর ভিতর পাওয়া যায়, এ কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে ধাত্রী-মা!

পান্নাবাঈ। তুমি রাজা হও বাবা! রাজছত্রের নিয়ে রাজসিংহাসনে ব'সে বিশ্বের স্নেহ আর ভগবানের করুণা আকর্ষণ কর।

উদয়। না মা, রাজা হওয়া ভাল নয়। এই যে দাদা চিতোরের রাজা, তাঁর কত শত্রু। সর্দ্দার করমচাঁদ থেকে আরম্ভ ক'রে ঐ কাঞ্জিলাল—সবাই দাদার শত্রু; তাদের এতটুকু প্রভুভক্তি নেই। যারা দাদার শত্রু, তারা আমারও শত্রু।

পান্নাবাঈ। ছিঃ-ছিঃ-ছি, এ সব কথা তোমায় কে বুঝিয়েছে? বৃদ্ধ করমচাঁদ তোমার দাদার জন্য প্রাণ দিতে পারেন। আমি নিষেধ ক'রে দিচ্ছি, এ সকল কথা যেন বৃদ্ধের কানে না পৌছায়। শুনলে তিনি কি মনে করবেন, বল তো?

উদয়। আমি আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি ধাত্রী-মা, সর্দ্দারদলের ছেলেদের সঙ্গে খেলাও করবো না—কথাও কইবো না।

পান্নাবাঈ। ছিঃ উদয়! এতে সকলে তোমায় নিন্দা করবে।

উদয়। কেন—নিন্দা করবে কেন? সর্দ্দারদল যদি আমার দাদার

অপমান কর্‌তে পারে, আমি বড় হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে বস্‌লে তাদের ছেলেরাও আমায় এমনি ক'রে অপমান করবে। যে শত্রু, সে বিষ; তাকে সময় থাক্‌তে পরিত্যাগ করলে কি দোষ হয় মা ?

পান্নাবাই। অমৃতফলে আজ যে এমন বিষের কীট প্রবেশ ক'রে অমৃত নামে কলঙ্ক সৃষ্টি কর্‌তে চলেছে, কোন্ কর্ম্মসাধনায় তাকে নিষ্কলঙ্ক রাখি, তাই ভাব্‌ছি !

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। মা! শীগ্‌গির দেখ্‌বে এসো, গড়ের কারাগারে রাণা বিক্রমজিতের হাতে লোহার শেকল পরিয়ে সবাই বন্দী ক'রে রেখেছে।

পান্নাবাঈ। সে কি ! এ সর্ব্বনাশ কে করলে ?

উদয়। ধাত্রী-মা ! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, সর্দ্দারের দল আমার দাদাকে বন্দী করেছে। যদি তাই হয়, তা হ'লে সর্দ্দারদলের ছেলে-দেরও আমি বন্দী কর্‌বো—তাদের সাম্‌নে তাদের ছেলেদের হত্যা কর্‌বো—[প্রস্থানোদ্যত]

পান্নাবাঈ। [বাধা দিয়া] উদয় ! ক্ষান্ত হও ; যদি সর্দ্দারের দল এই আগুন জ্বেলে থাকে, সে আগুন তোর চেষ্টায় নিভ্‌বে না। চন্দন মিথ্যা বল্‌ছে—এ হ'তে পারে না। সে ভুল শুনেছে—ভুল দেখেছে। সর্দ্দারের দল রাণাকে আন্তরিক ভালবাসে—বৃদ্ধ করমচাঁদ এখনো বর্ত্তমান, রাণা বিক্রমজিৎকে কে বন্দী করবে ?

চন্দন। মা ! বৃদ্ধ করমচাঁদকে রাণা বন্দী করেছিলেন ব'লে সবাই মিলে রাণাকে বন্দী করেছে।

পান্নাবাঈ। বৃদ্ধ করমচাঁদকে বন্দী করেছে ? কে বল্‌লে ? ছেলে-মানুষ তোমরা—কিছুই জান না ; আমি নিজে গিয়ে খোঁজ নিয়ে

আসছি! চোখে না দেখে তোমাদের কথায় কেউ বিশ্বাস করে? [নেপথ্যে কোলাহল—"জয় রাণা বনবীরের জয়!"] একি! বনবীরের জয়? তবে কি বনবীরই রাণা বিক্রমকে বন্দী করেছে?

উদয়। ধাত্রী-মা! বনবীর দাদা আমাদের শত্রু? সে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার দাদাকে বন্দী করেছে? তাই সে আত্মীয়তা দেখাতে চিতোরে এসেছিল? তাই সে আমায় স্নেহ দেখিয়েছিল? আজ আমি বুঝতে পারছি, রাণী-দিদি কেন তাকে নীচ ছোটলোক ব'লে অপমান ক'রেছিল! ধাত্রী-মা! বনবীর যদি আমার দাদাকে বন্দী ক'রে থাকে, আমিও তাকে বন্দী ক'রে কারাগারে দেবো—কারাগারে তাকে হত্যা করবো।

পান্নাবাঈ। স্থির হও কুমার! আমি তোমার মা—আমি এখনো বেঁচে আছি, আমিই এর প্রতিকার করবো।

উদয়। পালন করা মায়ের এতখানি দয়া আছে কি না জানি না; যদি থাকে, শীঘ্র প্রতিকার কর মা! নইলে এ সিংহশিশু মরণ-কবলে ছুটে যাবার আগে সে নিজেই এর প্রতিকার করবে।

পান্নাবাঈ। এ চঞ্চল হবার সময় নয় বাবা! স্থির মস্তিষ্কে কার্য্য সম্পন্ন করতে হবে। দেশের সমস্ত নিষ্ঠুরহৃদয় আজ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এই কঠিন প্রাণের পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদের সাম্‌নে তুই একা এই কোমল প্রাণ নিয়ে কোন্ সাহসে দাঁড়াবি বাবা? ধ্বংসের আগুন বালক বৃদ্ধ বিচার করে না, সে সর্ব্বভুক,—সেখানে যাস্ নি।

উদয়। যাবো না? আমার দাদার উপর অত্যাচার ক'রে যারা বন্দী করেছে, তাদের আমি শাসন করবো না? না পারি, দাদার সঙ্গে আমিও বন্দী হবো—কারাবরণ করবো।

পান্নাবাঈ। উদয়—উদয়!

উদয়। না—না, আমি তোমার পেটের ছেলে নই—আমার উপর অত দরদ দেখিও না; ঐ চন্দন রইলো, তাকে তুমি আগ্‌লে রাখ।

পান্নাবাঈ। ওরে, না—না, চন্দনের চেয়ে তুই আমার বড়; আমি চন্দনকে ছাড়্‌তে পারি, কিন্তু তোকে ফেল্‌তে পারি না। তোকেই আমি রাজা কর্‌বো। কে বনবীর? রাণা বিক্রমজিৎকে কেউ না চায়, চিতোরের সিংহাসনে ব'সে চিতোর শাসন কর্‌বি তুই! লোহার শৃঙ্খলে বাঁধ্‌তে হবে ঐ বনবীরকে—[নেপথ্যে কোলাহল—"জয় রাণা বনবীরের জয়!"] আবার বনবীরের পক্ষে জয়োল্লাস! এ কি সত্য কিম্বা স্বপ্ন-চক্রের আবর্ত্তনে আমি ভুল শুন্‌ছি?

দেবীকাবাঈয়ের প্রবেশ।

দেবীকাবাঈ। ভুল নয় ধাত্রী—স্বপ্ন নয়। দেশের সবাই বরণ ক'রে নিয়ে এলো বনবীবকে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়ে পূজা কর্‌তে।

পান্নাবাঈ। বল কি মা?

দেবীকাবাঈ। হ্যাঁ—আমি গবাক্ষ দিয়ে সব দেখেছি; সর্দ্দারের দল সম্মানের ডালি নিয়ে আগে আগে চলেছে, বনবীরের মুখ বিষণ্ণ অথচ কুটিল প্রসন্নতাভরা।

পান্নাবাঈ। বৃদ্ধ করমচাঁদ আর জগমলরাও ছিলেন?

দেবীকাবাঈ। দেখ্‌তে পাই নি; কিন্তু তারা যে নেই, এ কথাও মনে হয় না। কিন্তু এই সর্দ্দারদলের জন্যই আমি বনবীরের অপমান করেছি—থাণ্ডারকে চাবুক মার্‌তে গিয়েছি, কিন্তু তারা প্রতিদান দিলে নিজের হাতে আমার অদৃষ্ট ভেঙ্গে দিয়ে। আমার স্বামী সিংহাসনে বস্‌বার অযোগ্য হন, আমি বস্‌বো সেই সিংহাসনে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। বনবীর কে? একটা নীচবংশীয় জারজকে তারা আদর

ব'য়ে সিংহাসনে বসাবে ? আমি এ সাম্রাজ্যের কেউ নই ? এই উদয় সিংহ বালক ব'লে তার কোন অধিকার নেই ?

উদয়। দিদিরাণি ! তুমি সব কথা শোন নি ; দাদা কারাগারে বন্দী—

দেবীকাবাঈ। বন্দী ? কে বন্দী করেছে ? ঐ বনবীর ? ঐ সর্দ্দারের দল ? এই তাদের আত্মীয়তা ? এই ভ্রাতৃপ্রেম ? এই প্রভুভক্তি ? আজ চিতোরের বুকে আগুন জ্বাল্‌বো—সর্দ্দারদলকে পুড়িয়ে মার্‌বো। রাজার বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে বনবীরকে আমি নিজের হাতে বন্দী কর্‌বো ; চিতোরবাসীকে বুঝিয়ে দেবো—পথের কুক্কুরকে প্রলোভন দেখিয়ে রাজসিংহাসনে বসাবার পরিণাম কি ! পান্নাবাঈ ! তুমি কথা কইছো না যে ? আজ তোমার কথা কইবার অধিকার আছে। তুমি উদয়সিংহের মা, তুমি কথা কইবে না ? নীরব থাক্‌বে ?

পান্নাবাঈ। নীরব থাক্‌লে চল্‌বে কেন মা ? যে মেবাররমণী সর্ব্বস্ব-রক্ষার জন্য হাতিয়ারহাতে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে—রণজয়ে অক্ষম হ'লেও শত্রুর অস্ত্রাঘাত বরণ কর্‌তে ভয় পায় না—যারা জহর-ব্রত গ্রহণে নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষায় সক্ষম—যেখানে সহস্র রমণী লক্ষ পুরুষের শক্তির পরিচয় দেয়, সেখানে পান্নাবাঈ ঘুমিয়ে থাক্‌বে না মা ! বনবীরের চৈতন্য না হয়—সর্দ্দারদল শত্রুতা করে, অস্ত্রাগারের অস্ত্র তুমি নাও—আমার হাতে তুলে দাও, রাণা বিক্রমজিতের মুক্তি-বিধানে সংগ্রাম সৃষ্টি হোক্ এই চিতোরে পুরুষ আর নারীর মধ্যে।

দেবীকাবাঈ। এসো ধাত্রি ! শত্রুর স্বার্থ একদিকে, আর আমাদের স্বার্থ একদিকে। প্রয়োজন হয়, আমাদের অস্ত্রের তলায় শত্রুর সকল স্বার্থ বলিদান দিতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চাঁদগিরির বাটী।

মাতুবাঈ।

মাতুবাঈ। ওমা এ আমার হ'লো কি? আহ্লাদে আমার হাত-পা সব ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে! নতুন রাজা হয়েছে বলবীর—দেশের সবাইকে যা ইচ্ছে, তাই দান কর্‌ছে। শুনে অবধি আমি তো আর ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌ছি না। কর্ত্তাকে না কি সোনার চতুর্দ্দোলা ক'রে নিয়ে যাবে! আমি কিন্তু চতুর্দ্দোলায় যাবো না—লজ্জা কর্‌বে; আমি ঐ পালকীতেই যাবো। কি কর্‌বো গো—আহ্লাদ যে চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না! আহ্লাদে ডগমগ হ'য়ে না ভিজোলুম মিছরীর জল—না দিলুম উনুনে আগুন—না চাপালুম এক হাঁড়ি ভাত। ইচ্ছে হ'চ্ছে আহ্লাদে উপোস ক'রে থাকি। থাক্‌বো না তো কি? আহ্লাদ হ'লে মানুষের ক্ষিদে-তেষ্টা থাকে? আন্‌তে যাচ্ছি সোনা-দানা—মণ মণ সোনা—গাড়ী গাড়ী সোনা—ধামায় ক'রে মেপে তুল্‌বো সোনা—ঘরে রাখ্‌বো সোনা—ঘোরে গলে বোঝাই থাক্‌বে সোনা—ওঃ, সে কত গো! কি কর্‌বো গো—অত সোনা কোথায় রাখ্‌বো গো! [ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ]

চাঁদগিরির প্রবেশ।

চাঁদগিরি। গিন্নি! ব্যাপার কি? অত 'সোনা'—'সোনা' ক'রে দৌড়-ঝাঁপ কর্‌ছো কেন? তুড়ীলাফ খাবে না ডিগ্‌বাজী খাবে?

মাতুবাঈ। হ্যাঁগা, বল কি? ঘরে আস্‌ছে রাজার দান, সে কি

আর একমুঠো সোনা? এ কি সিধে কাণ্ড? একি তুমি আমি যে পিঁপড়ে টিপে চিনি বার করলুম। বনবীর খয়রাৎ করতে বলেছে; সে রাজা, সে কি হিসেবের খাতা নিয়ে তোমার ব্যবসাদারী দান দেবে? তুমি দেখে নিও, সে তোমায় মুখে বড়লোক করবে না—সত্যি সত্যি সোনা-দানা দিয়ে তার সত্যি রক্ষা করবে। একটা দেশের রাজা, সে কখনো মিথ্যে বলে?

চাঁদগিরি। কে বল্‌ছে সে কথা? দেবেও সত্যি—পাবোও সত্যি, কিন্তু অত হামলাচ্ছ কেন?

মাতুবাঈ। খুব বুদ্ধি তোমার! হামলাচ্ছি কি সাধে? ঘর দোর সব পরিষ্কার ক'রে যেতে হবে না? জায়গা করতে হবে না? জিনিষ-পত্তর সব তুলবো কোথা? তুমি নাম্‌বে চতুর্দ্দোলা থেকে—আমি নাম্‌বো পালকী থেকে, পেছনে থাক্‌বে সার-সার ধামা-ধামা ঘড়া-ঘড়া থলে-থলে দান-সামগ্রী! বলি, সেগুলো সব ঘরে তুলতে হবে তো—সাজিয়ে রাখ্‌তে হবে তো, না চোরের পেট ভর্ত্তি করাবো?

চাঁদগিরি। আচ্ছা, সে যখনকার কথা, তখন হবে। এখন এক কাজ কর। মিছরীর জল এক পাত্তর দাও, আজ অম্বলটা বেড়েছে।

মাতুবাঈ। তা বাড়ুকগে অম্বল। উনুনমুখো অম্বল একটা দিন-ক্ষ্যাণ বাছে না গা, যখন হোক্ হ'লোই হ'লো! আজ আর মিছরী ভিজাই নি। এত আহ্লাদে মানুষের রোগের কথা মনে থাকে, না কেউ কোথাও মিছরীর জল খেয়ে থাকে? তুমি যেন দিন দিন কি হ'চ্ছো! একটা দিন আর অম্বল চেপে রাখ্‌তে পার না?

চাঁদগিরি। থাকগে—ঘরের অম্বল ঘরেই থাক্। কিন্তু রান্নাঘরে তালা-চাবি দে? ওদিকটাও আহ্লাদে ভুলে গেছ না কি?

মাতুবাঈ। বলি হ্যাঁগা, তুমি কি? দেশে এত বড় একটা কাণ্ড,

লোকে রাজবাড়ীতে গাড়ী ঘোড়া নিয়ে ছুটোছুটি কর্‌তে ব্যস্ত, ঘরে ঘরে লোক তাক সারাচ্ছে, কুলুঙ্গী তৈরী কর্‌ছে, চোরকুটুরী সারাচ্ছে, বড় বড় বাজরা, ধামা, চ্যাঙ্গারী, মায় কুন্‌কেটি পর্য্যন্ত ধুয়ে মুছে তোল্‌বার অবকাশটী পাচ্ছে না, তিন দিন আগে থেকে লোকে খাওয়া দাওয়ার পাট তুলে দিয়েছে, আর তুমি এই তাড়াতাড়ির সময় রান্না-ঘর এঁচে ব'সে আছ? খাওয়া না হয় একদিন নাই বা হ'লো! বলি, খাবে যদি, তবে সোনা-দানা দেখ্‌বে কখন? একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই? অত খাই-খাই কর্‌লে ঘরে লক্ষ্মী থাকে? তোমার মুখে একটু বাধ্‌লো না? অমন লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড হ'লে অম্বল হবে না তো কি হবে?

চাঁদগিরি। হোক্‌গে অম্বল, আমিও ঐ হরদয়ালের দোকান থেকে যা তা কচুরি-মচুরি খেয়ে এক বুক অম্বল নিয়ে চতুর্দ্দোলায় উঠ্‌বো! গোব্‌রা? গোব্‌রাও তো যাবে? কি রকম সাজ্‌ছে, একবার দেখে এসো না!

মাতুবাঈ। যাবে না তো কি? এ সুযোগ ছাড়্‌তে আছে? আমার বড় ভাইপো যাবে--তার মেয়ে যাবে—তাদের ঝি যাবে—বউ যাবে—চন্দ্রা পিসীকেও সঙ্গে নেবো; চলুক্‌ না সব! বখ্‌রা ছাড়ি কেন? এইখানে এনে সব ফেল্‌বো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে পুর্‌বো আর চাবি দেবো—ঘরে পুর্‌বো আর চাবি দেবো।

চাঁদগিরি। আচ্ছা গিন্নি! তুমি যে আনন্দে একেবারে দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়্‌লে! মিছরী ভিজোলে না—রান্না-বান্না কর্‌লে না—নিজে খেলে না—কাউকে খেতেও দিলে না! এরকমটা কর্‌বার মানে কি?

মাতুবাঈ। মানে আবার কি? তারা নেমতন্ন করেছে, সেইখানে যাবো—খাবো—ছাঁদা বাঁধ্‌বো। বাড়ীতেই যদি খেলুম, তবে নেমতন্ন যাবার দরকার?

চাঁদগিরি। এরকম আন্দাজী ব্যবস্থা করতে তোমায় কে বললে? স্নানই নিতে যাবো, খাওয়া-দাওয়ার কথা তো বলে নি!

মাতুবাঈ। ওমা, কি ঘেন্না! খাওয়া-দাওয়ার কথা আবার বলতে হয় না কি? লোকের বাড়ীতে লোক যাচ্ছে, খাওয়াবে না 'অম্‌নি বল্‌লেই হ'লো? চালাকি না কি? দেশ থেকে ভদ্রতা অম্‌নি উঠে গেলেই হ'লো!

চাঁদগিরি। সেখানে গিয়ে এরকম তর্ক করলে দরোয়ান দিয়ে হাঁকিয়ে দেবে। এত যে লাফালাফি করছো, একটা কাণা কড়িও দেবে না।

মাতুবাঈ। না দেয় তো সে মিথ্যেবাদী—নরকে গিয়ে প'চে মরবে।

চাঁদগিরি। তা জেদ বজায় রাখতে হ'লে যেতে হবে বই কি! বলিরাজা দাতা হ'য়ে দান দিতে গেল—পাকে-চক্রে পাতালে চ'লে গেল। সে কি পাতালের ভয় করেছিল? স্বয়ং নারায়ণ তার দোরে দ্বারী হ'য়ে রইলো। যাদের নরকের ভয় নেই, তারা স্বচ্ছন্দে নরকে গিয়ে হুমদো হুমদো যমদূত পাহারা রাখবে; সেখানে গিয়ে ঘি ময়দা আদায় করা বড় শক্ত কথা!

মাতুবাঈ। হ্যাঁ—শক্ত কথা! একখানা খাঁড়া হাতে ক'রে নরক চ'ষে ফেলবো না? আগে থাকতে তার ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও! গোবরা—ও গোবরা—

[অদ্ভুত সাজে গোবরা আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার পরিধানে সম্মুখে কাছা, পিছনে কোঁচা, পিরাণের পিছনে বোতাম, পাগড়ীর পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখে।]

গোবরা। মা-ঠাকরুণ! আমায় ডাকছো?

মাতুবাঈ। ওমা, এ কি? হ্যাঁ রে গোব্‌রা! তোর মুণ্ডু ঘুরে গেল না কি?

গোব্‌রা। কেন, ঠিক্ আছে তো!

মাতুবাঈ। মাথামুণ্ডু কি বল্‌ছিস রে? নাক মুখ সব পেছনদিকে এসেছে যে রে! ওমা, এ হ'লো কি?

গোব্‌রা। মুণ্ডু ঘুরে গেছে না কি? কই, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

চাঁদগিরি। না—বুঝ্‌তে পার্‌ছো না! নূতন ধরণের সাজ-পোষাক পরেছ, এটা আর বল্‌তে পার্‌ছো না?

গোব্‌রা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই তো! কর্ত্তামশায় আমায় এইরকম সাজিয়ে দিয়েছে; মুণ্ডু যদি ঘুরে গিয়ে থাকে, ঐ কর্ত্তামশায়ই ঘুরিয়ে দিয়েছে। তা কর্ত্তামশায়! এ রকম সাজ-পোষাক আজকাল চল্‌বে তো?

মাতুবাঈ। তা কখনো চলে! এই রকম ক'রে গেলে লোকে দান দেবে? উল্টে পাগল ব'লে মেরে তাড়িয়ে দেবে।

গোব্‌রা। হুঁ—মার্‌বে! কর্ত্তামশায়ের পেছনে পেছনে যাবো। তুমিও তো সাজ্‌বে গো? তুমিও তো মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে?

চাঁদগিরি। নিশ্চয়! রাজা বনবীরের হুকুম—যারা দান নিতে যাবে, তাদের অম্‌নি গেলেই চল্‌বে না; সাজ-পোষাকে রীতিমত সাজা চাই, আর দস্তুরমত আধুনিক রুচিসঙ্গত হওয়া চাই।

মাতুবাঈ। তা হ্যাঁগা, আমাকেও তো আধুনিক রুচিতে সাজ্‌তে হবে?

চাঁদগিরি। সাজ্‌তে হবে না? কি ভয়ানক ব্যাপার! সেজে গুজে না গেলে মান থাক্‌বে কেন? তোমায় পর্‌তে হবে একখান' ধনুক-টঙ্কার সাড়ী; আঁচলখানা কাঁধের ওপর ফেলে গোটা দুই কাঁটা পেরেক

মেরে ফুল কুঁচিয়ে ঝুলিয়ে দেবে—চলা-ফেরা করবে গজেন্দ্রগমনে। মাথায় যেন ঘোমটা দিও না, তা হ'লে কায়দা-কানুন, আধুনিকত্ব সব একেবারে গোল্লায় ধোরে যাবে।

মাতুবাঈ। ঘোমটা না দিলে যদি চ'লে যায়, ঘোমটা দেবো কেন?

চাঁদগিরি। সেই জন্যেই তো নতুন ব্যবস্থায় কোঁচা পেছন দিকে পাঠিয়ে কাছা আন্‌ছি সাম্‌নের দিকে; আর এই রকমই বিশ পঞ্চাশ বছর বাদে চল্‌বে। রাজা বনবীরের কল্যাণে অত দেরী না ক'রে যদি খুব শীগ্‌গিরিই এটা চালাতে পারি, আমারও একটা নাম থেকে যাবে। এখনকার রুচিই হ'চ্ছে নতুন কিছু চাই। এটাও তো একটা নতুন! আমরা দু'দশ দিন পর্‌তে পর্‌তে দেখ্‌বে, দর্জ্জীর দোকানে ঐ ছাঁট ছাঁট্‌তে কচাকচ কাঁচি চালাচ্ছে!

মাতুবাঈ। তা তো চালাচ্ছে! কিন্তু আমার কথাটা চাপা প'ড়ে গেল না কি? বলি, এত সেজে গুজে যে যাবো, যদি দান না দেয়, তার উপায় কর্‌ছো কি?

চাঁদগিরি। কি আর কর্‌বো? মুখটী বুজে সুড়-সুড় ক'রে বাড়ীতে এসে আমি হাত মুখ ধোবো, আর তুমি টক্ ক'রে উনুনে আগুন দিয়ে ডাল ভাত নামিয়ে সাম্‌নে ধ'রে দেবে; গপাগপ্ ক'রে খেয়ে বিছানায় শোবো, আর গোব্‌রা পা টিপে দেবে।

মাতুবাঈ। এঁ্যা—আমার যে কান্না পাচ্ছে গো! গোব্‌রা! ওরে দেখ্ না, চতুর্দ্দোলা এলো কি না! দেখ্ না, পালকী এলো কি না!

গোব্‌রা। আমি এখন রাস্তায় বেরুবো না—গোটাকতক ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে; একবার বেরিয়েছিলুম, আমার পোষাক দেখে সবাই হৈ-হৈ ক'রে উঠ্‌লো।

মাতুবাঈ। তা হ'লে যাবি কি ক'রে?

গোব্‌রা। কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে গেলে কেউ কিছু বল্‌বে না। একলা বেরুলে আমায় কি আর রক্ষে রাখ্‌বে? তারাও বলে—গোব্‌রার মুণ্ডু ঘুরে গেছে। রাজবাড়ী পর্য্যন্ত কি রকম ক'রে যাবো, তাই ভাব্‌ছি।

চাঁদগিরি। কি রকম ক'রে যাবি কি? যে রকম ক'রে লোকে যায়, সেই রকম ক'রে যাবি। ত্থ' একদিন লোকে ঐ রকম তিতি-বিরক্ত কর্‌বে। একটা জিনিস আবিষ্কার কর্‌তে গেলে প্রথমটা ঐ রকমই হয়; তারপর দেখ্‌বি, দিন কতক বাদে দোকানে দোকানে গোব্‌রাই ছাঁটের জামা-কাপড় বিক্রী হ'চ্ছে।

মাতুবাঈ। আর আমার ছাঁট—

চাঁদগিরি। দর্জ্জিরা তখন পেরে উঠবে না—ঘরে ঘরে খুঁজবে মাতুবাঈ-ছাঁট; নাম বেরুবে কত!

গোব্‌রা। [সোল্লাসে] ওঃ—গোব্‌রাই ছাঁট। আমরা নাচ পাচ্ছে—গান পাচ্ছে—

চাঁদগিরি। এ রকম নতুনত্ব দেখে বনবীর হাস্‌তে হাস্‌তে কোষা-গারের চাবিটা আমাদের ফেলে দেবে; ওঃ, তখন—

মাতুবাঈ। তখন চাবি না খুলে সব গাড়ী বোঝাই কর্‌বো। গোব্‌রা! তাড়াতাড়ি সব পাচার কর্‌তে পার্‌বি তো?

গোব্‌রা। আমি কাল রাত্তিরে ঐ রকমই স্বপ্ন দেখেছি মা-ঠাক্‌রুণ! আমি যেন সোনার অট্টালিকার ভেতর ঢুকে মস্ত একটা হীরের চাঙ্গোড় ধ'রে টানাটানি কর্‌ছি—

চাঁদগিরি। এই মরেছে—বেটা গাঁজা খেয়ে মরেছে রে!

গোব্‌রা। তারপর—

মাতুবাঈ। হ্যাঁ রে, ভোরাই স্বপ্ন না কি রে—ভোরাই স্বপ্ন?

গোব্‌রা। হ্যাঁগো মা-ঠাক্‌রুণ, হ্যাঁগো!

মাতুবাঈ। ভোরাই স্বপ্ন কিন্তু বড্ড সত্যি হয় বাপু!

গোব্‌রা। তারপর সেই হীরের চাঙ্গোড়—তুল্‌তে পারি না মা-ঠাক্‌রুণ! শেষে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে ধামায় ক'রে ক'রে তোমার কাছে এনে ফেল্‌লুম—

মাতুবাঈ। হ্যাঁ রে, ক' ধামা রে—ক' ধামা?

গোব্‌রা। তার কি হিসেব আছে মা-ঠাক্‌রুণ? তারপর শোন না? ঘরে ঘরে হীরে ভ'রে গেল—সোনার ডাঁই জ'মে গেল—মণি-মুক্তোয় ঘর বোঝাই হ'য়ে গেল।

চাঁদগিরি। বলিহারী—বলিহারী গোব্‌রা।

মাতুবাঈ। আঃ, চুপ কর না! তুমি বড় রসভঙ্গ কর! তারপর—তারপর?

গোব্‌রা। এইবার আমার বল্‌তে কান্না পাচ্ছে মা!

মাতুবাঈ। কেন রে? আহা, কাঁদিস্ নি বাছা—কাঁদিস্ নি! সারারাত হীরে-জহরৎ ব'য়ে কষ্ট হয়েছে। কি কর্‌বি বল্, অদেষ্ট—

গোব্‌রা। মা গো! শেষকালে সব চোরের গর্ভে গেল মা—

মাতুবাঈ। এ্যাঁ, সে কি রে? ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে—

গোব্‌রা। ঘরের লোক চোর হ'লো মা—

মাতুবাঈ। ঘরের লোক কি রে? শেষে তুই চোর হ'লি না কি?

গোব্‌রা। না গো মা-ঠাক্‌রুণ! ঐ কর্ত্তাবাবু সব চুরি ক'রে বেচে ফেল্‌লে—

মাতুবাঈ। এ্যাঁ—তোমার এই কাজ? [দৃঢ়স্বরে] কোথায় বেচ্‌লে? কাকে বেচ্‌লে বল?

চাঁদগিরি। কাকে বেচ্‌লুম কি। ও বেটা গাঁজা খেয়ে স্বপ্ন দেখেছে, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না?

মাতুবাঈ। আমায় বোকা বোঝাচ্ছ? ভোরাই স্বপ্ন কখনো মিথ্যে হয়? আমার একঘর সোনা-দানা—যেখান থেকে পার এনে দাও!

চাঁদগিরি। কি সর্ব্বনাশ! এ গোব্‌রা বেটার স্বপ্ন আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে দেখ্‌তে পাই! হারামজাদা! আজ তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তবে আমার কাজ! বেরো—বেরো—

গোব্‌রা। একে আমার কান্না পাচ্ছে, তার ওপর এ রকম পোষাক প'রে আমি কোথায় যাবো?

মাতুবাঈ। সত্যিই তো! ও যাবে কোথা? সারা রাত স্বপ্ন দেখে হীরে-জহরৎ ব'য়ে ম'লো—তুমি সব বেচে ফাঁক ক'রে দিলে, তার ওপর তম্বী? ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে—

গোব্‌রা। ওগো মা-ঠাক্‌রুণ গো—

চাঁদগিরি। চুপ—চুপ! আবার চীৎকার! দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁড়িদার ডেকে ধরিয়ে দিচ্ছি! রাজবাড়ী থেকে সারা রাত হীরে-জহরৎ চুরি ক'রে এনেছিস্, আজ তোকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো—

[প্রস্থান।

গোব্‌রা। মা ঠাক্‌রুণ! আমার ফাঁসি হবে?

মাতুবাঈ। সে কথাও তো সত্যি বাপু! হীরে জহরৎ চুরি করেছিস্—রাজবাড়ীতে এতক্ষণ হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। তা ভয় কি বাছা, আমার ঘরে তো আর বামাল নেই, ফাঁসি দিচ্ছে কে?

গোব্‌রা। ওরে বাবা! স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তা হ'লেই তো গেছি! ও বাবা স্বপ্নঠাকুর! এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও বাবা! আর আমি জীবনে স্বপ্ন দেখ্‌বো না; স্বপ্ন দেখ্‌লেও আর সোনা-দানার স্বপ্ন দেখ্‌বো না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর-রাজসভা।

বনবীর, কাঞ্জিলাল ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ।— গীত।

নীরব নিশীথে, আঁখির পাতে,
স্বপনে জেগেছিল তোমারি স্মৃতিটী।
বাজিয়া উঠিল মোহন সুরে গো,
মরমমাঝারে তোমারি বীণাটী।
হ'লো না ঘুম আর, জাগিল হাহাকার,
কাজল-আঁখিতে ছুটিল বান,
মুরছি পড়ি হায়, পরাণ বাহিরায়,
শুনিয়া সে তোমারি আকুল তান,—
তাই এসেছি ছুটিয়া তোমারে দিতে গো,
তোমারি রাখা এ ব্যথিত হিয়াটী।

বনবীর। যথেষ্ট হয়েছে, আর নৃত্য-গীতের প্রয়োজন নেই; এখন তোমরা যাও। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] অনেক দিন থেকে বহু রকমে অনেকেই আমাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছে; এ দেশে চাটুকারেরও অভাব নেই। কিন্তু আমি এখনো আমার এই আধিপত্যলাভ বিশ্বাস করতে পারছি না। কাঞ্জিলাল! সত্যই আমি মেবারের রাণা? সত্যই আমি চিতোরের শাসনকর্ত্তা?

কাঞ্জিলাল। হ্যাঁ মহান্! রাণা বিক্রমজিৎ বন্দী হবার পর আপনারই জন্ত এই সিংহাসন শূন্য পড়েছিল, আপনি তা পূর্ণ করেছেন।

বনবীর। তা করেছি; কিন্তু আমার উপর আপনাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে কি না? দেশের মাননীয়গণ আমার এই আধিপত্যলাভ স্বীকার করেন কি না? রাণা বিক্রমজিতের কারাদণ্ডের পর আমার অভ্যুদয় দশের কাছে বরণীয় কি না?

কাঞ্জিলাল। চিতোরের সর্দ্দারগণ বিচার ক'রেই আপনাকে সিংহাসনে বরণ ক'রে নিয়েছে।

বনবীর। তাঁরা কুমার উদয়সিংহকেও এই সিংহাসন দিতে পারতেন!

কাঞ্জিলাল। উদয়সিংহ বালক।

বনবীর। সর্দ্দারগণ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিনিধিস্বরূপ কেউ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করতে পারতেন।

কাঞ্জিলাল। সর্দ্দারগণ তা প্রয়োজন মনে করে নি।

বনবীর। সত্যই তো! যেখানে বনবীরকে প্রয়োজন, সেখানে উদয়সিংহের ভবিষ্যৎ চিন্তা করবাব প্রয়োজন কি?

কাঞ্জিলাল। এতে আপনার জননীর আশাও পূর্ণ হয়েছে।

বনবীর। হবে না? মাতৃভক্ত সন্তান মাতৃ-আজ্ঞা পালনে জ্বলন্ত আগুনে ছুটে এলো পুড়ে মরবার জন্য, জননীর আশা পূর্ণ হবে না? ষষ্ঠ অবতাব পরশুরাম মানবতার আদর্শ কীর্ত্তিপ্রচারে শাণিত খড়্গে জননীর শিরশ্ছেদ করেছিল, অবিবেকী এই নীচ বনবীরও কুলগ্নে ধরাপৃষ্ঠে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে মাতৃ-আজ্ঞায় নিজের ছিন্নমুণ্ড জননীকে উপহার দেবে।

কাঞ্জিলাল। চিতোর-সিংহাসনে ব'সে আজ পর্য্যন্ত আপনাকে হাসতে দেখলুম না। চিতোর-সিংহাসনের উপর কি আপনার স্পৃহা নাই? নাই বা থাকলো! আপনি অসন্তুষ্ট হন, অন্ততঃ উদয়সিংহের প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত মাত্র প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত থাকুন।

বনবীর। তবু রাণা বিক্রমজিৎকে মুক্তি দেবেন না?

কাঞ্জিলাল। সর্দ্দারদলের সে অভিপ্রায় নয়।

বনবীর। রাণা বিক্রমজিৎকে আপনারা এত ভালবাসতেন, অথচ তার ব্যবহারে এতখানি বিরক্ত আপনারা যে, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে আজ তাকে শাস্তি দেওয়াই রীতি, আর মুক্তি দেওয়া দুর্নীতি?

কাঞ্জিলাল। রাণা বিক্রমজিৎকে আমরা শাস্তি দেবো ব'লেই আপনাকে সিংহাসনে প্রয়োজন হয়েছে, শুধু বিক্রমজিৎকে ভয় দেখিয়ে শাসন করতে। তাঁকে বধ ক'রে দণ্ড দেবো না—উপবাস রেখে কষ্ট দেবো না, মাত্র তাঁর চরিত্র-সংশোধনের জন্য তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। আপনি বিরক্ত হন, বিক্রমজিতের মুক্তির পর আপনি সিংহাসন পরিত্যাগ করবেন।

বনবীর। এখনি কারাগার থেকে রাণা বিক্রমজিৎকে নিয়ে আসুন!

কাঞ্জিলাল। তার পরিণাম শুভ নয়।

বনবীর। হ্যাঁ—আপনারা বিক্রমজিৎকে বুঝিয়ে দিতে চান, বনবীরই যেন স্বেচ্ছায় চিতোর অধিকার করেছে—সেই যেন যুক্তি দিয়ে বিক্রমজিৎকে শৃঙ্খলিত করেছে। আপনারা সকলেই ধূর্ত্ত—লোকসমাজে খাঁটি থাকতে চান এই বনবীরকে একটা হিংস্র পশু সাজিয়ে। কিন্তু আমি জানি, রাণা বিক্রমজিৎ আমার ভাই—উদয়সিংহ আমার ভাই।

কাঞ্জিলাল। বেশ, সেই কথাটি মনে রেখে আপনি চিতোর শাসন করুন; আমাদের উপর কোনরূপ সন্দেহ থাকে, আপনার জননীর যুক্তি গ্রহণ করুন। তাঁর একান্ত অভিলাষ, আপনিই থাকবেন মেবারের মহারাণা।

বনবীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কর্ণে বাজে তাহারি মন্ত্রণা;
সম্পদ-ঝরণা যেন নয়ন সম্মুখে

স্রোতমুখে নিয়ে আসে
কত আশা—কত ভবিষ্যৎ!
চিতোর-ঈশ্বর আমি,
এ অবস্থা মোর ভুলিবার নয়;
ভগবান হ'তে তোমরা পর্য্যন্ত
করে ধ'রে মোর বসায়েছ সিংহাসনে,
এ নহে অলীক কথা!
তারি গর্ব্ব সিংহাসন হ'তে টেনে আনে
শত দীপ্তি—লক্ষ উন্মাদনা,
বুঝাইয়া দেয়, রাজ্যপাট শান্তির আকর।

কাঞ্জিলাল। অদৃষ্টই মূল, তারি ফলে
অবস্থার বহু চক্রে ঘুরে ফিরে নর।

বনবীর। অতি সত্য কথা!
চক্ষে যাহা বিভীষিকা মোর,
কণ্টক সাজানো যেথা,
এতটুকু আশা, এতটুকু প্রার্থনা আমার
নাহি যার লাগি, সে আজ এসেছে
যাচিয়া আমার দ্বারে ল'য়ে স্তুতিপাঠ—
গাহিতেছে মোর বীরত্বের যশোগান,
কতই কৃতজ্ঞতায় যেন সকাতরে
চরণে আমার মস্তক লুটাতে চায়;
এত চমৎকার এই রাজত্ব-ব্যাপার!
কাল আমি বসিয়াছি রাজ-সিংহাসনে,
আজ আর কালিকার নাহি চিত্তভাব,

নাহি যে দীনতা, জড়তা অথবা সমাজহীনতা;
আজ রাজা আমি, বিপরীত রীতি মোর।
আজি ভাবিতে পারি না—
বিক্রম অথবা কুমার উদয় আত্মীয় আমার।
সিংহাসন স্বার্থ আনে মোহিনী শক্তিতে তার;
তাই ভাবি, বিক্রমের কারামুক্তি সম্ভব কি হবে?

কাঞ্জিলাল। বহু দায়িত্ব তোমার রাজা! আজি হ'তে
চিতোরের ন্যায়-অন্যায় বিচার্য্য তোমার।

বনবীর। তবে মিথ্যা নহে মহারাণা আমি?
দেশব্যাপী সবার সম্মতি—আমি দণ্ডধর?
চিতোরের লক্ষ নর-নারী
অকপটে রাজার সম্মানে পূজিবে আমারে?
এই রাজদণ্ড—এই রাজসিংহাসন—
হীরকখচিত এই সুবর্ণ-কিরীট সকলি আমার?
সত্য আমি মেবারের রাণা?

কাঞ্জিলাল। মেবারের রাণা, কিন্তু প্রতিনিধি রাণা বিক্রমের।

বনবীর। না—না, নহে প্রতিনিধি; পূর্ণ রাণা আমি।
একবার সাধ পেয়ে মধু অমৃতের
বিষবোধে ছেড়ে দেওয়া নির্ব্বোধের কাজ।
কত নিম্ন হ'তে উঠে গেছি কত উচ্চ স্তরে,
সাধ ক'রে আচম্বিতে কে চায় নামিতে পুনঃ?
পূর্ণ সুখে অধিকারী হ'য়ে
কে কবে ডুবিতে চায় কাল-সিন্ধুনীরে?

কাঞ্জিলাল। তুমি বিচক্ষণ—বুদ্ধিমান!

বনবীর। 　　সেই বুদ্ধি ব'লে দেয় মোরে,
রাজা হ'য়ে কেন আমি প্রজা হবো পুনঃ?
সিংহাসন যদি অধিকৃত মোর,
অন্যজনে ছেড়ে দিয়ে
দীননেত্রে যুক্তকরে কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে
কেন দাঁড়াইব সেই সিংহাসনপাশে?
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ আমি,
তাই তোমাদেরি সৃষ্টি করা মহা প্রলোভনে
এত উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত আমি।
তোমাদেরি মায়াবলে সৌভাগ্য গড়িল মোর,
তাই অতুল সম্পদ মোরে ধরেছে আঁকাড়ি
কোটিগুণ শক্তিধর ভাবি।
নাহি জান মতিমান!
কত আকর্ষণ এই রত্ন-আসনের;
ভুলাইয়া দেয় আত্মীয়তা,
আনে শুধু স্বার্থজ্ঞান, স্বার্থচিন্তা,
স্বার্থ-তন্ময়তা। এত স্বার্থ দেখি
শেষে তো দিবে না দোষ স্বার্থপর বলি?

জগমল রাওয়ের প্রবেশ।

জগমল। 　　না—না, কে কহিবে স্বার্থপর?
স্বার্থ নিজে গিয়ে ডাকিয়া এনেছে তোমা,
স্বার্থপূজা প্রয়োজন তব;
অদৃষ্টলিখন তব—তুমি মেবারের রাণা।

বনবীর। এই রাজসিংহাসন, একে ভালবাসা,
সে তো স্বার্থ দিয়ে পূজা করা!

জগমল। পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম তব,
শুধু তাহারি তো মহিমাপ্রচারে!

বনবীর। তাই যতক্ষণ শক্তি মোর—দেহ মোর,
আমারি এ সিংহাসন।

জগমল। যতক্ষণ বনবীর জীবিত ভূতলে,
ততক্ষণ বনবীর চিতোরের রাণা।

করমচাঁদের প্রবেশ।

করমচাঁদ। না; যতক্ষণ বিক্রমজিৎ জীবিত ভূতলে,
ততক্ষণ বিক্রমই চিতোরের রাণা।

বনবীর। তবে কি খেলার পুতুল সম ওঠাতে
বসাতে মোরে আনিয়াছ চিতোর নগরে?
কে চেয়েছে ভাই বিক্রমের
এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'তে?
কেন করে দিলে রাজদণ্ড,
শিরে দিলে রাজার মুকুট?
কেন বিলাইয়া দিলে এই সিংহাসন?
সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বসাইলে যদি,
তত হীন ভাবি আপনায়,
কথায় কথায় তোমাদের আদেশ পালিতে
সিংহাসন হ'তে নামিয়া আসিব,
হেন শিক্ষা পাই নাই কভু কারো কাছে।

করমচাঁদ। বনবীর! সে শিক্ষা এই বৃদ্ধের কাছে পাবে। আজ আমি তোমায় সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ বিদ্রোহ করবার কারণ কি?

বনবীর। বিদ্রোহ করেছি আমি?

করমচাঁদ। বিদ্রোহ ক'রে তুমি আদেশ দিয়েছ বিক্রমজিৎকে বন্দী করতে—

বনবীর। মিথ্যা কথা! যারা বিদ্রোহ ক'রে রাণা বিক্রমজিৎকে বন্দী করেছে, তারাই আমাকে সাগ্রহে চিতোর-সিংহাসনে বসিয়েছে।

করমচাঁদ। কাঞ্জিলাল! কে এই বিদ্রোহের নেতা?

কাঞ্জিলাল। সমগ্র চিতোরবাসী—চিতোরের সর্দ্দারমণ্ডলী।

জগমল। না পিতা, আমিই এই বিদ্রোহের নেতা।

করমচাঁদ। তা আমি অনুমান করেছি। কিন্তু জগমল! বিদ্রোহ ক'রে তুমি রাণা বিক্রমজিৎকে বন্দী কর নি—বিক্রমজিৎকে শাস্তি দাও নি, শাস্তি দিয়েছ তোমার এই বৃদ্ধ পিতাকে—বন্দী করেছ তোমার পিতাকে।

জগমল। পিতা! পুত্রের বাইরের জীবনটাই দেখে তাকে অপরাধী করছেন, কিন্তু তার অন্তর্বেদনা দেখে বিচার করবার অবসর পেলেন না, এ আপনার এক অভিনব কীর্ত্তি!

করমচাঁদ। বিচার করবার স্থৈর্য্য তুমিই নষ্ট ক'রে দিয়েছ পুত্র! পিতার কর্ম্মদক্ষতা তুমিই গ্রাস করতে বসেছ; তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা হয়। তোমার মুখে পাপের ছাপ—তুমি সর্ব্বদিক দিয়ে অপরাধী; রাণা বিক্রমজিৎ খাঁটি বিচার ক'রেই তোমায় নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

জগমল। রাজার বিচারে আমি নির্ব্বাসিত, কিন্তু পিতার কাছেও কি আমি তাই?

করমচাঁদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, যে পুত্র নারীনির্য্যাতনকারী, সে আমার পুত্র নয়; আমি তার মুখদর্শন করতে চাই না।

জগমল। না—না পিতা, আমি অপরাধী নই—সে চক্রান্ত!

করমচাঁদ। দোষ ঢাকতে যেও না জগমল! কেন তুমি আবার সভাগৃহে এসে দাঁড়িয়েছ? আগে জানলে আমি সভাগৃহে প্রবেশ করতুম না। বেশ, তুমি থাকো, আমিই ফিরে যাচ্ছি—

জগমল। না—না পিতা! পিতাকে দণ্ড দেবো না—পুত্রের পাপ পিতাকে স্পর্শ করতে দেবো না। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, পিতার দণ্ড আমি মাথা পেতে গ্রহণ করবো। কোন নীতি নিয়ে দাঁড়াবো না—কোন প্রমাণ ধ'রে দেবার চেষ্টা করবো না; মাত্র নিরপরাধী প্রমাণ হ'লে দুই বিন্দু শান্তির অশ্রু চরণপ্রান্তে নিবেদন করবো, তখন পুত্র ব'লে স্নেহ বিতরণ করা আপনার অন্তরের অভিরুচি।

[প্রস্থান।

বনবীর। সর্দ্দার করমচাঁদ কি পুত্রের সঙ্গে বিবাদ করতে এই সভাগৃহে এসেছেন নাকি?

করমচাঁদ। না বনবীর! তোমায় অনুরোধ করতে এসেছি, রাণা বিক্রমজিৎকে তুমি মুক্তি দাও!

বনবীর। কে তাকে বন্দী করতে বলেছিল? আপনাদের ইচ্ছা হয়, আপনারা তাকে মুক্তি দিতে পারেন।

করমচাঁদ। সাধু বনবীর, সাধু! আমি এখনি তার কারামুক্তির ব্যবস্থা করছি।

কাঞ্জিলাল। আপনাকে রাণা বিক্রমজিৎ বন্দী করেছিল, সর্দ্দারদল তার প্রতিশোধ নিতে বিক্রমজিৎকে মুক্তি দেবে না।

করমচাঁদ। আমার আদেশেও নয়?

কাঞ্জিলাল। জানি না, হয় তো আপনার কথা আজ কেউ শুন্‌বে না।

করমচাঁদ। আজ বৃদ্ধ করমচাঁদের কথা কেউ শুন্‌বে না? আমার এত চেষ্টা, এত অধ্যবসায় সব বিফল হবে? আমি কাতরতা জানিয়ে যুক্তকরে সাশ্রুনেত্রে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্রমজিতের মুক্তি প্রার্থনা কর্‌লে তারা আজ শুন্‌বে না? কাঞ্জিলাল! এ যে আমি ধারণায় আন্‌তে পারছি না!

কাঞ্জিলাল। যাবেন না; আজ আপনার যথোচিত সম্মান রক্ষা নাও হ'তে পারে!

করমচাঁদ। ওঃ, তেজ-দর্পে তোমরা সবাই মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছ! যে একদিন এই সর্দ্দারদল গঠন করেছিল, যে একদিন তাদের শক্তি যুগিয়েছিল, যার অদম্য উৎসাহে মেবারে তোমরা গৌরব-নিশান ধ'রে আছ, আজ তার সম্মান রক্ষা কর্‌তে কৃপণতা কর্‌বে? এত সাহস তোমাদের, আজ রাণা বিক্রমজিতের হাতে শৃঙ্খল পরালে! উত্তম। বনবীর! তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে; ভুলের পশ্চাতে ছুটে এসে এই সিংহাসন অধিকার করার পরিণামটা চিন্তা ক'রো। এর জন্য আমি বিদ্রোহ কর্‌বো না; আমি আজমীরে ফিরে চল্‌লুম, সেইখানে ব'সে ভগবানের চরণে বিক্রমজিতের মুক্তিকামনা কর্‌বো। এখানে আমার স্থান নেই—এখানে আমার সে সাধনা পূর্ণ হবে না।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

যদি প্রাণের ডাকে সাধিবে প্রিয় সাধনা।
এখানে হবে না সে সুখ-ভজনা,
পুরিবে না মন-কামনা।

পাছু-বাধা হেথা অরাতি বিপুল,
রিপুদল-ছলে অন্তর আকুল,
সাধনায় যাহা মিলিবে অতুল,
নিরজনে পাবে সান্ত্বনা।

করমচাঁদ। কোথায় যাবো চারণ? বিস্মৃতি আছে কোন্ দেশে—কোন্ শান্তি-রাজ্যে?

চারণ।— গীত।

সেইখানে সেই জন্মভূমির মাটির কোলে।
বুক বেঁধে চল, মিছে ভাসা হেথা আঁখিজলে॥
দৈবের দেওয়া প্রবল মায়া কিছু নয়,
মায়াতে উদয়, মায়াতে তার হবে লয়,
মায়াবেড়ী খোলো, হাত ধ'রে চল অবহেলে॥

[করমচাঁদকে লইয়া চারণের প্রস্থান।

বনবীর। কাঞ্জিলাল! একটা দুর্নীতির বশে অনেকদূর ছুটে এসেছি। বৃদ্ধের চোখের জল মিথ্যা নয়, ওতে আগুন আছে—ওতে বিক্রমজিতের মুক্তিকামনার সত্য নিহিত আছে। আমি ভুল করেছি—তোমরাও ভুল করেছ। আমি বিক্রমজিতের ভাই, এ সত্য মন থেকে মুছে ফেল্‌বার উপায় নেই। নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে—ভাইয়ের কর্ত্তব্য দেখাতে রাণা বিক্রমজিৎকে আমি মুক্তিদান করবো।

কাঞ্জিলাল। যে মুহূর্ত্তে মুক্তিদান করবেন, সেই মুহূর্ত্তে রাজ্যমধ্যে ঘোষিত হবে, রাণা পদচ্যুত—তাঁর হীন আখ্যা নিয়ে তিনি বিতাড়িত—রাণা বিক্রমজিৎ তাঁকে শাস্তি দিয়ে কমল্মীরে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন রাণা বিক্রমজিতের মুক্তি-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপনার সাধের কমল্মীরও বিপদগ্রস্ত হবে।

বনবীর। হ্যাঁ, এও অসম্ভব নয় ! কমলমীর বাঁচুক্—থাকুক্ বিক্রমজিৎ কারারুদ্ধ হ'য়ে, এত সৌভাগ্যের সম্পদ পদদলিত করলে চিতোরবাসী আমার অক্ষমতা ধ'রে ফেল্‌বে। না—না, নিজের গৌরব ক্ষুণ্ণ ক'রে এ আধিপত্য আমি স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেবো না। আমিই চিতোরের শাসনকর্ত্তা—আমিই মেবারের রাণা।

দেবীকাবাঈ, পান্নাবাঈ ও উদয়সিংহের প্রবেশ।

দেবীকাবাঈ। না, মেবারের রাণা আমার স্বামী, আর তুমি তাঁর কাছে প্রত্যাশী পদলেহী কুক্কুর মাত্র !

বনবীর। পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর আস্ফালন উপভোগ করবার, তাতে আমায় বিচলিত করতে পারবে না।

দেবীকাবাঈ। সে অভিশাপ দিতে জানে বন্ধনকারীকে।

বনবীর। তথাপি সে নিজের কর্ম্মদক্ষতায় তৃপ্তি অনুভব করে।

দেবীকাবাঈ। তৃপ্তি ? এই সিংহাসনে ব'সে তৃপ্তিলাভ করবে তুমি আমার স্বামীকে বঞ্চিত ক'রে ? তাঁকে কারাগারে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হবে ?

বনবীর। তোমার স্বামীকে কারাগারে দিয়েছি আমি ?

দেবীকাবাঈ। তবে কে বন্দী করেছে তাঁকে ?

বনবীর। তোমাদেরই প্রিয় সর্দ্দারসঙ্ঘ।

দেবীকাবাঈ। তবে কি উদ্দেশ্যে তুমি চিতোরের সিংহাসনে ?

বনবীর। জানি না, কিন্তু সিংহাসনে বসেছি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে।

দেবীকাবাঈ। আবার সেই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে সিংহাসন থেকে নেমে আস্‌তে হবে তোমায়। পথের কুক্কুর ! দ্বিধাশূন্য হ'য়ে নতমস্তকে নেমে এসো সিংহাসন থেকে ! পদগৌরবের লালসায় জ্ঞান হারিয়ে

তুমি রাণাকে বন্দী করিয়েছ—তাঁকে কারাগারে দিয়েছ; এ অকীর্ত্তি ভগবান্ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু মেবারের রাণী দেবীকাবাঈ সহ্য করবে না।

বনবীর। কি করবে?

দেবীকাবাঈ। তোমার এ পৈশাচিক লীলার মূলে আমি কুঠারাঘাত করবো—তোমার স্বপ্নের প্রাসাদ আমি পদাঘাতে চূর্ণ করবো।

বনবীর। রসনা সংযত কর গর্ব্বিতা রমণী! তোমার রক্তচক্ষুকে ভয় ক'রে—শুধু তোমার কেন, সমগ্র চিতোরবাসীর রক্তচক্ষুকে ভয় ক'রে আমি সিংহাসনে বসি নি। আমার আত্মসম্মানে আঘাত করলে রাণা বিক্রমজিতের মত তোমারও কারাবাস অনিবার্য্য!

দেবীকাবাঈ। শয়তান! জান, আমি কে?

বনবীর। জানি, দুরদৃষ্টের তাড়নে আজ সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারিণী মাত্র!

দেবীকাবাঈ। উদয়! উদয়! পারিস্ ঐ শয়তানটার টুঁটি টিপে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনতে? আমি ওর ঐ পাপ রসনাটা খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলি!

বনবীর। কে আছ, এই উদ্ধতা নারীকে বেত্রাঘাত করতে করতে সভাগৃহের বাইরে নিয়ে যাও—

দেবীকাবাঈ। পান্নাবাঈ!—পান্নাবাঈ!—

কাঞ্জিলাল। মহামান্য বনবীর! আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'লেও রাণা বিক্রমজিতের পত্নীকে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই।

বনবীর। একটা দাম্ভিকা নারী মেবারের রাণার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে শাসন করবে—তার সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে দেবে, আর সে এই সিংহাসনে ব'সে সেই দৃশ্য নির্ব্বিকারে উপভোগ

করবে? বাঃ কাঞ্জিলাল—বাঃ! রাণী দেবীকাবাঈ! তোমার ঔদ্ধত্যে কোন ফল হবে না। এখন গ্রাসাচ্ছাদনের প্রত্যাশিনী হ'য়ে রাজপুরীতে প'ড়ে থাকো, স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে যেও না—সম্মান রক্ষা হবে না।

[সহসা কাঞ্জিলালের প্রস্থান।

দেবীকাবাঈ। পান্না! পান্না! কোথায় এসেছি—কত উচ্চ থেকে কত নিম্নে নেমে গিয়েছি! পারবো না—পারবো না উঠে দাঁড়াতে?

বনবীর। মানুষ উচ্চ থেকে নিম্নে নেমে আসে ধ্বংস হ'তে—সোপান ধ'রে রত্ন-মন্দিরে ওঠে দীর্ঘজীবন লাভ করতে।

পান্নাবাঈ। কিন্তু যত শীঘ্র উচ্চে ওঠে, তার পতনও তত শীঘ্র। এত স্পর্দ্ধা তোমার বনবীর, শঠতায় রাজ্য অধিকার ক'রে রাণা বিক্রমজিতের সর্ব্বনাশের বজ্র হাতে ধ'রে এতখানি জ্ঞানশূন্য তুমি, আজ রাজরাণীকে অপমান করতে কুণ্ঠিত নও? রাজরাণীর দাবীর কথায় পদাঘাত ক'রে তাকে শাসন করতে চাও—তাকে বন্দী করতে চাও—তাকে বেত্রাঘাতের ভয় দেখাও? তুমি মনে করেছ কি? সর্দ্দারদল তোমার পক্ষে দাঁড়ালেও, সমগ্র চিতোরবাসী তোমাকে ক্ষমা করবে না।

বনবীর। তারপর?

পান্নাবাঈ। তার পরিণামে 'কুকুরের মত তোমায় পথে দাঁড়াতে হবে—প্রয়োজন হ'লে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হবে।

বনবীর। তারপর?

উদয়। বনবীর দাদা! তুমি না আমায় সত্যিকারের ভাই ব'লে আদর করতে? তুমি না আমায় বন থেকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে এনেছিলে? তুমি না আমার দাদাকে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়ে আনন্দ করেছিলে? তুমি না আমাদের আত্মীয় ব'লে গৌরব করতে?

আজ কারাগারে আমার দাদা বন্দী, আর তুমি সিংহাসনে ব'সে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌ছো—আমার বউদিদির অপমান কর্‌ছো। আমরা বর্ত্তমানে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তুমি সিংহাসনে বস্‌বার কে?

বনবীর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও দিন দিন বুঝ্‌তে শিখেছ—তুমিও একটা কাল বিষধর তৈরী হ'চ্ছো!

উদয়। হাঁ্যা—তোমায় দংশন কর্‌তে।

বনবীর। সাবধান! বনবীরকে চঞ্চল ক'রো না; ক্ষুদ্রমতি বালক ব'লে তুমিও অব্যাহতি পাবে না।

পান্নাবাঈ। আগে নিজে বাঁচ্‌বার চেষ্টা কর। অনিয়মে দুনিয়ার গতি রুদ্ধ ক'রে মনে ক'রো না, তুমি জয়ী হ'য়ে যাবে! তোমার ভাগ্যের তারা ঊর্দ্ধে উঠেছে, সে একটা স্বপ্ন। বনবীর! পুরুষের চক্রান্তে আজ তুমি চিতোরের রাণা, কিন্তু নারীর চক্রান্তে হবে তুমি পথের ভিক্ষুক।

বনবীর। সাবধান পান্নাবাঈ! বৃত্তিভোগী দাসী তুমি, দাসীর মত নীরব থাকো।

দেবীকাবাঈ। ঐ দাসীরই আদেশ পালন ক'রে তোমায় সিংহাসন থেকে নেমে আস্‌তে হবে। দাসীপুত্র তুমি—সিংহাসন কলুষিত করা তোমার স্পর্দ্ধা! নেমে এসো—নেমে এসো সিংহাসন থেকে—

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতলসেনী। কে কাকে সিংহাসন থেকে নামাতে চাইছে? ওঃ—এখনও এত দর্প! দাসীপুত্র? দাসী? বনবীর! বনবীর! বন্দী কর—বন্দী কর স্পর্দ্ধিতা কুক্কুরীকে!

দেবীকাবাঈ। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও! কে প্রবেশ কর্‌তে

দিলে তোমায় এই প্রাসাদে? রক্ষী ছিল না? তাদের হাতে উদ্যত বেত্র ছিল না?

শীতলসেনী। ছিল—ছিল! কিন্তু তারা এখন কার আজ্ঞাবহ? ঐ বনবীরের; তারা এখন বেত্রাঘাত করবে তোমায়।

পান্নাবাঈ। তুমি মানুষ? তুমি নারী? এখনো আকাশ ভেঙ্গে তোমার মাথায় পড়লো না? এখনো সোজা দাঁড়িয়ে আছ?

শীতলসেনী। বনবীর—বনবীর—

বনবীর। কে আছো, শৃঙ্খল আনো—শৃঙ্খল আনো—

উদয়। সেই শৃঙ্খলে আজ আমি তোমায় বন্দী করবো।

শীতলসেনী। বনবীর! হত্যা কর—

বনবীর। হত্যা—হত্যা—

পান্নাবাঈ। কাকে হত্যা করবে?

বনবীর। নারীহত্যা—বালকহত্যা—

পান্নাবাঈ। রাক্ষসী সেজে আজ রুধির পান করবো তোর!

দেবীকাবাঈ। অসুরদলনের শক্তি আহ্বান কর পান্না! তাতে যদি সারা সৃষ্টিখান রসাতলে ডুবে যায়, ভয় পাস্ নি।

বনবীর। এ আমার কর্ত্তব্য—এ আমার সাম্রাজ্যশাসন।

সশস্ত্র জগমলের প্রবেশ।

জগমল। তোমার সহস্র সাম্রাজ্যশাসন, সহস্র কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এই জগমলরাও। আমিই তোমায় পথ দেখিয়ে সিংহাসনে এনেছি, আমিই তোমায় সরিয়ে দেবো; আমিই আগুন জ্বেলেছি—আমিই নিভিয়ে দেবো। তোমার রাজ্যশাসন সহ্য করবো, কিন্তু আমার মাতৃস্বরূপিণী রাজরাণীর এতটুকু অপমানে এই শত্রুবিমর্দ্দন তরবারি

দাঁড়াবে তোমারই বিরুদ্ধে। মা! অন্তঃপুরে যান; ধাত্রী! মাকে নিয়ে যাও,—আমিই রক্ষক তোমাদের।

[দেবীকাবাঈ, পান্নাবাঈ ও উদয়সিংহের প্রস্থান।

বনবীর। জগমল রাও! তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি তবে চিতোর-সিংহাসনে কি?

জগমল। চিতোর-সিংহাসনে তুমি রাণাবংশের প্রতিনিধি মাত্র! তার অতিরিক্ত তোমায় দেখ্‌তে পেলে মর্য্যাদা হারিয়ে তোমায় কমল্মীর দুর্গে ফিরে যেতে হবে। [প্রস্থান।

বনবীর। স্পর্দ্ধা—স্পর্দ্ধা! [চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।]

শীতলসেনী! বনবীর! কি পেলি এখানে, মনে থাক্‌বে?

বনবীর। পেয়েছি লাঞ্ছনা; কিন্তু তার প্রতিকারের অস্ত্র শাণিয়ে তুল্‌বো। যার প্রয়োজন ছিল না, তাই করবো। মাতৃ-মন্ত্রের ইঙ্গিতে হত্যার ছুরি হাতে ধর্‌বো। চিতোর-সিংহাসন হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবো না মা! রাজলক্ষ্মী বরণ কর্‌তে একটা হত্যা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো, তাতে বলিদান দেবো ঐ বিক্রমজিৎকে—ঐ উদয়সিংহকে। তুমি শুধু ইন্ধন দিয়ে বাতাস দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখ, যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বো সুযোগ্য সময়ে। অগ্নিতে, ঝটিকায়, বিপ্লবে চিতোরকে ত্রস্ত কম্পিত ক'রে আমি শুন্‌তে চাই একটা বিশৃঙ্খলার আর্ত্তনাদ—একটা গগণভেদী হাহাকার!

[প্রস্থান।

শীতলসেনী। এই তো আমার যোগ্য পুত্রের কথা! আমিও সর্ব্বাগ্রে দেখ্‌তে চাই, দেবীকাবাঈ বিধবা—বিধবা—বিধবা—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর-দুর্গস্থ কারাগৃহ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ বিক্রমজিৎ, দূরে প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল।

বিক্রমজিৎ। আসক্তির লীলাস্থল বৈষম্যের এ সংসারে
ভাগ্য মানবের হাত ধ'রে
কোথা হ'তে কেমনে কোথায় যায়,
কার সাধ্য বোঝে তত্ত্ব তার?
অদ্ভুত কালের গতি!
আজ যেবা রাজা,
কাল সেই পথের ভিখারী।
কত আশা, কত যে আকাঙ্ক্ষা,
কত শত মনের উল্লাস,
সব যেন স্বপ্ন সম মনে হয় আজি!
কোথায় ছিলাম? কোথা আজ চিতোরের রাণা?
কোথা রাজ-সিংহাসন, কোথা রাজ-আভরণ?
কোথা রাজদণ্ড, কোথা সে কিরীট?
রাজত্বের গর্ব্ববল, প্রতিভা-গৌরব,
শত অনুরাগ, শত সুখ-আশা,
ভ্রুকুটী-কটাক্ষে নিয়তি রাক্ষসী
যুগান্তর সৃষ্টি করি

ছিনাইয়া নিয়ে গেল সমুদায়—
রেখে গেল দগ্ধ স্মৃতির শেষ চিহ্নটুকু।

উদয়সিংহ। [নেপথ্যে] দাদা—দাদা! চিতোরের মহারাণা!—

বিক্রমজিৎ। কে? কে কাঁদে? পার্শ্বের ও কক্ষে
কাঁদিছে খাণ্ডার? প্রহরী! কে কাঁদে?

প্রহরী। কুমার উদয়সিংহ।

বিক্রমজিৎ। উদয়? ভাই উদয়সিংহ?
প্রহরী! কাতর যদ্যপি সে,
নিয়ে এসো সম্মুখে আমার;
অনভ্যস্ত কারাবাসে—দারুণ পীড়নে
মৃত্যু যদি ঘটে মোর, দেখা তো হবে না!
তাই দুটি কথা কবো—
দেখিব বারেক মুখখানি তার।

প্রহরী। সে আদেশ নাই প্রভু!
সর্দ্দারের দল কঠোর নিয়ম শুনাইয়া মোরে
রেখে গেছে দুয়ারের দ্বারী।

বিক্রমজিৎ। তাই কি—তাই কি ঠিক?
তোরাও কি বিপক্ষে আমার?
এতদিন ছিলি আজ্ঞাধীন,
বৃত্তি দিছি এতদিন, তার ফলে
এতখানি হ'য়ে গেল রাজনীতি-জ্ঞান,
আমারে অবজ্ঞা করা হ'য়ে গেল স্থির?
তাই হোক্—তাই হোক্ রে প্রহরী!
তবু কাতরে মিনতি করি,

ওরে! দেখাইতে কৃতজ্ঞতা,
কথা' রাখ্—একবার নিয়ে আয়
প্রাণাধিক ভাই মোর উদয়কুমারে!

প্রহরী। দেখি, সাধ্যমত রাখিব সম্মান তব।

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। ছিঃ-ছিঃ, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল!
উঠিত বসিত নিত্য যারা তর্জ্জনিহেলনে,
কথায় কথায় নতশির যুক্তকর হ'তো যারা,
আজি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মোর
দাঁড়াইয়া আছি তাহাদেরি করুণা-দুয়ারে!

প্রহরীসহ উদয়সিংহের প্রবেশ।

উদয়। দাদা—দাদা—[ছুটিয়া গিয়া বিক্রমজিতের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

বিক্রমজিৎ। মরি নি এখনো ভাই—বেচে আছি।

উদয়। এ কি দাদা, তোমার হাতে লোহার শৃঙ্খল? যে কর মণিমুক্তায় শোভা পাবার উপযুক্ত, সেই হাতে লৌহ-শৃঙ্খল? কে তোমায় শাস্তি দিয়েছে দাদা? প্রহরী! শৃঙ্খল খুলে দাও! [প্রহরী নীরব রহিল।] দাও—আমার আদেশ, শৃঙ্খল খুলে দাও!

প্রহরী। রাজকুমার! আমায় অপরাধী করবেন না, সর্দ্দারের দল আমায় দণ্ড দেবে। বনবীর এখন রাজসিংহাসনে, তাঁর আদেশ না পেলে কি ক'রে মুক্তি দিই বলুন!

উদয়। রাণা বিক্রমজিৎ আজ শত্রুর চক্রান্তে বন্দী, তাঁকে মুক্তি দিতে তুমি এত কাতর? এই কয়দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁরই অন্নে

তো গ্রাসাচ্ছাদন করেছ! তার একটা কৃতজ্ঞতা নেই? প্রহরী! বন্ধন খুলে দাও, তাতে তোমার অধর্ম্ম হবে না।

প্রহরী। আমারও তো জীবনের মমতা আছে কুমার! আমার স্ত্রী-পুত্র আছে—সংসার আছে, আমি দণ্ডিত হ'লে তাদের মুখ চাইবে কে কুমার?

উদয়। সে জন্য চিন্তা নেই প্রহরী! তোমার স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার আমরাই গ্রহণ করবো। রাজার মুখ চাও—অন্নদাতাকে মুক্তি দাও।

প্রহরী। কুমার! কুমার! আমার উপর কড়া হুকুম—

উদয়। প্রহরী! প্রহরী। আমি রাণা সঙ্গের পুত্র—আমি রাজ-কুমার, আজ তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে অনুরোধ করছি, আমার দাদাকে মুক্তি দাও!

প্রহরী। তার চেয়ে আমায় হত্যা ক'রে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করুন।

উদয়। প্রহরী! করুণা হবে না—দয়া হবে না?

গীত।

কাতরে তোমায় মিনতি করি, চাহ করুণায়।
মাথা নত ক'রে তোমারি দুয়ারে ধরি গো তোমার পায়॥
এত অবহেলা সাজে না তোমার জীবনে,
ধর্ম্ম রাখিতে কি ভয় তোমার মরণে,
অভাজন ব'লে বন্ধন খুলে দূর কর জ্বালা বেদনায়॥

বিক্রমজিৎ। উদয়! উদয়! ওরা নিষ্ঠুর, ওদের পায়ের তলায় প'ড়ে কাঁদলে কিছু হবে না ভাই! আমার কাছে আয়—[উদয়সিংহ কাছে আসিল।] ওরে, এ কি? এত কান্না তোর চোখে? বুকের সব রক্তটুকু জল ক'রে টেনে এনেছিস? আমার এই অবস্থায় এত-খানি প্রাণ গ'লে গিয়েছে তোর? ওরে! কাঁদিস্ নি, এই আমার

অদৃষ্ট! সংসারের এই নিয়ম—অদৃষ্টের এই শাস্তি, নশ্বরতার এই বিড়ম্বনা আমার কর্ম্মফলে আমায় বুক বেঁধে সহ্য করতে হবে, অশ্রু-জলে তার ব্যতিক্রম হবে না ভাই! জগতের বুকে শাঠ্য নিয়ে কশা-ঘাত করেছি, তার পরিণামে প্রাপ্য কুড়িয়ে নিচ্ছি।

উদয়। দাদা—[ক্রন্দন]

বিক্রমজিৎ। আমার কাছে কেঁদে কোন ফল নেই ভাই! আমায় এরা শাস্তি দিতে কারাগারে এনেছে—বনবীরকে সিংহাসনে বসিয়েছে।

উদয়। তোমায় কারাগারের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—বনবীরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তাকে শৃগাল কুক্কুরের মত বিতাড়িত করতে হবে।

বিক্রমজিৎ। অসম্ভব!

উদয়। কেন অসম্ভব?

বিক্রমজিৎ। ঐ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা কর; আমায় পালাতে দেখলে সে তার কর্ত্তব্যপালনে দ্বিধাবোধ করবে না।

উদয়। প্রহরী বাধা দিলে আমি তাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করবো।

বিক্রমজিৎ। না—না, প্রহরীর কি দোষ? উদরের জ্বালায় সে দাস্যবৃত্তি নিয়ে কর্ত্তব্যপালন করছে। একদিন আমি অর্থ দিয়েছি, আমার আজ্ঞা পালন করেছে, আজ তার অন্য প্রভু প্রতিপালক—সে তারই আজ্ঞাধীন। যাও ভাই, প্রাসাদে ফিরে যাও—আমার জীবন-নাটকের এইভাবে যবনিকাপাত হবে—এই প্রাক্তন!

দেবীকাবাঈয়ের প্রবেশ।

দেবীকাবাঈ। এ প্রাক্তন ভুল ক'রে বেছে নিচ্ছ স্বামী! আমি তোমার হাত ধ'রে এই প্রাক্তনের বাইরে দাঁড় করিয়ে দেবো।

বিক্রমজিৎ। দেবীকা! আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলুম; তোমার নিষেধ আমি শুনতুম না, আমায় এইভাবে কারাবরণ করতে হবে ব'লে। আজ কি জানি, কেন সবার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে! আমি জানতুম না, সর্দ্দারদল আমায় এ ভাবে শাসন করতে পাবে! আমি চৈতন্য হারিয়ে যে মল্লদের সংশ্রব মূল্যবান মনে করতুম, তারা যে আমায় ধ্বংসের পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এ আমি বুঝতে পারি নি। আজ তোমার পুরাতন কথা স্মরণ ক'রে আমার অনুতাপ হ'চ্ছে। হাত ধর—হাত ধর সহধর্ম্মিণী! আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও

দেবীকাবাঈ। নিজের অহঙ্কারে নীচের সংস্পর্শে আজ কত নিম্নে এসে দাঁড়িয়েছ স্বামী! আজ তোমার উদ্ধে ওঠবার পথ রুদ্ধ—মাথা তুলে চাইতে দেবে না তারা—হাতে হাতে তাদের প্রাণঘাতী উদ্যত অস্ত্র! তোমায় বাঁচাতে আমি বিশ্ব-সংসারও হারাতে চাই, কিন্তু চাঞ্চল্যে দৌর্ব্বল্যে আমি স্থির করতে পারছি না কি করবো? অসংখ্য শত্রুর হাত থেকে তোমায় আমি কি ক'রে বাঁচাবো?

বিক্রমজিৎ। তুমিই পারবে। তুমি অনেক চেষ্টা করেছ আমায় বাঁচাবার, তখন বাঁচতে চাই নি; এখন আমার সাধ হয়েছে বাঁচবার!

দেবীকাবাঈ। এসো—শৃঙ্খল খুলে দিই!

প্রহরী। মা! শৃঙ্খল খোলবার আদেশ নেই।

দেবীকাবাঈ। কার? আমার? তবে তুমিই নিজের হাতে শৃঙ্খল খুলে দাও।

প্রহরী। আমিও অক্ষম রাণী-মা!

দেবীকাবাঈ। রাণী-মা? এখনো রাণী-মা? রাজার হাতে শৃঙ্খল, তুমি তার প্রহরী; এখনো রাণী ব'লে বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা করে?

প্রহরী। কি করবো মা, আমরা হুকুমের চাকর। আজ অন্য

প্রভুর নূন খেলেও আপনি আমাদের রাণী-মা, এ কথা আমরা ভুলে যাবো না মা!

দেবীকাবাঈ। তবে ওরে রাজরাণীর সন্তান! ওরে মায়ের সেবক! আজ পুত্রের দুয়ারে মা ভিক্ষা চাইছে তার স্বামীর সম্মান—স্বামীর জীবন, হাত পেতে—ভিখারিণীর মত—গললগ্নী-কৃতবাসে। ভিক্ষা দে—ভিক্ষা দে প্রহরী! আমার স্বামী—আমার স্বামী—

প্রহরী। আর বল্‌তে হবে না মা! আর চোখের জল ফেল্‌বেন না। মহারাণার দেওয়া অন্নে জীবনযাপন করেছি, আপনার স্নেহের দান হাতে পেতে তুলে নিয়েছি, আজ তার কতকটা ঋণ পরিশোধ কর্‌তে যদি এই তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, সে আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য! দেশ-মাতৃকার সন্তান হ'য়ে মায়ের চোখের জল দেখ্‌তে পার্‌বো না। আসুন মহারাণা! আমার রাজভক্তি গ্রহণ করুন—আপনি শৃঙ্খলমুক্ত! [বিক্রমজিতের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল।]

বিক্রমজিৎ। প্রহরী! প্রহরী! বুঝলুম, এ জগতে একজন বন্ধুও আমার আছে। পুরস্কার নাও বন্ধু, আমার এই বক্ষের আলিঙ্গন—

প্রহরী। [পিছাইয়া আসিয়া] ক্ষমা কর্‌বেন প্রভু! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন—[প্রণাম]

দেবীকাবাঈ। প্রহরী! অতুলনীয় তোমার রাজভক্তি—তোমার মাতৃভক্তি। স্নেহের পুত্র! ধর্ম্মাশ্রয়ী রাজভক্ত প্রজা! মায়ের কাছে এর পুরস্কার পাবে। এখনো সাধনার ফল আছে—এখনো রাজপুত জাতির মধ্যে মানুষ আছে, তুমিই তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এসো রাজা! দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যখন জয়ী আমরা, তখন আর এই ভয়ঙ্কর কারাগৃহে দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। এসো—বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত কর্‌বার উপায় খুঁজে দেখি—[প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।]

সহসা বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। কাকে সিংহাসনচ্যুত করবে?

দেবীকাবাঈ। বনবীর! তুমি এখানে?

বনবীর। হ্যাঁ; খুবই আশ্চর্য্য হয়েছ—কেমন, নয়? শুনলুম, বিক্রমজিৎকে মুক্তিদান ক'রে রাণা সাজিয়ে সিংহাসনে বসাবার আয়োজন হ'চ্ছে, তাই সেই উৎসবের ঘটাটা দেখ্‌তে এলুম।

বিক্রমজিৎ। বনবীর! তুমিও আমার ভাই; তুমি সিংহাসনে ব'সো, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু তুমি কি আমার মুক্তি চাও না?

বনবীর। চাই; কিন্তু এ কি? হাতের শৃঙ্খল খুলে দিলে কে? বিক্রমজিৎকে মুক্তি দিতে হয়—আমি দেবো; তার পত্নী দেবীকা-বাঈকে সেই করুণা দেখিয়ে তার আসনে আমি নিজে তার গৌরব অনুভব করবো। প্রহরী! বন্ধনমুক্ত করলে কে?

প্রহরী। আমি।

বনবীর। কেন?

প্রহরী। তার কৈফিয়ৎ এই—

বনবীর। আমি কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না; হাতে শৃঙ্খল পরাও।

প্রহরী। ক্ষমা করবেন প্রভু! এতদিন শৃঙ্খলিত রাণার কারাদ্বারে প্রহরী নিযুক্ত থেকে যে পাপ সঞ্চয় করেছি, তাকে পূর্ণ মাত্রায় তুলে ধরতে আবার নূতন ক'রে পাপ সঞ্চয় করবো না।

বনবীর। এতদূর? উত্তম! তোমাকে আর প্রয়োজন হবে না; আজ থেকে তোমার বৃত্তি বন্ধ। তুমি বিদ্রোহী; এই চিতোরে থাকলে তোমার বাসভবন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

প্রহরী। আমার পক্ষে এ সুখের শাস্তি। এই ফিরিয়ে নিন্

শত্রুবিমর্দ্দন তরবারি—এই পাপ শৃঙ্খল! নিরন্ন অবস্থায় গাছের তলায় প'ড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌বো, তবু এই অস্বাভাবিক কর্ত্তব্যপালনে বৃত্তি গ্রহণ ক'রে পাপ অন্ন মুখে তুল্‌তে চাই না।

[তরবারি ও শৃঙ্খল রাখিয়া প্রস্থান।

দেবীকাবাঈ। সাধু—সাধু তুমি রাজভক্ত! তোমার এ সাধুতার পুরস্কার ভগবান নিজে তোমার হাতে তুলে দেবেন।

বনবীর। হুঁ! দেবীকাবাঈ! তুমি এখানে কেন?

দেবীকাবাঈ। দেবীকাবাঈ নয়—বল রাজরাণী!

বনবীর। সে সম্বোধন কর্‌বার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে; এখন ঘূর্ণিচক্রের নিম্নে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি।

দেবীকাবাঈ। শয়তান!

বনবীর। তা সম্ভব। উদয়সিংহ! তুমি ক্ষুদ্রমতি বালক; তোমার ভাই, আমার ভাই রাণা বিক্রমজিৎ আজ বন্দী, তাকে মুক্তি দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। এখানে এসে ভাইয়ের প্রাণে বৃথা আশা জাগিয়ে কষ্ট দিচ্ছ কেন? ধাত্রী কোথায়? তুমি তার অঞ্চল-আশ্রয়ে প'ড়ে থাকগে। এখানে আমি আছি—ভাইকে আমি দেখ্‌বো। যাও—কথার অবাধ্য হ'য়ো না।

উদয়। না—আমি যাবো না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমি দাদাকে ভালবাস না। তাঁকে মুক্তি দিলে তুমি সিংহাসনে বস্‌তে পাবে না, তাই মুক্তি দিলে না; তুমি একা পেয়ে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কর্‌বে। না—আমি যাবো না।

বনবীর। না—না, আমি তাঁকে মুক্তি দেবো! [শৃঙ্খল তুলিয়া লইয়া] এই শৃঙ্খল আমিই খুলে দিয়ে তার গৌরব অর্জ্জন কর্‌বো। আমি স্বীকার কর্‌ছি, বিক্রমজিৎকে কারাগার থেকে মুক্তি দেবো।

অন্যে মুক্তি দিলে হবে না, আমি নিজে—আমি নিজে, তাই আবার আমি শৃঙ্খল পরিয়ে দিচ্ছি! [বিক্রমজিতের হস্তে শৃঙ্খল পরাইলেন।] তোমরা যাও—দেবীকাবাঈ যাও, আমি গোপনে বিক্রমজিৎকে মুক্তি দেবো।

উদয়। মুক্তি যদি দেবে, তবে এ বন্ধনের অভিনয় কেন দাদা?

দেবীকাবাঈ। সত্যই কি মুক্তি দেবে? তবে তোমার চোখ দু'টো বিদ্যুতের মত জ্বল্‌ছে কেন? কি একটা হিংসার দাগ তোমার মুখের উপর এসে পড়্‌লো কেন? যেন কি একটা পাপ আকাঙ্ক্ষা, চঞ্চল শোণিতের উদ্দাম উন্মত্ততা তোমার চোখ থেকে আগুনের মত ঠিক্‌রে পড়্‌ছে কেন? গলিত অগ্নিতাপে পুড়ে মরার মত তবে আমার এ অশান্তি কেন? অতৃপ্ত বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে আমি সন্দেহে ডুব্‌তে চলেছি কেন?

বিক্রমজিৎ। সন্দেহ ক'রো না দেবীকা! ভাই আজ ভাইকে ভাল ক'রে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রাখ্‌ছে। আমায় বিপন্ন জেনে সে নিজের হাতে আমায় মুক্তি দিয়ে দশের কাছে গৌরব অর্জ্জন করতে চায়। আমি বনবীরকে জানি, তাকে বিশ্বাস করি; তুমিও তাকে বিশ্বাস করতে শেখো। আজ আমার অনুতাপ হ'চ্ছে, এই কারাগারে যদি খানিকটা বিষ পেতুম অথবা একখানা ছুরি পেতুম তা হ'লে নিজেকে এই অনুতাপের জ্বালা হ'তে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু বনবীরের সাধু আচরণে আজ আমার বাঁচ্‌বার সাধ হ'চ্ছে। বনবীর! তুমি ভাই—তুমি বন্ধু; সংসারে আমায় নূতন জীবন নিয়ে চল্‌তে দাও ভাই! দেবীকা! উদয়কে নিয়ে যাও।

বনবীর। হ্যাঁ—উদয়কে নিয়ে যাও; আমার জীবনের ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝ্‌তে দাও! কোন প্রস্তাব নিয়ে কেউ আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িও

না—আমার কার্য্যের কৈফিয়ৎ চেও•না—উপযাচক হ'য়ে আমায় যুক্তি দিতে এসো না।

দেবীকাবাঈ। তাই ফিরে যাচ্ছি বনবীর! যতদূর পারি, তোমাকে বিশ্বাস করবো। তোমাকে আত্মীয় ভাবতে পারি নি, কিন্তু আজ ভারত-গৌরব মেবারের বুকে দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্য তোমার কাছে আবেদন জানাচ্ছি! তুমি সিংহাসন অধিকার করেছ; যদি রাজ্যলোভের বাসনা থাকে, তুমিই রাজা হও—আমায় স্বামীর মুক্তিবিধান কর। যদি রক্ত-ক্ষুধা না থাকে, তোমার শান্তির জন্য আমি পথের ভিখারিণীও সাজতে পারি—কোন প্রতিবাদ করবো না, শুধু আমার স্বামীকে মুক্তি দাও!

বনবীর। এত বিনয়ের প্রয়োজন নেই দেবীকাবাঈ! তোমার উচ্চে ওঠা সৌভাগ্যকে এত নিম্নে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রো না। তোমার প্রত্যেকটী কথা আমার মনে থাকবে, আমি তুলাদণ্ড ধ'রে বিচার করবো।

দেবীকাবাঈ। আমার নারীত্বের অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে দিও না বনবীর! আমার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ নাও, তাতে আমি ক্ষুণ্ণ হবো না। তোমার প্রতি আমার দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ নাও আমার স্বামীর কারামুক্তি দিয়ে। আজ আমি অনেক নীচেয় এসে পড়েছি, তাই তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে, বনবীর—

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতলসেনী। এই যে, দাম্ভিকার দর্প চূর্ণ হ'তে আরম্ভ হয়েছে! এই যে অক্ষরে অক্ষরে আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফ'লে যাচ্ছে! এই যে আমার সামনে আমার তৃপ্তির উজান ব'য়ে যাচ্ছে! চাবুক মেরে আমায় রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়াবে? আজ কে চাবুক খাচ্ছে রাজরাণী?

দেবীকাবাঈ। আজ বিশ্বজগৎ ঘৃণায় আমায় দণ্ড দিয়েছেন—বিচার ক'রে রক্ত-ক্ষুধা নিয়ে আমার মাথায় বজ্র তুলে ধরেছে—আমার অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিতে আস্‌ছে! আমি ত্রস্ত—ব্যাকুলিত—অপরাধের দণ্ড গ্রহণ কর্‌তে ভয় পাচ্ছি! শীতলসেনী! শীতলসেনী! আজ মেবাররাণী তোমার কাছে করুণাপ্রত্যাশিনী; যদি তোমার নারীত্বের মূল্য থাকে, আমায় চরণপ্রান্তে আশ্রয় দাও! স্বামীর মুক্তিকামী হ'য়ে তোমার উন্নত শক্তির পাশে আমি দীনা—দুর্ব্বলা!

শীতলসেনী। হ্যাঁ, ঠিক এম্‌নিই আমি চেয়েছিলুম; ঠিক এমনিভাবে মেবারের দাম্ভিকা রাণী রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত আমার পায়ের তলায় ডালি দিতে চাইবে, এই আমি চেয়েছিলুম। যে ক্রোধবঙ্কিম চক্ষু থেকে শক্তির উন্মত্ত অহঙ্কারে ঔদ্ধত্য এসে আমার চক্ষে জলধারা বার করেছিল, তেমনি জলধারা তোমার চক্ষেও দেখ্‌তে চেয়েছিলুম। কেন? কেন আজ এ অশ্রু? চাবুক তোলো! ভেবে দেখ, আজ আমি কোথায়, আর তুমি কোথায়! চেয়ে দেখ, বিশ্বজোড়া হাসির আলোয় আজ আমার মুখখানা উদ্ভাসিত—তৃপ্তির বন্যা এসে আজ আমায় স্নান করিয়ে দিচ্ছে! আমার মহাযজ্ঞ উদ্‌যাপনের এখনও বাকি আছে

দেবীকাবাঈ। যদি বাকি থাকে, আমায় বলি দিয়ে সে অভাব পূর্ণ কর। আজ আমি কাতরা—বিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে আমি আলোড়িতা—আঘাতে আঘাতে আমার দাঁড়াবার বেলাভূমি ছন্নছাড়া হ'য়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ! বন্যার আকারে প্লাবন এসে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাক্, তাতে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হবে না, কিন্তু আমার কামনার পরিসমাপ্তি হ'লে হবে ধ্বংসের প্রতিষ্ঠা! আজ আমি নিতান্ত নিরুপায়—তোমার কাছে এক বিন্দু করুণার প্রত্যাশিনী!

শীতলসেনী। না—মা, ফিরিয়ে নাও তোমার আবেদন! আমি দাসী—দাসীপুত্র এই বনবীর! আমরা মাতা-পুত্রে নীচ—অস্পৃশ্য, আমাদের পায়ের তলায় প'ড়ে হীন আবেদনে নিজেকে কলুষিত ক'রো না। রাজরাণীর এত অধীরতা সাজে না। স'রে যাও পদতল থেকে! সহস্র আবেদনেও এখানে দয়া নেই—মায়া নেই—করুণা নেই।

পান্নাবাঈয়ের প্রবেশ।

পান্নাবাঈ। না থাকে, ও পায়ের তলায় প'ড়ে আর অশ্রু বিসর্জ্জন করবার প্রয়োজন নেই। উঠে এসো রাজরাণী! ভুবনবিখ্যাত মেবারের রাজরাণী তুমি, সেই রাণীত্বের গৌরব অবহেলা ক'রে নিজের শক্তি জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিতে বসেছ কার ভয়ে? রাণা বিক্রমজিৎ বন্দী ব'লে? বন্দীর উপর অত্যাচার করবে ব'লে? সে বন্দীর জীবন-মরণের ভার ঐ শত্রুর হাতেই থাকবে; তার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে সারা চিতোরবাসীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ঐ বনবীরকে—ঐ বনবীরের মা শীতলসেনীকে।

শীতলসেনী। বনবীরের মা শীতলসেনীকে চোখ রাঙাবার অধিকার তোমারও আছে না কি?

পান্নাবাঈ। শুধু বনবীরের মা কেন? কুটমন্ত্রে চালিত হ'য়ে যে কালনাগিনী দংশন দিয়ে বিষ ঢেলে দিতে চায়, তাকে আমি লক্ষবার লক্ষ কথা শুনিয়ে মর্ম্মে আঘাত দিতে ভুল করবো না। উঠে এসো রাজরাণী! উদয়! চ'লে এসো! বনবীরের পায়ের তলায় প'ড়ে তোমরা কাঁদতে এসেছ কেন? রাণা বিক্রমজিৎ বনবীরের বন্দী নয়—সর্দ্দারদলের বন্দী; আমি জানি, তারা মুক্তি ক'রে আজই রাণাকে মুক্তি দেবার আয়োজন করছে।

দেবীকাবাঈ। পান্না! নীচের পায়ের তলায় প'ড়ে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিলুম, তোর কথায় ক্ষত্রিয়াণীর সাহসে আমার অস্তিত্ব ফিরে পেয়েছি। যে নারী দেশের ও জাতির মর্য্যাদায় গৌরবোজ্জ্বল কুলের ধর্ম্ম রক্ষা করে আত্মবলি দিয়ে, তাকে পীড়নের ভয় দেখিয়ে বশীভূত করতে পারবে না। না—না, ভয় নেই—দুঃখ নেই—অভিমান নেই। আমি রাজরাণী, রাজরাণীর মত আজ্ঞা করছি, পরস্বাপহারী আচারভ্রষ্ট হীন লম্পটদের এইখানে এই মেবারের প্রকৃত রাজশক্তিকে ভয় ক'রে চলতে হবে—গৌরব-টীকা-পরিহিত রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজাকে মানতে হবে মাথা নত ক'রে। ব্যভিচারে নীতি ও শৃঙ্খলার অপমান করলে চিতোরেশ্বরীর খড়্গের নিম্নে নতজানু হ'তে হবে তাঁর রক্ত-ক্ষুধা নিবারণে। বনবীর! শীতলসেনী! আমার স্বামী তোমাদের বন্দী নয়; তোমরা থাকবে তাঁর সেবক—তাঁর জীবনের জন্য দায়ী। এ আমার আজ্ঞা—মেবারের রাজরাণীর আজ্ঞা, স্মরণ থাকে যেন—

[দেবীকাবাঈ, পান্নাবাঈ ও উদয়ের প্রস্থান।

শীতলসেনী। যাক্—যাক্ ওরা; যাতে আর গড়-কারাগারে প্রবেশ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করছি। আমার আদেশের যেন ব্যতিক্রম না হয়! [প্রস্থান।

বনবীর। মায়ের আদেশ কি, জান বিক্রমজিৎ?

বিক্রমজিৎ। জানি না, তবু তোমার মূর্ত্তি দেখে কতকটা অনুমান করতে পারছি। তুমি ভীষণ হ'তে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করছো কেন বনবীর?

বনবীর। প্রশান্ত সমুদ্র ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে, কেমন—এই তো দেখছো?

বিক্রমজিৎ। হ্যাঁ; কিন্তু তোমায় দেখে আমার তা মনে করা পাপ। আমি মন থেকে সে পাপ সরিয়ে দেবো। তুমি বিদ্রোহী সেজে আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ, এ আমি ভাবতে পারি না। যদি সর্দ্দার করমচাঁদ এই মুর্ত্তিতে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতো, আমি বিশ্বাস করতুম; তাকে আমি প্রহার করেছিলুম, সে কিন্তু প্রতিশোধ নেয় নি।

বনবীর। বিক্রমজিৎ! আজ যদি তোমার মণিবন্ধে শৃঙ্খল না থাকতো, যদি তোমার হাতে একখানা ছুরি থাকতো, তা হ'লে তুমি হয় তো আমার এ মুর্ত্তিকে বিশ্বাস না ক'রে সেই ছুরি আমারই বুকে বসিয়ে দিতে। কিন্তু তা হবে না বিক্রমজিৎ! সংসারে হয় তুমি মহাপাপী, নয় আমি মহাপাপী; কানের কাছে আমার নরকের কোলাহল—বৃদ্ধ করমচাঁদের প্রতিহিংসার মূর্ত্তি আজ আমাতে প্রতিফলিত! মায়ের আদেশে আজ আমি রাক্ষস! তাই এই ছুরি—

বিক্রমজিৎ। বনবীর! ঐ ছুরি নিয়ে কি করবে? আমায় হত্যা করবে?

বনবীর। ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধি করবো। ঈশ্বর তোমার মণিবন্ধে শৃঙ্খল পরিয়ে কারারুদ্ধ ক'রে আমার হাত ধ'রে সিংহাসনে বসিয়েছেন এই সিংহাসন রক্ষা করতে; পদচ্যুতির ভয়ে সতর্কতা অবলম্বন করছি—

বিক্রমজিৎ। বনবীর! বনবীর! আমি তোমার ভাই—

বনবীর। সর্দ্দারদল তা বিচার করে নি, তোমায় শাস্তি দিয়ে তারা আমার সৌভাগ্য গ'ড়ে দিয়েছে। আজ তারা যুক্তি ক'রে তোমায় মুক্তি দিয়ে আমায় সিংহাসন থেকে নমিয়ে দেবে; কিন্তু তার পূর্ব্বে এই ছুরি—

বিক্রমজিৎ। বনবীর! ক্ষমা কর; দোষ ক'রে থাকি, আমি ত্রুটি স্বীকার করছি—আমায় মুক্তি দাও!

বনবীর। মুক্তি দেবো, সে মুক্তি হবে তোমার চিরমুক্তি।

বিক্রমজিৎ। ভাই ব'লে ডাকছি—বন্ধু ব'লে ডাকছি—ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার মত তোমার কাছে যুক্তকর, আমায় নূতন ক'রে সংসারের আলো দেখতে দাও; ভগবানই জীবের জীবনদাতা, ভগবানের করুণায় আমায় জীবন ভিক্ষা দাও!

বনবীর। ভগবান? তিনি কি জানবেন এই দ্বন্দ্বভরা বুকখানার অন্তর্দ্দাহ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝি জেনেছেন! বুঝি সারা বিশ্বখানা আনন্দে আপ্লুত হ'লো তাঁর পবিত্র অমিয়ধারায় স্নাত হ'য়ে! এ কি তাঁরই ইঙ্গিত? বিক্রমজিৎ আমার ভাই—বিক্রমজিৎ চিতোরের রাণা—তাঁকে রক্ষা করতে হবে? তাই কি? তাই কি? তবে বাঁচ বিক্রমজিৎ—থাক তুমি মেবারের রাণা—হত্যার ছুরি ডুবে যাক্ ধ্বংস-সমুদ্রের অতল জলে! [ছুরি ফেলিয়া দিলেন।] এসো বিক্রমজিৎ—এসো ভাই—এসো বন্ধু! অভিমানী ভায়ের এই আলিঙ্গন গ্রহণ কর—

বিক্রমজিৎ। বনবীর—ভাই—[উভয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।]

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতলসেনী। বাঃ—চমৎকার! হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে হত্যার কয়েদীকে আলিঙ্গন করবার ধর্ম্মজ্ঞান কার মন্ত্রণায় জেগে উঠলো?

বনবীর। [সঙ্কুচিতভাবে] মা!

শীতলসেনী। না—মা নই; মা যদি, মাতৃপূজা কর ঐ বিক্রমজিতের রক্তে। তুলে নাও ছুরি! নাও—দৃঢ়মুষ্টিতে ধর—হত্যা কর, হত্যার শেষে ছিন্নমুণ্ড উপহার পাবে গর্ব্বিতা দেবীকাবাঈ।

বনবীর। [কম্পিত হস্তে ছুরি তুলিয়া লইয়া] আবার শয়তান এসেছে মাটি ফুঁড়ে রসাতল থেকে। বিক্রমজিৎ! তোমার বাঁচা হবে না। তুমি ভাই নও—বন্ধু নও—আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছি তোমায় শুধু অভিনয় দেখাতে।

বিক্রমজিৎ। সত্যই আজ সয়তান রক্ত-ক্ষুধা মেটাতে তার করাল কবল বিস্তার করেছে—আমায় মরতেই হবে। নাও বনবীর? আমায় হত্যা কর! আমি পাষাণে বুক বেঁধেছি—এ বুকে আর রক্ত নেই; যা ছিল, চোখের জলে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে।

বনবীর। মা! আমি—

শীতলসেনী। না—না, শুনতে চাই না কোন কথা; দেখতে চাই কার্য্য—দেখতে চাই পুত্রের মাতৃপূজা!

বনবীর। বিক্রমজিৎ! এ হত্যা নয়—এ মাতৃপূজা—এ মাতৃ-পূজা—[ছুরিকাঘাত।]

বিক্রমজিৎ। ঈশ্বর! ঈশ্বর! ওঃ, তুমি আরও নির্ম্মম হও—

বনবীর। মাতৃপূজা—[পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত]

বিক্রমজিৎ। ওঃ—ওঃ, কেউ কি নেই? সারা জগৎ কি মৃত্যুতে ভ'রে গিয়েছে? আঃ—আঃ—   [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

শীতলসেনী। বনবীর! বিক্রম এখনো মরে নি—

বনবীর। ছুরির এখনো তৃষ্ণা মেটে নি মা! দাঁড়িয়ে দেখবে এসো রাণা বিক্রমজিতের মৃত্যু!   [*প্রস্থান।*

শীতলসেনী। ছিন্ন মস্তক—ছিন্ন মস্তক আমার হাতে তুলে দিবি, তবে আমার শান্তি—তবে আমার প্রতিহিংসা-যজ্ঞের পূর্ণ পরিসমাপ্তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!   [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পান্নার মহল—কক্ষ।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

ও কে কাঁদে রে ঘন কালো অন্ধকারে।
চোখের জলে ভাস্‌ছে কে ওই, ডাক্‌ছে আশার রুদ্ধ দ্বারে।
কত দিনের আশায় ভরা কত যে কথা,
বলবে ব'লে দ্বারে এসে জানাচ্ছে ব্যথা,
বুঝি হয় অচেতন, আন্ রে চেতন, নিরাশ হ'য়ে যাচ্ছে ফিরে।

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। চারণ দাদা! তুমি কখন এলে?

চারণ। এই তো এলুম; তোমার মা কোথা?

চন্দন। রাণী-দিদির ঘরে; ডেকে আন্‌বো?

পান্নাবাঈয়ের প্রবেশ।

পান্নাবাঈ। ডাক্‌তে হবে না, আমি নিজেই এসেছি। আজ আমার কি সৌভাগ্য! আপনি আজ এখানে?

চারণ। বল্‌তে এলুম, ছেলেদের একটু সাবধানে রেখো, আজকের রাতটা ভাল নয়—আজ শয়তানের অন্ধকার পৃথিবী ছেয়ে নেমেছে। আমি যাই, বড় চিন্তায় আছি—

[প্রস্থান।

পান্নাবাঈ। চন্দন! তুমি এইখানে থাকো—কোথায় যেও না; আমি উদয়কে রাণীর ঘর থেকে ডেকে আনি—

[প্রস্থান।

চন্দন। মা আজ রামায়ণের গল্প বল্‌বেন; তাতে রামসীতার কথা আছে। রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা, তিনি ভায়েদের কত ভালবাস্‌তেন! মা বলেছেন, আমিও উদয়সিংহের তেমনি ভাই। আমার বড় ভাল লাগে; কতবার শুনেছি, তবু কত মধুর!

গীত।

আমি রামের মত ভাই পেয়েছি, সাধ মিটেছে ভাই হবার।
মরণ বল, জীবন বল, বন্ধু বল সেই আমার।
রামের লাগি সইবো ব্যথা, রামের দ্বারে দ্বারী,
মুছিয়ে দেবো আপন করে রামের নয়ন-বারি,
সোনার ছাতি ধর্‌বো মাথায় যত্ন ক'রে রাম রাজার।

উদয়সিংহকে লইয়া পান্নাবাঈয়ের প্রবেশ।

পান্নাবাঈ। না উদয়! আর আমাদের বাইরে থাকা চল্‌বে না; ঘুমিয়ে পড়!

উদয়। না—অমি ঘুমাবো না; আমি দাদার কাছে যাবো—

পান্নাবাঈ। এখন ঘুমোও; সকাল হ'লে আমিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।

উদয়। দাদা কারাগারে; আমার যে ঘুম আস্‌ছে না ধাত্রী-মা!

পান্নাবাঈ। ঘুমোও বাবা আমার! সর্দ্দারের দল এখন আমাদের ফটকের বাইরে যেতে দেবে না।

উদয়। কেন ধাত্রী-মা? আমরা কি চোর? আমি রাজপুত্র,

তবু সর্দ্দারের দল কেন আমাদের অপমান করে? আমাদের কষ্ট দেখ্‌তে কি তারা ভালবাসে? তবে কেন আমি রাজার গৃহে জন্ম-গ্রহণ করেছি? আমার মা নেই—বাপ নেই—একমাত্র সম্বল আমার দাদা, তাঁকে তারা বন্দী ক'রে রেখেছে। তুমি আছ, তবুও তোমার কত ভয়! আমরা কি এম্‌নি ক'রেই মরবো ধাত্রী-মা? ভগবানও কি আমাদের দেখ্‌বেন না?

পান্নাবাঈ। নিশ্চয়ই দেখ্‌বেন বাবা! বিপদে মধুসূদনই-রক্ষাকর্ত্তা—

উদয়। কই সেই মধুসূদন? তাঁকে তো দেখ্‌তে পাই না—তাঁর অভয়-বাণী তো শুন্‌তে পাই না!

গীত।

কই মা শ্রীপতি শ্রীমধুসূদন।
তাঁরে দেখি নি কেমন, শুনি নি বচন,
সুন্দর কত রূপের নয়ন।
কোন্ সাধনায় পাবো মা তাঁরে,
কি দিয়ে পূজিব কোন্ ফুলহারে,
(কিসে পাওয়া যায়)
(সেই রূপ-সনাতনে কিসে পাওয়া যায়)
(কোন্ দীপালীর আরতি দিয়ে তাঁরে পাওয়া যায়)
(মরমগলা নয়নজলে, তাই দিয়ে কি মা পাওয়া যায়)
তারে ডাকিতে জানি না, ভজিতে জানি না,
পূজিতে জানি না শ্রীচরণ।

পান্নাবাঈ। এমনি ক'রেই ডাক্‌তে হয় বাবা! শিশুর সাধনা বিফল হয় না। ধ্রুব আর প্রহ্লাদের শৈশব-সাধনা ব্যর্থ হয় নি, স্বয়ং ভগবান তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

চন্দন। ধ্রুবের গল্প বল না মা!

পান্নাবাঈ। কাল বল্‌বো—আজ ঘুমোও; তোমরা বড় কথায় অবাধ্য!

চন্দন। ভাই উদয়! আমরা ঘুমিয়ে পড়ি এসো, কাল অনেক গল্প শুন্‌বো। এখন না ঘুমুলে মা রাগ কর্‌ছে দেখ্‌ছো না!

উদয়। আচ্ছা আজ ঘুমুচ্ছি, সকাল হ'লেই কিন্তু কারাগারে দাদাকে দেখ্‌তে যাবো। তখন ধাত্রী-মা, তুমি বাধা দিলে আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না।

[উদয় ও চন্দন দুইটী স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিল।]

পান্নাবাঈ। একটু ঘুমুক্‌! এইটুকু ছেলে দাদার দুর্দ্দশায় পাগল হ'য়ে উঠেছে; কত ভুলিয়ে খাওয়াতে হয়—কত কথায় ঘুম পাড়াতে হয়। নিজের ছেলের জন্যে ভাবি না—ভাবি শুধু পরের গচ্ছিত রত্নের জন্য। ভাবনা—কি ক'রে তাকে মানুষ কর্‌বো—কতদিনে সে আপনার শরীর, আপনার মন, আপনার মঙ্গল বুঝ্‌তে শিখ্‌বে! কি বিপদই আজ তার মাথায়! তাকে যত আগ্‌লে বেড়াই, প্রাণে ততই আতঙ্কের সঞ্চার হয়। বনবীর চিতোরের রাজা—বাস কর্‌ছি এখন শত্রুপুরীতে, তাই গচ্ছিত রত্ন আগ্‌লে ব'সে আছি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে। প্রহরিণীর এ কার্য্যকুশলতা সফল কর ভগবান! চন্দন! উদয়! ঘুমিয়েছে। আহা, ঘুমুক্‌—ঘুমুক্‌—

বারীর প্রবেশ।

বারী। পান্নাবাঈ!

পান্নাবাঈ। কে? বারী? তুমি এখানে? এমন সময়ে?

বারী। একটা কথা বল্‌তে এলুম। তুমি বোধ হয় শোন নি—জান না—

পান্নাবাঈ। না, কিছু শুনি নি—জানি না।

বারী। পান্নাবাঈ! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে—

পান্নাবাঈ। কি হয়েছে বারী? যা বল্‌বে, স্পষ্ট ক'রে বল!

বারী। বনবীর হত্যা করেছে।

পান্নাবাঈ। কাকে?

বারী। কারাগারে মহারাজকে হত্যা করেছে।

পান্নাবাঈ। সে কি! মহারাজ নিহত?

বারী। হ্যাঁ, রক্তের উপর মহারাজের মৃতদেহ ভাস্‌ছে।

পান্নাবাঈ। বারী! এ কি সত্য? চিতোরে আজ এত বড় নক্ষত্রপাত হ'য়ে গেল?

বারী। ভাব্‌লে হবে না—শোকে হা-হুতাশ কর্‌লে হবে না। রাজহত্যা ক'রেও বনবীর নিরস্ত নয়; রক্তমাখা ছুরি নিয়ে ছুটে আস্‌বার সঙ্কল্প করেছে কুমার উদয়কে হত্যা কর্‌তে।

পান্নাবাঈ। এঁ্যা!

বারী। চিন্তা কর্‌বার সময় নেই—বিস্মিত হ'য়ে মাথা গুঁজে প'ড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না; কুমারকে নিয়ে পালাও!

পান্নাবাঈ। কি ক'রে পালাবো বারী? চারিদিকে শয়তানের দৃষ্টি—চারিদিকে পাহারা! যদি কেউ দেখ্‌তে পায়?

বারী। ভাব্‌বার সময় নেই! উপায় কর—উপায় কর—

পান্নাবাঈ। এক উপায় আছে বারী! তুমি কুমারকে তোল, যেন ঘুম না ভেঙ্গে যায়! বাইরের অলিন্দে একটা ফলের ঝুড়ি আছে, তাতে শুইয়ে দিয়ে লতাপাতার আবরণ দিয়ে দাও। রাজবাড়ী থেকে কুমারকে নিয়ে, বরাবর বেরীশ নদীর ধারে আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌বে। ভগবানকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তুমিই কুমারকে রক্ষা কর,

নইলে শয়তানের হাত থেকে বাছাকে আমার বাঁচাতে পারবো না।

বারী। তাই হবে; তোমার ছেলেকে নিয়ে তুমিও পালিয়ে এসো—অপেক্ষা ক'রো না। [উদয়সিংহকে তুলিয়া লইল।]

পান্নাবাঈ। মনে থাকে যেন, বেরীশ নদীর ধারে। উদয়! যাও বাবা! নিজের ঘর থেকে চোরের মত পালিয়ে যাও। ভগবান! পরের গচ্ছিত রত্নকে বাঁচাও—সে বাঁচুক!

বারী। তুমিও আর বিলম্ব ক'রো না; নদীর ধারে গাছের তলায় আমি থাকবো, বিলম্ব করলে তোমারও বিপদ।

[উদয়সিংহকে লইয়া প্রস্থান।

পান্নাবাঈ। এ ছাড়া উপায় কি? কিন্তু এই উপায়ের উপরই নির্ভর করছে কুমারের ভাগ্যপরীক্ষা। আমার হাত পা কাঁপছে; ভয় হ'চ্ছে বনবীরের শয়তানিকে—সে আমার উপর জুলুম করবে কুমারকে দেখতে না পেলে। চর পাঠাবে—ধ'রে আনবে—হত্যা করবে। তবে কি উপায় নেই? আমার এত চেষ্টা সব পণ্ড হবে? আছে—আছে, উপায় আছে। বনবীর উদয়সিংহের রক্তপান করতে চায়, নিজের পুত্রকে ধ'রে দেবো সেই ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মুখে। কিন্তু পারবো কি? সাধ ক'রে অন্তর্নিহিত রত্ন শাণিত ছুরির মুখে ধ'রে দিতে পারবো কি? পারবো—পারবো, স্বর্গগতা মহারাণীর আদেশ, আমি পারবো। স্বর্গের আশীর্ব্বাদ আমায় বুক বেঁধে ব্রত-উদ্‌যাপনের সাহস দিচ্ছে। উদয়সিংহও যে আমার পুত্র! এক পুত্রের মা আমি, প্রসব করা পুত্র বলি দিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া পুত্রের মা হ'য়ে থাকবো। চোখে জল দিও না, ভগবান! শুধু কর্ত্তব্যপালনের শক্তি দাও—সাহস দাও—অবলম্বন দাও! [চন্দনের সর্ব্বাঙ্গে চাদর ঢাকা দিল।] কে? ও কার পদশব্দ?

ছুরিহস্তে উন্মত্তবৎ বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। কই, কোথায় আমার শেষ কণ্টক?

পান্নাবাঈ। কে? একি, মহারাণা?

বনবীর। হ্যাঁ; সর্পশিশু উদয়সিংহ কোথা?

পান্নাবাঈ। কেন, তাকে কি প্রয়োজন মহারাণা?

বনবীর। বলির ডালি ধ'রে না দিয়ে শয়তান-পূজায় সিংহাসন পেতেছিল চিতোরবাসী, শয়তান পূজা পেয়ে বলির সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে। দুই বলির প্রয়োজন; কারাগারে বলি পেয়ে অর্দ্ধেক তৃষ্ণা মিটেছে, পূর্ণ তৃপ্তি হবে উদয়সিংহের রক্তে। ধাত্রী! উদয় কোথায়?

পান্নাবাঈ। না—না মহারাণা! উদয় শিশু, সে অবোধ—সে তোমার শত্রু নয়; সে সিংহাসন চায় না—সম্পদ চায় না, তাকে বাঁচাও—হত্যার ছুরি ফেলে দাও!

বনবীর। উপদেশ রাখ ধাত্রী! উদয়সিংহকে আমার সাম্‌নে ধ'রে দাও!

পান্নাবাঈ। দয়া কর মহারাণা! উদয় আমার প্রাণ—তাকে হত্যা কর্‌লে আমি বাঁচবো না।

বনবীর। উদয় তোমার কে?

পান্নাবাঈ। উদয় আমার সপ্ত সমুদ্রের রত্ন—স্বর্গের মায়ের গচ্ছিত সন্তান—আমি তার রক্ষয়িত্রী জননী।

বনবীর। রক্ষয়িত্রী জননীর এত দরদের প্রয়োজন নাই; আমার ভবিষ্যৎ তোমার দরদের চেয়ে অনেক উচ্চে। সহস্র মায়া, লক্ষ দায় পদদলিত ক'রে আমি এসেছি উদয়ের রক্তপান কর্‌তে। কই উদয়? কোথা উদয়?

পান্নাবাঈ। [স্বগত] এইবার—এইবার পান্নাবাঈ, শিরে তোর বজ্রাঘাত—সম্মুখে মর্ম্মভেদী উভয় সঙ্কট! একদিকে রাজপুত্র—সারা মেবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উদয়সিংহ, অন্যদিকে নিজের বক্ষরক্ত দিয়ে গড়া স্নেহের পুতলি চন্দন। বড় কে? আপনার কে? বুকে পাষাণ চাপিয়ে দে পান্না—মর্ম্মছেঁড়া ক্রন্দনে বুকের সমস্ত রক্ত জল ক'রে দে!

বনবীর। পান্নাবাঈ! তোমার নীরব ক্রন্দন দেখতে এখানে আসিনি। আমার শেষ কথা, উদয়কে দেবে কি না?

পান্নাবাঈ। দয়া ক'রে নিরস্ত হবে না রাণা?

বনবীর। না।

পান্নাবাঈ। একান্তই রক্তপান করবে?

বনবীর। রক্ততৃষ্ণাই যে প্রবল হ'য়ে উঠেছে!

পান্নাবাঈ। তবে—তবে—ঐ দেখ, ঐ বস্ত্রাচ্ছাদিত নিদ্রায় অচেতন—ঐ কুমার উদয়সিংহ। ঘুম ভাঙ্গিও না—অনেক ক'রে ঘুম পাড়িয়েছি; তুমি তাকে চিরঘুমের অধিকারী কর!

বনবীর। আয়—আয়—ঘুম আয়! ঘুমন্ত বিষধর জেগে উঠলে দংশন করবে। আমার কণ্টক,—আমার কণ্টক তাই এই ছুরির আঘাতে—[চন্দনের বুকে ছুরির আঘাত করিলেন, চন্দন আর্ত্তনাদ করিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল।]

পান্নাবাঈ। ওঃ, নারায়ণ—নারায়ণ—

বনবীর। শেষ—শেষ! উঃ—কি ভীষণ রক্তস্রোত! কে আন্‌লে? আমি? না—না, সয়তান—সয়তান! সে ডাকছে—কথা কইবে—মন্ত্রণা দেবে! কি—কি বন্ধু? হাত ধর—হাত ধর! কণ্টক উৎপাটন করেছি—অন্তরের শ্মশান-অনল নির্ব্বাপিত করেছি—দুশ্চিন্তার জ্বালা

হত্যার ছুরিতে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি! ক্লান্তি এসেছে— আমি দুর্ব্বল, আমার হাত ধর—আমার হাত ধর—

[উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান ।

পান্নাবাঈ। উঃ, ভগবান! কি পেলুম, কি হারালুম! যা হারালুম, তা আর ফিরে পাবো না। যা নিঃশেষ হ'য়ে গেল, তা আমার বুকফাটা চীৎকারেও ফিরে আস্‌বে না। চন্দন আর আমার কোলে উঠ্‌বে না—আর আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে না। বাবা আমার! আমি তোর রাক্ষসী মা! এমন ঘুম পাড়ালুম তোকে যে, সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না। সত্যই কি ভাঙ্গবে না? কই দেখি—কই দেখি! [চন্দনের মুখখানি একবার দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি ঢাকিয়া দিল।] না—না, দেখ্‌বো না; তীক্ষ্ণ ছুরির তলায় ফেলে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি। নিয়ে যাই বেরীশ নদীর তীরে, সেইখানে ভাল ক'রে দেখ্‌বো। [চন্দনকে তুলিতে তুলিতে] সেইখানে গিয়ে দেখ্‌বো এক মায়ের দুই সন্তান, একটি জীবন্ত—একটি ঘুমন্ত! একটিকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌বো—একটিকে শ্মশানের চিতার আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেল্‌বো! চন্দন! চন্দন! রাণাবংশ রক্ষা করতে এ তোর মায়ের কর্ত্তব্য।

[চন্দনকে লইয়া প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে দরবেশ বালকগণের প্রবেশ।

গীত।

আয়ে হো সব দুনিয়ামে আখের কো শোচ্‌না।
গিণ্‌তিকা দিন জলদ্‌ বীতেগা ফের না পস্তানা।
ঝুটা ছোড়্‌কে সাচ্চা ধর্‌, বুড়াইসে আপ্‌না আলোক কর্‌,
লালচ্‌ ছোড়্‌কে রহম করো, পর্‌কো সমঝো আপনা।
ধন দৌলত বাগিচা কোঠী, আপনা বদন্‌ভি সবহি মাট্টি,
যেসা কাম তেসা নতিজা দিল্‌কো আপ্‌না পুছ্‌না।
দুখ্‌ আরাম কুছ নেহি যুদা, কোই নেই আপ্‌না সওয়ার খোদা,
দিল লাগা কর্‌ উন্‌কা কাম, আখের উজালা দেখ্‌না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কমল্মীর দুর্গ—আশা-শার আবাস-গৃহ।

আশা-শা।

আশা-শা। কমল্মীর দুর্গে অবস্থান ক'রে আমাকেই এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ কর্‌তে হ'লো দেখ্‌ছি! প্রতিবারই বনবীরের অনুজ্ঞা-পত্র আস্‌ছে, আশা-শাই কমল্মীরের শাসনকর্তা। বনবীর চিতোর শাসন

নিয়ে ব্যস্ত—সে যেন সেখানে মধুচক্রের সন্ধান পেয়েছে! রাণা বিক্রমজিৎকে বন্দী করেছে। এত অনিয়মের পাপ মাথায় নিয়ে সে চিতোর-সিংহাসনে ব'সে সেখানে সাধারণের আদর পাবে কি ক'রে, আমি তাই ভাবছি। মা শীতলসেনীই এই গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদি এই কমল্মীরে থাক্‌তেন, তা হ'লে চিতোরের উপর বনবীরের এতটুকু আকর্ষণ থাক্‌তো না। তাঁদের পত্রের মর্ম্মে বুঝ্‌লুম, চিতোর থেকে তারা আর ফির্‌বেন না।

পান্নাবাঈ ও উদয়সিংহের প্রবেশ

পান্নাবাঈ সর্দ্দার আশা-শা!

আশা-শা। কে তোমরা ?

পান্নাবাঈ। আমি চিতোরের রাজবংশের ধাত্রী—নাম পান্নাবাঈ।

আশা-শা। পান্নাবাঈ ? হ্যাঁ—তোমার নাম শুনেছি, হয় তো তোমাকে একবার চোখেও দেখেছি! তোমার সঙ্গে ও কে ?

পান্নাবাঈ। চিতোরের রাজবংশধর—রাণা বিক্রমজিতের ভাই।

আশা-শা। তোমরা এখানে ? কি চাও ?

পান্নাবাঈ। আশ্রয়; আমার জন্য নয়, রাণা বিক্রমজিতের ভাই এই উদয়সিংহের জন্য।

আশা-শা। সহসা এ আশ্রয়ভিক্ষার কারণ ?

পান্নাবাঈ। আপনি জানেন না—শোনেন নি সব কথা! মাত্র শুনেছেন হয় তো চিতোরের রাণা বন্দী ?

আশা-শা। হ্যাঁ—তাই শুনেছি।

পান্নাবাঈ। আর কিছু শোনেন নি ? যদি না শুনে থাকেন, শুন্‌লে আপনি শিউরে উঠ্‌বেন—চোখ ফেটে জল বেরুবে। বড় দুসংবাদ!

আশা-শা। কি দুঃসংবাদ পান্নাবাঈ? বনবীর কুশলে আছে তো? মা শীতলসেনীর কোন অমঙ্গল ঘটে নি?

পান্নাবাঈ। মা শীতলসেনীর অমঙ্গল? যিনি কমল্মীর থেকে চিতোরে ছুটে গিয়েছেন ধূমকেতুর অমঙ্গল নিয়ে, তাঁর আবার অমঙ্গল? যে বনবীর সশস্ত্র ছুটে গিয়েছে চিতোর-সিংহাসন অধিকার করতে, তার আবার কুশলের অভাব? বনবীর বিক্রমজিৎকে বন্দী ক'রেও সুস্থির হ'তে পারে নি, তাই—

আশা-শা। বল পান্নাবাঈ! তাই কি?

পান্নাবাঈ। তাই সিংহাসনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভে, পূর্ণ তৃপ্তির সন্ধানে, মা শীতলসেনীর কঠোর আজ্ঞায়, কারাগারে বন্দী বিক্রমজিৎকে হত্যা করেছে।

আশা-শা। বল কি পান্নাবাঈ?

পান্নাবাঈ। বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

উদয়সিংহ। ধাত্রী-মা! দাদা বনবীর আমার বিক্রম দাদাকে হত্যা করেছে? [ক্রন্দন]

পান্নাবাঈ। চুপ কর্ বাবা! কত কাঁদ্‌বি, সারা জীবনভোর কাঁদ্‌লেও এর প্রতিকার হবে না।

আশা-শা। ওঃ, বনবীর রাজ্যলোভে এতখানি উন্মাদ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মাথার উপর এত বড় একটা বজ্রপাত হ'য়ে গেল, পূর্ব্ব হ'তে তার জন্য কেউ সাবধান হ'তে পার্‌লে না? বনবীরকে এই পাপ কার্য্য হ'তে কেউ নিরস্ত কর্‌তে পার্‌লে না?

পান্নাবাঈ। কে কর্‌বে? যারা কর্‌বে, তারা উৎকোচে বশীভূত; তারা গৃহবিচ্ছেদের দুর্ব্বলতায় অভিভূত, তারা প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে গৃহদাহের শোভা দেখ্‌তে ব্যস্ত।

আশা-শা। পান্নাবাঈ! এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—এ যে আমার স্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে!

পান্নাবাঈ। শুধু তাই নয় সর্দ্দারজী! রাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা ক'রে রক্তস্বাদে উন্মত্ত বনবীর ছুরিহাতে আমার কক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিল এই উদয়কে হত্যা করতে।

আশা-শা। তারপর?

পান্নাবাঈ। রাজবংশের ধাত্রী আমি,—মনে প'ড়ে গেল তার স্বর্গগতা জননীর গচ্ছিত রত্ন এই উদয়সিংহ আমার নিজের সন্তান হ'তে বড়! বনবীরের চক্রান্তের সন্ধান পেয়ে সেই গভীর রাত্রে ফলের ঝুড়িতে পাতার আবরণ দিয়ে উদয়সিংহকে আমি বারীর সাহায্যে বেরীশ নদীর ধারে পাঠিয়ে দিই,—উদয়সিংহ বাঁচ্লো।

আশা-শা। তারপর? বনবীর তোমায় কিছু বললে না?

পান্নাবাঈ। বল্বার অবসর দিই নি তাকে—বোঝ্বার কারণ সৃষ্টি করি নি তার। উন্মত্ত গর্জ্জনে চায় সে উদয়সিংহকে, তখন এই অভাগিনী জননী সেই গভীর রাত্রে শয্যাপরি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত নিজের সন্তানকে দেখিয়ে দিলে উদয়সিংহ ব'লে। বনবীর দেখ্লে না—বিচার করলে না, রক্তাক্ত ছুরি আমার চন্দনের বুকে বসিয়ে দিলে।

আশা-শা। ওঃ—পান্নাবাঈ! তুমি কি?

পান্নাবাঈ। আমি মানুষ—আমি ধাত্রী—আমি গচ্ছিত রত্নের রক্ষাকারিণী—আমি কর্ত্তব্যের দায়ে আত্মহারা মা।

আশা-শা। তুমি অদ্ভুত মা! তোমার এই দেবীর আদর্শ কীর্ত্তি ইতিহাসে কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

পান্নাবাঈ। এখনো আমার কর্ত্তব্যের শেষ হয় নি বীরবর! এখনো আমার উদয়সিংহ নিরাপদ নয়। ধার্ম্মিক আশা-শা! আপনার রাণার

বংশধর এই উদয়সিংহ এখন বিপদগ্রস্ত—নিরাশ্রয়। ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে আপনার হাতে এই কুমারকে দিয়ে যাচ্ছি, তাকে আপনি রক্ষা করুন, নইলে রাণাবংশ নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে।

আশা-শা। পান্নাবাঈ! আমি রাণা বিক্রমজিতের হত্যায় দুঃখিত, তোমার পুত্রের মৃত্যুতেও দুঃখিত; কুমার উদয়সিংহের এ দুর্দ্দশায় আমি কাতর, কিন্তু এর প্রতিকার করবার মত শক্তি আমার কতটুকু, তাও তুমি জান। আমি আজ্ঞাবাহী বৃত্তিভোগী মাত্র! এ কমল্মীর বনবীরের, আমি এখন তার শাসনকর্ত্তা হ'লেও সে বনবীরের অনুজ্ঞাপত্রে। আমি দায়িত্বের অধিকারী, সাম্রাজ্যের অধিকারী নই। বনবীরের অজ্ঞাতে কাউকে দান বা আশ্রয় দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ইচ্ছা থাকলেও শক্তিপ্রকাশে বাধা আছে; তাতে আমার বিপদেরই সম্ভাবনা।

পান্নাবাঈ। সর্দ্দার আশা-শা? যার ইচ্ছা আছে ভিখারীকে ভিক্ষা দেবার, যার ইচ্ছা আছে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার, কোন্ বিপরীত শক্তি সেই ইচ্ছাশক্তিকে বাধা দিতে পারে ভদ্র? দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুণ্যাত্মার আবার পাপ-আক্রমণের ভয় কিসের? পাপীর গুণগ্রাহী হ'য়ে প'ড়ে থাকা আর আপনার শোভা পায় না। কিসের দ্বিধা? আজীবন যে রাজবংশের সেবা ক'রে আস্ছেন, যে বংশের শেষ রাজপুত্র আপনার দ্বারস্থ হ'য়ে কাতরদৃষ্টিতে আপনার আশ্রয়প্রার্থী, তাকে আপনি বঞ্চিত ক'রে তাড়িয়ে দেবেন? বিপদের সন্দেহ ক'রে আশ্রিত পালন মহাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হবেন? এ তো অধর্ম্ম নয়—এ যে ধর্ম্ম; এ ধর্ম্ম আজ আপনাকে প্রতিপালন করতেই হবে। আপনি মানুষ, বনবীর আপনার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ'লেও—আপনার মাথার উপর খড়্গ তুলে দাঁড়ালেও, মানুষের আবরণ নিয়ে এই উদয়কে আশ্রয়

দিতে হবে। ধর্ম্ম ইহকালে না থাক্, পরকালেও আপনাকে রক্ষা করবে।

আশা-শা। পান্নাবাঈ! আমার জীবনগতির চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

পান্নাবাঈ। ভগবানের দেওয়া কর্ত্তব্যের পথে। এই যে আমি, আমি কি করেছি ভদ্র। এই কুমারকে রক্ষা করতে কত বড় বিপদ মাথায় করেছি বুঝে দেখুন। নিজের পুত্র—নিজের পুত্র বলি দিয়েছি সর্দ্দারজী! এর তুলনায় আর কি বিপদ মানুষের আছে? এ বলির ডালি কেন সাজিয়েছি জানেন? শুধু এই ছেলের মুখে হাসি দেখবো ব'লে। দেখুন—মুখখানি দেখুন, হাসি নেই—তপ্ত অশ্রুতে গণ্ডস্থল প্লাবিত হ'চ্ছে! তাকে আশ্রয় দিন—সে বাঁচুক্। উদয়! সর্দ্দারজীর পায়ে ধ'রে কাঁদ—আশ্রয় ভিক্ষা কর!

উদয়। সর্দ্দারজী! আমার কেউ নেই; আমায় আশ্রয় দাও—আমায় রক্ষা কর।

গীত।

আজি অভাজনে কর করুণা।
দীন ব'লে রাখ, আমি পদানত, মুছাইয়ে দাও বেদনা।
চাহি না বসন চাহি না, ভূষণ, চাহি না ভোগের বিপুল রতন,
সন্তান ব'লে নাও কোলে তুলে আর কিছু নাহি কামনা।

আশা-শা। নিরস্ত হও কুমার! ফিরিয়ে নাও তোমার অন্তর্মথিত নয়নাশ্রু। আমার মনের দ্বন্দ্ব মীমাংসার মূর্ত্তি ধ'রে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর দ্বিধা নেই আমার কর্ত্তব্যপথ চিনে নিতে; ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বন্দ্বে ছিন্ন করেছি আমি অধর্ম্মের মোহজাল—মনোবৃত্তি আমার হাত ধ'রে তুলে ধরেছে ধর্ম্মের সোপানে। সেখানে শুধু

সৃষ্টির মাধুর্য্য! সেখানে বিপদ নাই—অবিচার নাই—সত্যসনাতনের সারাভূত শ্রেষ্ঠ রূপ সেখানে ইঙ্গিত করছে, অশ্রিতকে আশ্রয় দাও—শত বাধা অতিক্রম কর—সর্ব্বনাশী রুদ্ররূপের ধ্বংসসাধন কর! ওরে শিশু! ওরে রাজপুত্র! নেমে আসুক শত বজ্র আকাশ থেকে; তবু জীবন তুচ্ছ ক'রে তোকে আমি আশ্রয় দিচ্ছি এই বুকে—এই স্নেহ-মন্দিরে! [উদয়সিংহকে কোলে তুলিয়া লইলেন।]

পান্নাবাঈ। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন; আমি আশ্বস্ত। পদপ্রান্তে এই দীন হীনার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন গ্রহণ করুন সর্দ্দারজী! [প্রণাম]

আশা-শা। ওঠো পান্নাবাঈ! আজ থেকে উদয়সিংহ আমার সন্তান-তুল্য—পরিচয় দেবো তাকে আমার ভাগিনেয় ব'লে। এসো—সঙ্গে এসো—উদয়সিংহের আবাসগৃহ চিনে যাও!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

শীতলসেনী ও বনবীর।

শীতলসেনী। বনবীর!

বনবীর। বল মা!

শীতলসেনী। একটু সুস্থ হয়েছ তো পুত্র? নিজের প্রতি ভাল ক'রে লক্ষ্য রাখ—দুর্ব্বলতা এনে অসুস্থতার সৃষ্টি ক'রো না।

বনবীর। মা! আমার কোন পীড়া নাই, অথচ আমি অসুস্থ।

শীতলসেনী। নিজেকে যত হীন মনে করবে, ততই অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে। মনে কর, তুমি মহৎ—তুমি মানুষ।

বনবীর। হ্যাঁ—সত্যই আমি নির্ভীক মানুষ; দানবের দল যে দৃশ্য দেখে ভয় পায়, আমি সাহস ক'রে সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখেছি। বুঝি আবার সেই দৃশ্য আমার সম্মুখে—সেই বিভীষিকাময় চিত্র!

শীতলসেনী। বনবীর! মুখ পাংশুবর্ণ কেন? কি দেখ্‌ছো একদৃষ্টে?

বনবীর। দেখ্‌ছি একটা শ্মশানভূমি—তার উপর সমাধি-মন্দির—সেই সমাধি-মন্দিরে বিকৃতবদনে অবস্থান করছে রাণা বিক্রমজিৎ!

শীতলসেনী। না—না, বিক্রমজিৎ নাই, মনোভ্রান্তি—মনোভ্রান্তি—

বনবীর। না—না, নিশ্চয় দেখেছি! কিন্তু আশ্চর্য্য! যাকে স্বহস্তে হত্যা করেছি—উপর্য্যুপরি আঘাত—রক্তস্রোতে ভাসমান দেহ নীরব নিশ্চল, তবু মাথা তুলে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় কি কৌশলে?

শীতলসেনী। বনবীর! রাজসভায় যেতে হবে, তোমার জন্য সকলে অপেক্ষা করছে।

বনবীর। তবু আসে! ঐ উর্দ্ধে—সম্মুখে—পশ্চাতে! স'রে যাও—স'রে যাও, সারা পৃথিবী তোমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলুক্! অস্থি-মজ্জা-হীন, শোণিতবিহীন দেহের চাঞ্চল্য নিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে কি লক্ষ্য করছো? আমি নির্ভীক; মায়াধরের মত এ মূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে হিংস্র শার্দ্দুল আকারে আমার শোণিতপানে এসে দাঁড়ালেও আমি তোমায় সামান্য একটা খেলার পুতুল মনে করি।

শীতলসেনী। বনবীর! কার সঙ্গে কথা কইছো?

বনবীর। মা! মা! শোণিত চাইছে! ওঃ—কি ভীষণ! কখনো সজল—কখনো অচল প্রস্তর, ঠোঁট কাঁপছে—অভিব্যক্তিতে ভাষার লহর ছুটছে! নীরব বেদনায় প্রকৃতির বুকে প্রমাণ করতে যায়—

শীতলসেনী। কি প্রমাণ করবে?

বনবীর। হত্যা—হত্যা করেছি রাণা বিক্রমজিৎকে—

শীতলসেনী। না—না, অস্ত্রাঘাত করেছ ভুজঙ্গের বুকে।

বনবীর। কিন্তু বিক্রমজিৎ বেঁচে আছে—আমার বুকে তার চঞ্চল ছায়া—আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় অন্ধকারের মত; দন্তাঘাতে আমার মাংস চর্ব্বণ করতে যায়—নিশিযোগে আসে দুঃস্বপ্নে—আমি কম্পিত-কণ্ঠে ডাকি "বিক্রমজিৎ!" সে বেঁচে আছে—পাণ্ডু গণ্ড বেয়ে তার অবিরাম অশ্রুধারা। মা! সে জলে আমার তৃষ্ণা মিট্‌বে না; একটু জল দাও, এই কপালে—এই বুকে—এই তৃষ্ণার মুখে—

শীতলসেনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ পুত্র! আমার কক্ষে এসো, জলপান করবে; আর কাউকে বিশ্বাস ক'রে জলপান ক'রো না। সুস্থ হ'য়ে রাজ সিংহাসনে ব'সো গে। তুমি রাজার নন্দন, সুদিন তোমার সম্মুখে। কাউকে হত্যা করেছ, এ কথা মনে রেখো না। যা করেছ, ঈশ্বর তোমার হাতে ধ'রে করিয়েছেন। এসো—জলপান করবে এসো—

[প্রস্থান।

বনবীর। না—না, শুধু আমার তৃষ্ণা নয়, বিক্রমজিতের তৃষ্ণা—পাত্রহাতে দাঁড়িয়েছে আমার সাম্‌নে! ও কে—বিক্রমের পশ্চাতে? উদয়? এত শুকিয়ে গেছ? তুমি উদয়? না—না, এ কার মুখ? কাঁদ্‌ছো? আহার্য্য চাইছো? জল চাইছো? কে আছ, সুবর্ণভৃঙ্গারে জল আন—আহার্য্য আন!

বিধবাবেশে দেবীকাবাঈয়ের প্রবেশ।

দেবকীবাঈ। জল পাবে না—পাবে সর্ব্বভুক আগুন; আহার্য্য পাবে না—পাবে শয়তানের কশাঘাত।

বনবীর। কে? দেবীকাবাঈ?

দেবীকাবাঈ। হ্যাঁ—বিধবা দেবীকাবাঈ। ন্যায়-ধর্ম্মের মহত্ত্ব নিয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পার নি; পিশাচের হিংসা নিয়ে রাক্ষসের প্রবৃত্তি নিয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করলে আমায় বিধবা সাজিয়ে! আমি জহর ব্রত গ্রহণ করতে চলেছি; যাবার সময় অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, যে সিংহাসনের জন্য আমায় বিধবা সাজিয়েছ—উদয়কে হত্যা করেছ, সেই সিংহাসন শুদ্ধ পাতালে নেমে যাবে বিষধরের অগ্নি-নিঃশ্বাসের মাঝখানে যন্ত্রণার মৃত্যুবরণ করতে।

বনবীর। জান দেবীকাবাঈ! জগতে যে অত্যাচারের কশা চালায়, মৃত্যু তাকে নাসিকাকুঞ্চনে ঘৃণা করে—সমাজ তাকে পদাঘাত করে—মৃত্যু তাকে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করে; দেবতা তাকে ত্যাগ ক'রে আয়ুক্ষয়ের অস্ত্র প্রয়োগ করে—শয়তান তাকে পরমায়ু দিয়ে উল্লাসের অমৃত কণ্ঠে ফেলে দেয়; তাই বেঁচে থেকে সমস্ত পাওনা বুঝে নেয়, আর ঋণের গণ্ডা সে ফাঁকি দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে।

দেবীকাবাঈ। বনবীর! তুমি জিতলে, না পরাজয় হ'লো তোমার?

বনবীর। এ বড় কঠিন প্রশ্ন; এর উত্তর কি জান? তোমরা শক্তিহীন,—তোমাদের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে গেল গৃহ-শত্রু বিভীষণ, শক্তির অভাবে তোমরা বাধা দিতে পারলে না। রাজ্য এম্নি ক'রেই শত্রু কেড়ে নেয়। আমিও নিষ্কণ্টক নই, আমারও শত্রু আছে—সে হয় তো এম্নি ক'রে রাজ্যখণ্ড কেড়ে নিতে গোপনে তার অস্ত্র শাণাচ্ছে! এ আমার জয় নয় দেবীকাবাঈ! এই নিভৃতে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি তোমার কাছে, এ আমার পরাজয়—সাধ ক'রে নিজের সর্ব্বনাশের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি।

দেবীকাবাঈ। তুমি স্বীকার করছো, তুমি পরাজিত?

বনবীর। হ্যাঁ—আমি স্বীকার করছি।

দেবীকাবাঈ। তবে আর আমার আক্ষেপ নেই। আমার ব'লে জড়িয়ে ধরবার আর কিছুই নেই যখন, আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি তোমার উপর আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমায় দান ক'রে, পলে পলে পাপার্জ্জিত সম্পদ লক্ষ্য ক'রে যন্ত্রণা অনুভব করতে। আমি আর কিছুই চাই না। কিছু তো আনি নি সঙ্গে ক'রে! একা এসেছি, একা যাবো—জহর ব্রত সম্পন্ন ক'রে স্বামী-সঙ্গই আমার কামনা।

বনবীর। দেবীকারাণী! একটা—একটা কথা আমার—

দেবীকাবাঈ। বল!

বনবীর। তুমি বাঁচ! আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো এই জীবনে তোমার সেবা ক'রে—তোমার পূজা ক'রে—ঠিক দেবীর মত সিংহাসনে বসিয়ে। তুমি নীচ ব'লে আমায় অপমানিত করেছিলে, সে মিথ্যা নয়; তার প্রতিশোধ নিয়েছি, সেই সত্যটুকু আমার অনাচার। আমি বুঝতে পারি নি, বুঝলে নিজেকে আমি সংশোধন ক'রে নিতে পারতুম। আমায় প্রায়শ্চিত্ত করবার আদেশ দাও!

দেবীকাবাঈ। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জন্মে জন্মে। একটা জন্মে আমার সেবা ক'রে কি করবে বনবীর? যে ভুল করেছ, সেই ভুলে আগে জগৎ সংসার ডুবে যাক্ প্রলয়-পয়োধি জলে, তারপর অকূল পাথারে আসন পেতে যোগ্য সাধনায় নিযুক্ত হ'য়ো। মানুষ চিনলে বনবীর? এ আক্ষেপ তোমার সহস্রবেগে ছুটে চলুক্, পরলোক হ'তে আমরা দেখবো তোমার স্বজাতিদ্রোহিতা—তোমার নৃশংসতার পরিণাম—তোমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত—তোমার আত্মগ্লানি—তোমার পরাজয়!

[প্রস্থান।

বনবীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—জানি তাহা;
লালসার উন্মত্ত আবেগে,
আশক্তির প্রবল তাড়নে
জানু পাতি করিয়াছি নরকের পূজা,
এ তো জানে সর্ব্বজন—জানি আমি,
তবু প্রায়শ্চিত্ত হবে না কি তার?
কে ও—কে ও আসে?

বদ্ধহস্ত খাণ্ডারকে লইয়া জগমলের প্রবেশ।

জগমল। আমি।

বনবীর। বদ্ধহস্ত ও কে?

জগমল। খাণ্ডার; অর্থপ্রিয়—বিলাসী—বঞ্চক—শঠ! বনবীর! হত্যা করা উচিত ছিল এই খাণ্ডারকে, যার জন্য রাণা বিক্রমজিৎ নীচপথগামী, যার জন্য তুমি দেবীকারাণীর কাছে অপমানিত, যার জন্য তোমার শাণিত ছুরিকায় তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন। পাপের মূল উৎপাটন না ক'রে শুধু শাখা ছেদন করেছ রাজা?

বনবীর। কি চাও তুমি?

জগমল। তোমার হাতে অস্ত্র নেই? খাণ্ডারকে হত্যা করতে বলছি!

খাণ্ডার। না—না, আমাকে হত্যা ক'রো না; হত্যাদণ্ডের চেয়ে চরম শাস্তি আমি ভোগ করেছি।

বনবীর। হত্যায় আমার আর রুচি নেই। এত বড় পাপী যদি খাণ্ডার, যাবজ্জীবন তাকে কারাগারে ফেলে রাখ, অথবা তোমাদের বন্দী—তোমরা বিচার ক'রেই তার দণ্ড দাও!

খাণ্ডার। জগমল! মানুষের যখন রক্তের তেজ থাকে, তখন সে মনে মনে ভাবে, তার সমস্ত জীবনটাই বুঝি তেজের উপর কেটে যাবে! চোখের উপর দেখেও মানুষের সে জ্ঞান-দৃষ্টি ফোটে না। কিন্তু মাথার উপর যে ভগবান আছে, তার একটা চাবুকে যে দেহের সমস্ত রক্ত জল হ'য়ে যায়, চাবুক না খেলে তা বোঝা যায় না। আমিও আজ চাবুক খেয়েছি জগমল! তোমার দয়াবৃত্তি থাকে, আমায় বিশ্বাস ক'রে দয়া কর; আর শাস্তি দেবার ইচ্ছা থাকে, তাও দিতে পার।

জগমল। পাপীর মুখে এত বিনয়ের ভাষা চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোকে দণ্ড না দিলে জগতের শিক্ষালাভ হবে না।

খাণ্ডার। আমা হ'তে জগতের শিক্ষালাভ হ'লে মনে ভাব্‌বো, একটা অপদার্থ জীব সংসারের একটা কল্যাণকর কাজে লাগ্‌লো।

জগমল। এ ধর্ম্মজ্ঞান এতদিন কোথায় ছিল? আজ মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়ে প্রাণের ভয়ে ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিস্? শোন্ নরপিশাচ! আমার প্রত্যেকটি কথার উত্তর দে! আমি সয়তানের চক্রান্তে পিতার চক্ষে কলঙ্কিত—অপরাধী হ'য়ে সংসার-পরিত্যক্ত—শয়তানের চক্রান্তে আমি নারী-নির্য্যাতনকারী! আমার জিজ্ঞাস্য, এ কলঙ্ক-অপবাদ কি সত্য?

খাণ্ডার। না জগমল রাও! এ অপবাদ মিথ্যা।

জগমল। এ মিথ্যা কে ঘোষণা করেছিল প্রকাশ্য রাজসভায় আমার সর্ব্বনাশের জন্য?

খাণ্ডার। আমি।

জগমল। পথিমধ্যে বারীপত্নীকে চক্ষু বেঁধে অপহরণ করতে গিয়েছিল কে?

খাণ্ডার। আমি।

জগমল। নিজে অপরাধ ক'রে জগমলকে দোষী করেছিলে কেন?

খাণ্ডার। নির্ব্বোধের কাজ করেছি। গ্রহচক্রে ধর্ম্মের ঢাক এম্‌নি ক'রে বেজে উঠ্‌বে, আমি তা ভাব্‌তে পারি নি।

জগমল। নিজের এই কলঙ্ক-কাহিনী দশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে উচ্চ-কণ্ঠে প্রকাশ করতে পার্‌বে? জগমলের উপর যে কলঙ্ক-অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছিলে, তা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে দণ্ডভোগ কর্‌তে পার্‌বে?

খাণ্ডার। পার্‌বো। সমস্ত অপরাধ আমার; নতমস্তকে তা স্বীকার না কর্‌লে আমি কোন দিক থেকে শান্তি অর্জ্জন কর্‌তে পার্‌বো না।

বনবীর। না—না, শান্তি নেই। জগমল! খাণ্ডারকে অন্ধকার কারাগারেই ফেলে রাখ—সেইখানে ব'সে নয়নজল নিক্ষেপ ক'রে নিরম্বু উপবাসে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মরুক্, তবে যদি এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

জগমল। রাণা বিক্রমজিৎকে নীচগামী করার অপরাধে খাণ্ডারের কারাদণ্ড হয়েছে—সে এখনও মুক্ত নয়; কিন্তু তার জন্য কি নূতন দণ্ড আবিষ্কার করতে পার তুমি? কিছুই পার না! কেন পার না, জান? তুমি খাণ্ডারের চেয়েও অপরাধী—তুমি রাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা করেছ—উদয়সিংহকে হত্যা করেছ। কারাগারে ফেলে খাণ্ডারকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান দেবার পূর্ব্বে বনবীর! নিজের প্রায়শ্চিত্ত কিসে, তারই বিধান সংগ্রহে সচেষ্ট হও।

খাণ্ডার। জগমলরাও! কর্ত্তব্যপরায়ণ বীর! একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার এই হাতের শৃঙ্খল খুলে দাও—রাণা বিক্রমজিতের হত্যা-কারী এই রাক্ষস বনবীরের রক্তপান ক'রে জীবনের সকল সন্তাপ-জ্বালার অবসান করি! রাণা বিক্রমজিতের আর্ত্তনাদ এখনও আমার

কানে বাজ্‌ছে! আমি পাশের ঘর থেকে শুনেছি—সে কি আর্ত্তনাদ! হাতের শৃঙ্খল ছিন্ন করবার চেষ্টা করেছি—পারি নি। তখন বুঝ্‌লুম, মানুষের শক্তির গর্ব্ব কিছুই নয়, যদি ভগবানের করুণা অর্জ্জন করা না যায়।

জগমল। এখন কারাগারে চল খাণ্ডার! আর বনবীর! সর্দ্দারদল তোমার কাছে রাণা বিক্রমজিতের হত্যার কৈফিয়ৎ চাইবে,—প্রস্তুত হও তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে, কারণ রাণা বিক্রম-জিৎকে হত্যা করবার জন্য তোমায় সিংহাসনে বসানো হয় নি।

[খাণ্ডারকে লইয়া প্রস্থান।

বনবীর। কৈফিয়ৎ কে দেবে? আমি না ঈশ্বর? কুটিলতার আগুনে আমার তরল মনকে গলিয়ে শয়তানের ছাঁচে ঢেলে হাতে হত্যার ছুরি দিয়েছিলে; হত্যা করেছি আমি, কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবে ঈশ্বর। বিজয়-নিশান উড়িয়ে দিয়েছি প্রাসাদশিখরে, সে তো ঈশ্বরেরই অনুকম্পায়। ঈশ্বরে সন্দেহ আমার নেই; প্রয়োজন হয়, সন্দেহভঞ্জন করুক্ চিতোরবাসী, ভগবানের প্রেরণা নিয়ে তারাই আমার হাত ধ'রে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়েছিল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশা-শার বাসভবনের তোরণদ্বার।

তীর-ধনুকহস্তে উদয়সিংহের প্রবেশ।

উদয়। চলিয়াছে জীবনের গতি!
কোন ছলে, কাহারো ইঙ্গিতে
নিয়তি-চালিত এই গতি রুদ্ধ নাহি হবে।
সপ্ত বর্ষ এই ভাবে হইল অতীত,
নাহি আর বালক উদয় আমি;
শৌর্য্য-বীর্য্য ল'য়ে যোগ্য কার্য্যে
সুযোগ্য বয়সে উপনীত আজি।
কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনা—
রাজার কুমার আমি,
বাস মম পরগৃহে,
পর-অন্ন নিত্য তুলি মুখে!
অগ্রজের হত্যাকারী তস্কর অধমে
শাসন না করি, নিজে আমি তস্করের প্রায়
কমল্মীরে আছি লুকাইয়া
দিয়ে পরিচয় আশা-শার ভগ্নীর তনয়—
নাম [illegible]। কত কাল—
কত কাল পিতৃরাজ্য না করি উদ্ধার,

তস্করের মত লুকাইয়া রবো
জগতের অন্ধকারমাঝে?
এর চেয়ে শতগুণে শ্রেয়ঃ
কৃতান্তের করে আত্মসমর্পণ।

আশা-শার প্রবেশ।

আশা-শা। কুমার উদয়সিংহ। কেন—
কি কারণে তোরণদুয়ারে তুমি?

উদয়। হে মাতুল!
বাৎসরিক ক্রিয়া আজি পিতার তোমার,
কত দূরদেশ হ'তে আসে নিমন্ত্রিত,
অভ্যর্থনা হেতু সবাকার
আছি দাঁড়াইয়া তোরণদুয়ারে।
বিশেষতঃ চিতোর হইতে আসিবেন যাঁরা,
তাঁহাদেরি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য আমার।

আশা-শা। কিন্তু কারো কাছে নাহি দাও সত্য পরিচয়;
বহুজন জিজ্ঞাসিবে কৌতুহলে,
কিবা নাম—কোথা ধাম—কাহার নন্দন,
কহিও সবারে কেশরকেতন নাম—
আশা-শার ভাগিনেয়।

উদয়। হে মাতুল! আসিবে তো বনবীর?

আশা-শা। আসিবে নিশ্চয়।

উদয়। মাত্র তারে দিব পরিচয়—
নাহি আমি ভাগিনেয় আশা-শার,

কেশরকেতন নহে নাম মম ;
ছদ্ম পরিচয় ফেলে দিয়ে দূরে,
অস্ত্র ধরি করে তস্করে শাসিতে
বিক্রমী উদয়সিংহ বলি দিব পরিচয় ।

আশা-শা । না কুমার ! যাহে বিপদ বাড়িবে মোর,
হেন কার্য্য নাহি কর সম্পাদন ।
অবস্থা বিশেষে যদি হয় প্রয়োজন,
আমিই খুলিয়া দিব ছদ্মনাম তব—
দশের সম্মুখে
আমিই ডাকিব কুমার উদয় নামে ।
যুক্তিবলে স্থির বুদ্ধি নিয়ে
স্বকার্য্য সাধিতে হবে,
নহে হবে হিতে বিপরীত !
অস্ত্রহাতে কেন তোরণদুয়ারে ?
অস্ত্রধারী হ'য়ে নহে রীতি অভ্যর্থনা করা ।

উদয় । বনবীর-অভ্যর্থনা শুধু
হবে এই শায়ক-সন্ধানে ।

আশা-শা । না উদয়, আমি তায় হবো অপরাধী ।

উদয় । অপরাধী কেন হবে তুমি ?
অন্ধকার কারাগৃহে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে
বনবীর নৃশংস ঘাতক
পশু সম বধিয়াছে অগ্রজে আমার,
প্রতিশোধে তার
আমি যদি হত্যা করি তারে,

অন্যে কেন হবে অপরাধী?
যত পাপ যত অপরাধ
নিজে আমি লব শির পাতি।

আশা-শা। ধৈর্য্যহারা হ'য়ে অবাধ্য কি হইবে আমার?

উদয়। রাজ্যচ্যুতকারী ভ্রাতৃহন্তা
মহা অরি পাইয়া সম্মুখে
কোন মতে ফিরাতে পারি না আঁখি,
যতক্ষণে বক্ষরক্ত তার ধারায় ধারায়
মৃত্তিকার শুষ্ক বক্ষ সিক্ত নাহি করে।

আশা-শা। কুমার! কুমার! শান্ত হও;
চপলতাবশে চঞ্চল হইলে
পণ্ড হবে সর্ব্ব ব্রত মম—
বাঁচাইতে পারিব না জীবন তোমার!

উদয়। হে মাতুল! এত হীনভাবে
জগতের বুকে বাঁচিতে চাহি না আমি।
চপলতা দেখ যাহা মোর—নহে বালকের;
বাল্যকাল হ'তে মন্থনে মন্থনে
যৌবনের শক্তি-সাধনায়
অন্তরের ক্ষত পূর্ত্তরেখামাঝে
বিষ-সিন্ধু হয়েছে সৃজিত
ঢেলে দিতে অরাতির মুখে।
যদি দোষী আমি,
দেহ গো বিদায় মোরে,
সর্ব্বভার হ'তে রক্ষা পাও তুমি;

অকৃতজ্ঞ পরের সন্তান হ'তে
কেন তুমি লোকচক্ষে হবে অপরাধী ?

আশা-শা। রে উদয় ! বিপদ শিয়রে তুলি
প্রাণ তুচ্ছ করি আশ্রয় দিয়াছি তোরে,
আজ তোরে ছেড়ে দেওয়া ধর্ম্ম কি আমার ?
তাই হবে—তাই হবে বৎস !
আজি সভাগৃহে নিমন্ত্রিত সর্ব্বজন পাশে
মহারাণা সঙ্গের পুত্র উদয়সিংহ বলি
পরিচিত করাবো তোমারে, সাধ তোর
হোক্ সম্পূরণ। কিন্তু এক কথা—
অনুরোধ জেনো সে আমার,
শত বাক্যবাণে বিদ্ধ কর বনবীরে
নাহি ক্ষতি তার,
কিন্তু কমল্মীরে হত্যা নাহি কর তারে।

উদয়। উত্তম ; করিনু প্রতিজ্ঞা—
বনবীরে হেথা হত্যা না করিব ;
এই তোরণদুয়ার হ'তে মাত্র উষ্ণীষ তাহার
শরবিদ্ধ করি ফেলিব ভূতলে।

আশা-শা। কিন্তু মনে রেখো, তাহারও অভ্যর্থনা-ভার
ন্যস্ত হ'লো তোমারি উপর।

[প্রস্থান।

উদয়। মৃত্যুমুখী শয়তান
বিষধর পুচ্ছে করিয়াছে পদাঘাত—
পৃষ্ঠে তার করিয়াছে পাদুকা প্রহার,

আজি দংশনের জ্বালা ল'য়ে বুকে
লেহন করিতে হবে সেই সে পাদুকা।

ও কে, অশ্ব হ'তে অবতরণ ক'রে তোরণদ্বারের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে? বনবীর? ঐ বনবীর? যাও সুতীক্ষ্ণ শায়ক, বনবীরের উষ্ণীষ ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ কর। উষ্ণীষের গৌরব নিয়ে তাকে কমল্মীর দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে দেবো না—এ দুর্গ আমারই অধিকারে। [শরনিক্ষেপ] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ পরীক্ষা—আমি লক্ষভ্রষ্ট হই নি।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। তুমি এই তোরণদ্বারের প্রহরী?

উদয়। না—আপনার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত।

বনবীর। কে তুমি?

উদয়। আমি আশা-শার ভাগিনেয়।

বনবীর। আশা-শা কোথায়?

উদয়। প্রয়োজন থাকে, আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারি

বনবীর। না—তাকে এইখানে ডাকো।

উদয়। আপনিই আমার সঙ্গে আসুন।

বনবীর। না; এইখানে দাঁড়িয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো, সে কি আমার সঙ্গে শত্রুতা কর্‌বার জন্য তার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষ্য ক'রে আমায় নিমন্ত্রণ করেছে?

উদয়। সেরূপ কোন নিদর্শন দেখেছেন না কি?

বনবীর। হ্যাঁ—দেখেছি; তোরণপ্রবেশের পথে আমার শিরস্থিত উষ্ণীষে কে শর বিদ্ধ করেছে।

উদয়। বলেন কি? তার পর?

বনবীর। উষ্ণীষ ভূপতিত।

উদয়। তার পর? সে উষ্ণীষ আপনি তুলে নিলেন না?

বনবীর। না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরসন্ধানীর সন্ধান না হয়, ততক্ষণ উষ্ণীষ সেইখানেই প'ড়ে থাকবে; সন্ধানীর রক্তে উষ্ণীষ সিক্ত ক'রে মর্য্যাদার শিরস্ত্রাণের মত মাথায় ধারণ করবো। সন্ধান কর যুবক সেই গুপ্ত ঘাতকের। মনে হয়, আমার শির লক্ষ্য ক'রেই সে অস্ত্র ত্যাগ করেছিল।

উদয়। কেন মহারাজ? কে আপনার শির চায়? ভগবান আপনাকে চিতোরের অধীশ্বর করেছেন, এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী যিনি, তাঁর শির লক্ষ্য ক'রে অস্ত্রত্যাগ চরম বিদ্রোহিতার পরিচয়।

বনবীর। কিন্তু আমার মনে হয়, সে বিদ্রোহী তুমি; তোমার হাতে শর-শরাসন, শরত্যাগে বিদ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছ তুমি।

উদয়। সে কি মহারাজ? আপনার অভ্যর্থনার জন্য যুক্তকরে আমি তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে। আমার উপর এরূপ সন্দেহ করলে আমার মাতুল আশা-শা আপনারই উপর ক্রুদ্ধ হবেন। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন; আসুন—আসুন, আগে আপনাকে আমার মাতুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিই।

বনবীর। বাচালতা পরিত্যাগ কর। সত্য বল, তুমি কে?

উদয়। পরিচয় আমি দিয়েছি; তাতে আপনি সন্তুষ্ট না হন, আপনিই বলুন আমি কে?

বনবীর। হ'তে পার তুমি আশা-শার ভাগিনেয়, কিন্তু তোমার পিতৃ-গৃহ কোথায়?

উদয়। পিতৃ-গৃহ? যেখানে সুবিচার নাই, আছে শুধু রাশি রাশি অত্যাচার, যেখানে সম্প্রীতি নাই, আছে শুধু বিদ্বেষিতার করাল-মূর্ত্তি,

যেখানে প্রেমের বন্ধন নাই, আছে শুধু হিংসার তাণ্ডবলীলা, যেখানে শান্ত নাই—ধর্ম্ম নাই, আছে শুধু রক্ত নিয়ে খেলা, আমার পিতৃ-গৃহ সেইখানে মহারাজ !

বনবীর। তোমার কথা তো বেশ বুঝ্তে পার্লুম না।

উদয়। আপনি চিতোরের মহামান্য অধীশ্বর, আমার জন্মভূমি পিতৃ-গৃহের উপর বিপদ-ঝঞ্ঝা বোঝ্বার শক্তি আপনার নেই। আমি জগতে পিতৃ-মাতৃহীন সন্তান, আমার চিন্তা নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না। আপনি শুধু চিন্তা করুন, কে আপনার এমন শত্রু বর্ত্তমান যে, আপনার শির লক্ষ্য ক'রেও মাত্র শিরস্থিত উষ্ণীষটী শরাঘাতে মাটিতে নিক্ষেপ করে।

বনবীর। তুমি জান, কে সেই শত্রু ?

উদয়। হয় ত চেষ্টা ক'রে সে শত্রুকে আপনার কাছে ধ'রে দিতেও পারি। আপনি আমার মাতুলের সঙ্গে আগে সাক্ষাৎ করুন।

বনবীর। না—আগে আমি আমার গুপ্ত শত্রুকে দেখ্তে চাই ! রাজসম্মান নিয়ে তোমার মাতুলের কাছে অভ্যর্থনা আদায় করা আমি এখন প্রয়োজন মনে করি না।

উদয়। আমি দেখ্ছি আপনার সাহসের সম্পূর্ণ অভাব ; শত্রুকে ভয় ক'রে আর এক পদও অগ্রসর হবার ক্ষমতা আপনার নেই। শত্রুকে ভয় করে কারা ? যাদের শত্রুদমনের শক্তি নেই। আসুন—নির্দ্দিষ্ট ভবনে আমার সঙ্গে নির্ভয়ে আসুন ; আপনার জীবনের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

বনবীর। উত্তম !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলমীর দুর্গ—সভাগৃহ।

জগমল ও কাঞ্জিলাল।

জগমল। আশা-শার ভাগিনেয়কে দেখ্‌লে কাঞ্জিলাল?

কাঞ্জিলাল। দেখ্‌লুম; দেখে পর্য্যন্ত ভাব্‌ছি কোথায় ছিল এই যুবক, আজ আশা-শার ভাগিনেয়রূপে তার সংসার জুড়ে ব'সে আছে?

জগমল! আজ সাত বৎসরের কথা, তোমার মনে পড়ে রাণা বিক্রমজিতের হত্যার কথা?

জগমল। সে ভীষণ হত্যাকাণ্ড ভুলি নি কাঞ্জিলাল? মানুষ যে মানুষকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা কর্‌তে পারে, এ চিন্তা এখনও মন থেকে দুরীভূত হয় নি। উদয়সিংহকে পর্য্যন্ত হত্যা করেছে।

কাঞ্জিলাল। এ হত্যার জন্য আমরাই কিন্তু অনেকটা দায়ী। আমাদের আশা ছিল, রাণা বিক্রমজিতেব চরিত্র সংশোধন ক'রে তাঁকে খাঁটী মানুষ গ'ড়ে তুল্‌বো—উদয়সিংহকে চিতোরের অধীশ্বর ক'রে দেশে শান্তিস্থাপন কর্‌বো, কিন্তু বিদ্রোহ ক'রে বনবীরকে চিতোরের লোভ দেখিয়ে আমবা নিজেবাই নিজেদের সে আশার মূলে কুঠারাঘাত করেছি। একটা মহাভুলে ভীষণ রক্তস্রোতে আজ চিতোর-রাজপ্রাসাদ ভেসে চ'লে গেল।

জগমল। কিন্তু কাঞ্জিলাল! বনবীর কি সত্যই উদয়সিংহকে হত্যা করেছে ব'লে মনে হয়?

কাঞ্জিলাল। তোমার কি সে বিষয়ে এখনো সন্দেহ আছে? বনবীর তার বিষাক্ত ছুরিখানা উদয়সিংহের বুকে আমূল বিদ্ধ করেছিল,

সে কি উদয়সিংহের পরমায়ু বাড়িয়ে তুল্‌তে? পান্নাবাঈ কি মিথ্যা কথা ক'রে তার শবদেহ শ্মশানে জ্বালিয়ে দিয়েছে? তা যদি হয়, তা হ'লে এ একটা ভোজবাজি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

জগমল। আমার কিন্তু মনে হয়, ঐ যুবক আশা-শার ভাগিনেয় নয়।

কাঞ্জিলাল। তবে কে?

জগমল। উদয়সিংহ।

কাঞ্জিলাল। তার শবদেহ জ্বালিয়ে দেবার পর উদয়সিংহ বেঁচে আছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

জগমল। সত্য বটে! কিন্তু কাঞ্জিলাল! আমায় প্রণাম ক'রে যুবক যখন আমার মুখের দিকে চাইলে, আমি দেখ্‌তে পেলুম তার চোখ দুটিতে সেই শৈশবের চাহনি ফুটে উঠ্‌লো; কথা কইলে না, কিন্তু চক্ষু দুটী জলে ভ'রে উঠ্‌লো—মাটিতে জলবিন্দু পড়্‌তে না দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে গোপনে চক্ষু মুছ্‌তে আমার সাম্‌নে থেকে পালিয়ে গেল। আমি ডাক্‌তে যাচ্ছিলুম উদয়সিংহ ব'লে, কিন্তু সে অবসর দিলে না।

কাঞ্জিলাল। উদয়সিংহ যদি বেঁচে থাকে, পান্নাবাঈ তবে রোদন-বিহ্বলা হ'য়ে কার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল?

আশা-শা ও করমচাঁদের প্রবেশ।

আশা-শা। আসুন—আসুন! আপনি যে এমনভাবে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সুদূর আজমীর থেকে ফিরে আস্‌বেন, এ আমি ধারণায় আন্‌তে পারি নি। আমি বহু ভাগ্যবান, তাই আমার নিমন্ত্রণ-সভায় আপনি যোগদান কর্‌বার অবসর পেয়েছেন।

জগমল। পিতা! পিতা! হতভাগ্য সন্তানকে মার্জ্জনা করুন!

করমচাঁদ। জগমল? কিসের মার্জ্জনা চাইছ?

জগমল। আমি নির্দ্দোষ—আমি বারি-পত্নীর উপর অত্যাচার করি নি পিতা! অত্যাচারী—খাণ্ডার—সে নিজের মুখে বনবীরের সম্মুখে দোষ স্বীকার করেছে—সে দণ্ড পেয়েছে আজীবন কারাবাস।

করমচাঁদ। কিন্তু বিক্রমজিতের হত্যার অপরাধ? সে অপরাধের মার্জ্জনা করবে কে? স্বয়ং বিধাতারও শক্তি নেই, এমন অপরাধীকে মার্জ্জনা করবার। তোমরাই তাকে কৌশলে বন্দী করেছিলে—তোমরাই বনবীরকে হাতে ধ'রে চিতোরে নিয়ে গিয়েছিলে—তোমরাই বনবীরের সহায় সম্পদ হ'য়ে তাকে প্রলুব্ধ ক'রে তুলেছিলে। তোমরাই সাজিয়ে দিয়েছিলে তার সম্মুখে হত্যা-যজ্ঞের উপাদান—সে একখানা ছুরি হাতে নিয়ে চিতোরের শেষ আশার মূলে আঘাত বসিয়ে দিলে।

জগমল। আমাদের সে উদ্দেশ্য ছিল না পিতা!

করমচাঁদ। ক্রোধে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়েছ, পরিণামে অনুতাপ ছাড়া কি, পাবে আর এই দুনিয়ায়? জগমল! মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকবে, আমার নিজ হস্তে গড়া একটা সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান তুমি ছেলেখেলায় ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছ।

জগমল। তার ফলও তো ভোগ করছি পিতা; বুক ভ'রে গিয়েছে হত্যার আতঙ্কে; চারিদিকে হত্যার তাণ্ডবলীলা। এ যন্ত্রণা ভোগ করছি আপনারই নিঃশ্বাসে পিতা! আমাদের এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে আমাদের অভিশাপ দিলে হবে না পিতা! আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের ছেলেখেলা মিথ্যাই হোক্—মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

উদয়সিংহের প্রবেশ।

উদয়সিংহ। কিন্তু মহারাজ বনবীর অকারণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন তাঁর নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য।

করমচাঁদ। বনবীর কোথায়?

আশা-শা। তিনি এই দুর্গেই অবস্থান করছেন; এসে পর্য্যন্ত মানসিক সুস্থ নন।

করমচাঁদ। হ'তেই হবে, যে হেতু অন্তরে অনুতাপের সৃষ্টি হয়েছে।

উদয়সিংহ। মহারাজ বনবীরের ধারণা, এখানে তাঁর গুপ্ত শত্রু বর্ত্তমান—তিনি ভুল করেছেন কমল্মীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে এসে। এখনি এই মুহূর্ত্তে তিনি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চান।

করমচাঁদ। কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে সে? সে মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে শেষ হবে না—প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জন্মে জন্মে।

আশা-শা। মহাত্মা করমচাঁদ! আপনি উত্তেজিত হবেন না, স্থির মস্তিষ্কে এর প্রতিকার করুন; আপনার চিত্তস্থৈর্য্যের উপর চিতোরের শুভাশুভ নির্ভর করছে।

কাঞ্জিলাল। চিতোরের শুভাশুভ আপনারও উপর নির্ভর কর্‌ছে আশা-শা। আপনি বলুন, এই যুবক সত্যই কি আপনার ভাগিনেয়?

আশা-শা। হ্যাঁ—আমার ভাগিনেয়।

জগমল। পিতা! আপনি একবার দেখুন এই যুবককে, এই মুখখানি পূর্ব্বে আর কখনো দেখেছেন কি? এই চক্ষু দুটি আর কখনো আপনার দৃষ্টিপথে এসেছিল কি?

করমচাঁদ। কই, দেখি—দেখি!
হ্যাঁ—হ্যাঁ, পরিচিত যেন এই মুখ!
সেই প্রশস্ত ললাট—সেই যুগ্ম ভুরু—
সেই বঙ্কিম নয়ন, এ কি ভুলিবার?
আমারো নয়নে জল, তবু যেন
স্মৃতির আলোকে দিয়ে যায় পরিচয়।

এ কি যুবক!
কেন তোমার সজল নয়ন?
কোথা ব্যথা? না—না, ভুল ক'রে
নানা কথা কয়েছি তোমারে।
বান্ধব আশা-শা!
শান্ত কর ভগ্নীপুত্রে তব।

আশা-শা। কেশরকেতন! যাও—যাও,
দেখ গিয়ে বনবীর মহারাজে;
সেবাভার তার তোমার উপর,
দেখো যেন ত্রুটি নাহি হয় কোন।
অকারণ অশ্রু কেন চোখে?
মুছে ফেল নয়নের জল।

উদয়। হে বৃদ্ধ সর্দ্দার! বড়ই দুর্ব্বল আমি;
স্নেহ পেলে কারো কাছে
কিম্বা মিষ্ট আলাপনে,
আপনি ঝরিয়া পড়ে নয়নের জল।
দেহ অনুমতি সবে,
সেবা যত্ন করিগে রাজার।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। থাক্—থাক্, রেখে দাও লৌকিক সাধুতা।
সেবা-যত্নে তব প্রতিপদে কূট ব্যঙ্গভরা,
সুবিজ্ঞ আশা-শা! অনভিজ্ঞ ভগ্নীপুত্রে তব
জেনে শুনে কেন দিলে সেবা-যত্নভার,

সম্মানের ভণিতা দেখায়ে
অসম্মানে জর্জ্জরিত করিবারে মোরে ?

আশা-শা। কেশরকেতন। তুমি অপমান করিয়াছ
মহামান্য রাণা বনবীরে ?

উদয়। না মাতুল! শির হ'তে শিরস্ত্রাণ
ভূতলে পড়েছে খসি কার শরাঘাতে,
সেই হ'তে প্রতিক্ষণে প্রতিকার্য্যে মম
সন্দেহ করিছে রাণা।
কিন্তু শুন মহারাজ! আমি জানি,
মন যার তস্করবৃত্তিতে ভরা,
সংসার জুড়িয়া সেই দেখে শুধু তস্করমূরতি।

বনবীর। আশা-শা! আশা-শা!
শান্ত কর ভগ্নীপুত্রে তব,
নহে শুভ নহে পরিণাম।

উদয়। কত শুভ ব'য়ে গেছে এ ক্ষুদ্র জীবনে,
শুভাশুভ কি দেখাবে আর ?

আশা-শা। কেশরকেতন! শান্ত হও—শান্ত হও!

উদয়। না—না, কিসে শান্ত হবো ?
কোন্ অপরাধে এ লাঞ্ছনা মোর,
তাহাই বুঝিয়া লব চিতোর-ঈশ্বর পাশে।
কেন, করি নাই যুক্তকরে অভ্যর্থনা ?
দিই নাই বিশ্রামের আসন পাতিয়া ?
নিজ হস্তে ধরি নাই জলের ভৃঙ্গার
হস্ত-পদ প্রক্ষালন হেতু ?

দিই নাই সম্মুখে তোমার মিষ্টান্নের থালা,
শীতল পানীয় আর সুগন্ধি তাম্বুল?

বনবীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দিয়েছিলে
বিদ্রূপ-ভাষায় আর তাচ্ছিল্য-দৃষ্টিতে।

উদয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই প্রাপ্য তব।

বনবীর। তবে তুমিই সে গুপ্ত শত্রু মোর ;
শির হ'তে উষ্ণীষ আমার
শরাঘাতে ভূতলে ফেলিলে তুমিই নিশ্চয়!

উদয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি ;
কিবা সাধ্য তব প্রতিকার করিতে তাহার?

আশা-শা। কেশরকেতন! কেশবকেতন!

বনবীর। তবে হত্যা—হত্যা—
হত্যা-যজ্ঞ শেষ নহে মম।

[উদয়সিংহকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলে, উদয়সিংহ, জগমল, কাঞ্জিলাল
প্রভৃতি "সাবধান!" বলিয়া অস্ত্রের দ্বারা বনবীরের
অস্ত্র প্রতিহত করিল।]

করমচাঁদ। এ কি আশা-শা! এ তোমাব নিমন্ত্রণ সভা না একটা রণক্ষেত্রের মাঝখানে আমায় টেনে নিয়ে এলে? অন্তরে দিবারাত্র যে যুদ্ধ চলেছে, প্রতিমুহূর্ত্তে সেই যুদ্ধ কি মূর্ত্তিমান হ'য়ে চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে? আশা-শা! আমায় শান্তির আশ্রয় দেখিয়ে দাও!

বনবীর। ওঃ, আমি নিমন্ত্রণে এসেছি একটা বিদ্রোহীদলের মাঝখানে! তোমরা যে ভাবে রাণা বিক্রমজিৎকে বন্দী ক'রে হত্যা করেছ, আমাকেও সেইভাবে বিদ্রোহ-আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাও! আশা-শা! আজ তুমিও দাঁড়িয়েছ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদলের নেতা

হ'য়ে ? কমলমীর তাই এত নিমন্ত্রণের ঘটা ? উত্তম, এ বিদ্রোহিতা আমার স্মরণ থাকবে। আমার অশ্ব প্রস্তুত করতে বল, আমি এই মুহূর্ত্তে চিতোরে ফিরে যাবো।

আশা-শা। মহারাণা! আমায় শত্রু ভাববেন না।

উদয়। না রাজা, প্রকৃত শত্রু আমি ; এ শত্রুতার প্রকৃত পরিচয় দেবো চিতোর-সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে—আপনারই সম্মুখে।

জগমল। চিতোরে আমরা ন্যায়ের পূজা করবো—অন্যায়ের দণ্ড-বিধান করবো।

কাস্তিলাল। মহারাণা বনবীরের অন্যায়কেও চিতোরবাসী ক্ষমা ক'রে অব্যাহতি দেবে না।

বনবীর। উত্তম। আশা-শা! ষড়যন্ত্র ক'রে আজ এই অপমান করার জন্য তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আমারই কমলমীরে আমাকেই দংশনের জন্য ভগ্নীপুত্র ব'লে বিষধর কেউটে পোষ মানিয়ে রেখেছ ; কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, সর্পকুলের মিলিত দগ্ধশ্বাস পুঞ্জীভূত হ'য়ে সর্পকুলেরই উচ্ছেদসাধন করে।

[প্রস্থান।

করমচাঁদ। বনবীর কমলমীর ত্যাগ ক'রে গেল না কি ?

আশা-শা। হ্যাঁ রাওসাহেব ! কমলমীর ত্যাগ ক'রে চিতোরে ফিরে গেল প্রতিশোধ নেবার আয়োজন করতে ; আর সে সর্ব্বাগ্রে প্রতিশোধ নেবে আমারই উপর।

জগমল। চিন্তা করবেন না সর্দ্দারজী ! আমরা এখনো বেঁচে আছি। আমরাই তার সৌভাগ্য গ'ড়ে দিয়েছি, আমরাই আবার তাকে দুর্দ্দশার চরম নিম্নে টেনে নিয়ে আসবো।

করমচাঁদ। কমলমীরে তোমার স্থান না হয়, এই বৃদ্ধের কুটীরে

তোমার স্থান নির্দ্দেশ রইলো আশা-শা! চিন্তা নাই—ভয় নাই; এমন বীরাচারী ভাগিনেয় যার সহায়, তার বিপদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু আশা-শা! কোথায় পেলে এমন ভাগিনেয়? এ কি সত্যই তোমার ভাগিনেয়?

আশা-শা। হ্যাঁ—ভাগিনেয়, কিন্তু—

জগমল। আমারও সন্দেহ হয় সর্দ্দারজী! মনে হয়, এই যুবক যখন শিশু ছিল, তখন কি এর নাম ছিল কেশরকেতন, না তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে? আমার নিজের দৃষ্টিকে সন্দেহ হ'চ্ছে সর্দ্দারজী! আপনি সত্য বলুন, এই যুবক কেশরকেতন না রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহ?

কাঞ্জিলাল। বলুন সর্দ্দারজী! বনবীর নিজের হাতে যাকে হত্যা করেছে—যে উদয়সিংহের মৃতদেহ পান্নাবাঈ নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সে উদয়সিংহ কি বেঁচে আছে?

আশা-শা। না—না, এ প্রশ্নের উত্তর আমি ঠিক দিতে পারবো না—আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না; আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

উদয়। তবু ধৈর্য্য ধ'রে খোলা কণ্ঠস্বরে সোজা দাঁড়িয়ে তোমায় বল্‌তে হবে মাতুল, আমি কে? ভস্ম দিয়ে আগুন চেপে রেখেছ, বাতাসে সে প্রকাশ পেতে চায়। বল্‌তে হবে তোমায়, আমি কে?

করমচাঁদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কে তুমি—কে তুমি?

কাঞ্জিলাল। বলুন—বলুন সর্দ্দারজী, কে এই যুবক?

আশা-শা। পান্নাবাঈয়ের গচ্ছিত রত্ন—রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র।

উদয়। আমি উদয়সিংহ—আমি—

সকলে। উদয়সিংহ?

উদয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি উদয়সিংহ। অত্যাচারিত পাণ্ডবের ছদ্ম-মূর্ত্তি যেমন প্রকাশ হয়েছিল দ্বাদশ বৎসর পরে বিরাটভবনে, রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহও আজ আত্মপ্রকাশ করছে তেমনি-ভাবে এই কমল্মীরে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য ছিল তাঁদের পাপ দুর্য্যোধনের ছিন্নমুণ্ড, আমারও লক্ষ্য বনবীরের ছিন্ন মস্তক। চিতোরের শুভাকাঙ্ক্ষী রাওসাহেব! চিতোরের সর্দ্দারদল! কি চান আপনারা, বলুন? কাকে চান আপনারা, বলুন? অত্যাচারী বনবীরকে না অত্যাচারিত এই উদয়সিংহকে?

করমচাঁদ। আমরা তোমাকেই চাই কুমার! রাণার আসনে আমরা দেখ্‌তে চাই তোমাকে; আমি নিজের হাতে রক্তটীকা দিয়ে আজ এখনি এইখানে তোমায় অভিষিক্ত করবো।

উদয়। অভিষিক্ত হবো এখানে নয় রাওসাহেব! চিতোরে চিতোরেশ্বরী মাকে সাক্ষ্য ক'রে। ললাটে রাজটীকা গ্রহণ করবো এখানে নয় ভদ্র, চিতোরের সিংহাসনে ব'সে। আর সেই বাসনা চরিতার্থ করতে আমি শপথ করছি এই মুক্ত তরবারিহাতে, আপনারা শুধু ঐকান্তিক যত্নে আমার সাফল্য কামনা করুন।

করমচাঁদ। জয় রাণা উদয়সিংহের জয়!

সকলে। জয় রাণা উদয়সিংহের জয়!

করমচাঁদ। আশা-শা! মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করেছ, এতে পুরস্কারই পাবে। নির্ভয়ে কুমার উদয়সিংহের চিতোর যাত্রার উদ্যোগ ক'রে দাও!

[উদয়সিংহের জয় ঘোষণা করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদ।

শীতলসেনী।

শীতলসেনী। বনবীর! বনবীর! কই, কোথায় বনবীর? সে কি এখনও কমলমীরে? আশা-শা নিমন্ত্রণের ছলে তাকে কি কমলমীরে আটক রাখ্‌লে? এখানকার ঐ সিংহাসনে তবে বস্‌বে কে? না—না, সেই তো বস্‌বে। আকাশের সূর্য্যকে ছিঁড়ে এনে মাটিতে পদদলিত ক'রে নিশ্চিন্ত করেছি, সেখানে কাকে অধিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য? ঐ বনবীরকে—আমার পুত্র বনবীরকে। নৃত্যকলা নিয়ে সারা দেশ তার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে নৃত্য কর্‌বে—আসনে আসনে বনবীরের মুখ চেয়ে সভাসদ্‌গণ বিরাজ কর্‌বে,—সর্দ্দারদল নতমস্তকে প্রতিমুহূর্ত্তে তার আদেশের অপেক্ষায় থাক্‌বে—সমস্বরে বল্‌বে "জয় বনবীরের জয়!" আমি দেখ্‌বো—শুন্‌বো—তৃপ্তি পাবো। যদি দেবীকাবাঈ বেঁচে থেকে বনবীরের এ সৌভাগ্য দেখ্‌তো আর মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলে মর্‌তো, তা হ'লে আমি আরও তৃপ্তি পেতুম। সে দেখ্‌লে না, এ আমারই শাস্তি। সে মৃত্যু বরণ ক'রে আমাকেই শাস্তি দিয়ে গেছে। সে দেখ্‌লে না বনবীরের জয়—বল্‌লে না বনবীরের জয়—

পান্নাবাঈয়ের প্রবেশ।

পান্নাবাঈ। কেউ বল্‌বে না বনবীরের জয়। ভগবানের কণ্ঠস্বরে সুর মিলিয়ে সবাই বল্‌বে বনবীরের পরাজয়।

শীতলসেনী। পান্না! তুই এখানে? কোথায় ছিলি? কখন এলি?

পান্নাবাঈ। বেঁচে থাকবো ব'লে যেখানে সেখানে থাকতুম—ভগবানের পায়ে সব বিলিয়ে দিয়েছি ব'লে তিনিই হাত ধ'রে পুরস্কার দিতে ফিরিয়ে এনেছেন।

শীতলসেনী। পান্না! তুই এখানে থাক্; আমি তোকে অন্ন দেবো—বস্ত্র দেবো—তোর কোন অভাব রাখ্‌বো না।

পান্নাবাঈ। তোমার অন্ন মুখে তুল্‌তে এখানে আমি আসি নাই। তোমার অন্ন খাবে শৃগাল কুকুরে—শয়তানে।

শীতলসেনী। তবে কি আশায় এখানে এসেছিস্?

পান্নাবাঈ। এখানে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হবে, তাই দেখ্‌তে এলুম। তোমার মত রাক্ষসীকে রাজপুরী থেকে তাড়াতে এলুম।

শীতলসেনী। বটে? বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা রাজপুরী থেকে।

পান্নাবাঈ। আমি নয়, তুমিই প্রস্তুত হও; কালনাগিনীর ফণা ছেদন করতে খড়্গহাতে সে আস্‌ছে।

শীতলসেনী। কে আস্‌বে? কার এত সাহস? কে আবার মর্‌তে চায়?

পান্নাবাঈ। আস্‌ছে আমার উদয়চন্দ্র—বিশ্বজয়ী সাহস তার। আস্‌ছে মর্‌তে নয়—মরণ দিতে।

শীতলসেনী। উদয়চন্দ্র? কে সে?

পান্নাবাঈ। রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহ।

শীতলসেনী। উদয়সিংহ? বেঁচে আছে? বনবীর তবে কাকে হত্যা করেছে?

পান্নাবাঈ। কাকে জান? না—তবু বল্‌বো না; উদয়সিংহ বেঁচে আছে, এই যথেষ্ট! আমি চিতোরেশ্বরীর পূজা পাঠিয়ে দিই—পূজা পাঠিয়ে দিই— [প্রস্থান।

শীতলসেনী। উদয়সিংহ বেঁচে আছে, তাই আমি বিশ্বাস করবো? ছাইচাপা আগুনই বাতাস পেয়ে জ্ব'লে ওঠে, কিন্তু অগ্নিদগ্ধ শ্মশান-ভস্ম থেকে কি উদয়সিংহ সৃষ্টি হ'লো? সে প্রতিশোধ নেবে? কার উপর? আমার উপর? বনবীরের উপর? আবার আগুন জ্বাল্‌বো—বিষ তৈরী করবো—নিজের হাতে ছুরি ধরবো।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। কে, মা? নিজের হাতে ছুরি ধরবে? তাই ধরো; কিন্তু সেই ছুরি যদি সাত বৎসর পূর্ব্বে নিজের হাতে ধরতে মা, তা হ'লে আমার জীবনগতির একটা অর্থ থাক্‌তো।

শীতলসেনী। কি অর্থ?

বনবীর। আমি কমলমীরেই থাক্‌তুম—দাসীপুত্রই থাক্‌তুম, এতটা নীচ হ'তুম না, বাহুবলে সর্ব্বজয়ী হ'য়ে আজ সর্ব্বহারা হ'তুম না।

শীতলসেনী। সিংহাসন অধিকার ক'রে তুমি এতটা নীচ হয়েছ না কি?

বনবীর। শুধু নীচ নয় মা, আমি আজ শক্তিহীন; আজ লক্ষ লক্ষ অস্ত্র আমার বিরুদ্ধে—আজ সংসারে আমি একা।

শীতলসেনী। কেন, কিসে তুমি নীচ, কিসে তুমি শক্তিহীন?

বনবীর। যে ছুরি আজ ধরবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছ, সেই ছুরিতে আমার বুক চিরে দেখ, আমি কি—কতটা নীচতায় ভ'রে গিয়েছে আমার অন্তর; আর সেই নীচতা দিয়েছ আমাকে তুমি।

শীতলসেনী। আমি?

বনবীর। হ্যাঁ—তুমি; উচিৎ ছিল তোমার,আমাকে চিতোরের সিংহাসন চিনিয়ে না দিয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির উপদেশ দেওয়া। তুমি মা, কিন্তু রাক্ষসীর আচরণে তুমি গড়েছ আমায় একটা হিংস্র পশু।

শীতলসেনী। ও, এই তোমার ধারণা? আমি বাক্ষসী? এত-খানি অধঃপতন হয়েছে তোমাব? ওঃ, নিজেব পুত্র—নিজের পুত্র! বনবীর! সর্ব্বগ্রাসী গ্রহ আসছে তোমায় গ্রাস করতে, কে বাঁচাবে তোমায়? আমিই না? আমাবই আশীর্ব্বাদ না?

বনবীর। না—না, আশীর্ব্বাদ ক'রো না মা, অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও! সারাটা সংসাব দিচ্ছে অভিশাপ; তাদেব অলক্ষ্য শক্তিতে তোমার আশীর্ব্বাদ উপেক্ষা করতে আজ আমি বাধ্য।

শীতলসেনী। তবে অভিশাপই নে—অভিশাপই নে; আজ মাতৃ-হত্যা কর! আমি নিজের হাতে বিষ তৈরী করছি, সেই বিষ আমার কণ্ঠে ঢেলে দে—ওবে, আমার কণ্ঠে ঢেলে দে।　　　　　[প্রস্থান।

বনবীর। এই তো জগতের নিয়ম। প্রাপ্য না থাকলে জোর ক'রে প্রকৃতির বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে এমনি ক'রেই শাস্তি পেতে হয়। বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন, ভূকম্পন, সবাই একসঙ্গে আমার কর্ম্মের প্রতিদান দিতে আসছে; রক্ত-আঁখিতে কৈফিয়ৎ চাইছে, কারাগারে শৃঙ্খলিত ভাইকে হত্যা করেছ কেন—সুষুপ্ত শিশুর কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত করেছ কেন? কৈফিয়ৎ নেই; নরশোণিতে হস্ত আমার কলঙ্কিত—নিত্য নিত্য চোখের সম্মুখে শোণিতসিক্ত প্রতিহিংসার প্রেতমূর্ত্তি। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে, অধস্তলে প্রেতের তাণ্ডবলীলা, আর অমানুষিক চীৎকার—শুধু "কৈফিয়ৎ"—কৈফিয়ৎ!"

করমচাঁদের প্রবেশ।

করমচাঁদ। হ্যাঁ বনবীর, কৈফিয়ৎ—আমাদেরও ঐ প্রশ্ন—"কৈফিয়ৎ!"

বনবীর। সর্দ্দার করমচাঁদ! আপনারাও চান কৈফিয়ৎ? কিন্তু সে কৈফিয়ৎ কে দেবে বলতে পারেন? আমি না আপনারা?

করমচাঁদ। এ কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনাকে, কারণ নরহন্তা আমরা নই—আপনি।

বনবীর। চমৎকার! বল্‌তে পারেন সর্দার, এই বিরাট নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমায় উৎসাহিত করেছিল কে? চিতোরের সিংহাসনটাকে সহস্র সহস্র প্রলোভনের মণি-মাণিক্যে সজ্জিত ক'রে আমার পদ-প্রান্তে উপহার দিতে ছুটে এসেছিল কারা?—আপনারা। আত্মীয়তা, প্রভুভক্তির ভাণে ভুলিয়ে কমল্মীর থেকে এক নিরীহ লোক-পরিত্যক্ত দাসীপুত্রকে হাত ধ'রে টেনে এনে চিতোরের মহারাণা ব'লে অভি-বাদন করেছিল কারা?—আপনারা। সেই মহাপ্রাণ রাজভক্ত আপনারাই আজ এসেছেন আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে—চমৎকার!

আশা-শা, জগমল ও কাঞ্জিলালের প্রবেশ, আশা-শার হস্তে উপযুক্ত আচ্ছাদনে এক থালা মিষ্টান্ন ছিল।

বনবীর। এই যে সর্দার আশা-শা। হাতে ও কি?

আশা-শা। মিষ্টান্ন। আমার পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আপনি অভুক্ত চ'লে এসেছেন, তাই এ মিষ্টান্ন মহারাণার জন্য স্বহস্তে এনেছি।

বনবীর। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মহারাণাকে নিমন্ত্রণ করেছিলে, তাতে মিষ্টান্ন কেন আশা-শা? স্বর্ণপাত্রে নিয়ে এসো সুতীব্র হলাহল—নরহন্তা রাজহন্তা নারকীর যোগ্য উপহার। নিয়ে এসো—নিয়ে এসো আশা-শা, তেমন তীব্র কালকূট যদি কোথাও খুঁজে পাও।

আশা-শা। মহারাণা—

বনবীর। মহারাণা? আর এ সম্ভাষণ কেন আশা-শা? সে দিন তো চ'লে গিয়েছে—আজ আর আমি চিতোরের মহামান্য মহারাণা নই; আজ আমার পরিচয় নরহন্তা রাজহন্তা ভ্রাতৃহত্যাকারী নৃশংস

বনবীর। একদিন ছিল, যে দিন তোমরা এই সব সর্দারের দল সসম্ভ্রমে আভূমি নত হ'য়ে আমারই মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে উল্লসিত জয়ধ্বনির সঙ্গে আমায় অভিনন্দন জানিয়েছিলে; আর আজ এসেছ তোমরা আমার কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ নিতে! আর তোমাদেরই অগ্রদূত হ'য়ে এসেছেন সর্দার করমচাঁদ।

আশা-শা। আমরা তো মহারাণার—

বনবীর। কৈফিয়ৎ চাও নি, বরং উপহার এনেছ উপাদেয় মিষ্টান্ন, নয় সর্দার? এরই মধ্যে ভুলে গেলে সর্দার, কমল্মীরে রাণাকে কি ভাবে অতিথিসৎকার করেছিলে? নিজে অপমান করতে না পেরে নিজের ভগ্নিপুত্রকে নিয়োজিত করেছিলে রাণার পরিচর্য্যায়; আর আজ স্বহস্তে এনেছ মিষ্টান্নের থালা—মিছবীর ছুরিতে রাণার নৃশংস আচরণের কৈফিয়ৎ নিতে! নয় কি? ও কি, চুপ ক'রে রইলে যে, উত্তর দাও।

জগমল। কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিতে প্রত্যেকেই বাধ্য, তা তিনি চিতোরের মহারাণাই হোন্ আর সামান্য একজন প্রজাই হোন্।

বনবীর। এ কথাটা তোমার মুখেই শোভা পায় জগমল, কারণ চিতোরের সিংহাসনে বসাবার জন্য সর্ব্ব প্রথম তুমিই ছুটে গিয়েছিলে কমল্মীরে এই হীন দাসীপুত্রের কাছে, আর মূর্খ আমি, তাই তোমাকেই আমার শুভানুধ্যায়ী পরমাত্মীয় ব'লে গ্রহণ করেছিলুম বিনা দ্বিধায়। তোমাদের কোন অপরাধ নেই জগমল, এ রাজপুতানার মাটির গুণ; এই মাটিতে জ'ন্মে বনবীর নরহন্তা—রাজহন্তা—ভ্রাতৃহত্যাকারী, আর তোমরাও জনে জনে বিশ্বাসঘাতক—রাজদ্রোহী। চিতোরের কণ্টকময় সিংহাসনের লোভ থাকে তো বল জগমল, আমি তোমারই মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিচ্ছি! কাঞ্জিলাল! আশা-শা! করমচাঁদ! তোমাদের কি মত? তোমাদের মধ্যে কি কেউ চাও এই অভিশপ্ত কণ্টকাসন? এসো—

এগিয়ে এসো! যে চাইবে, আমি সানন্দে তারই মাথায় এই মণিময় মুকুট পরিয়ে দিয়ে আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবো; এসো—এসো—

কাঞ্জিলাল। তোমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে না বনবীর, আমাদের মত অযোগ্যের মাথায় মণিময় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে। ঐ মুকুটের প্রকৃত অধিকারী যে, সেই ছিনিয়ে নেবে তোমার ঐ দর্পিত শির থেকে নিজের বাহুবলে।

বনবীর। হায় মূর্খ! এ মুকুটের প্রকৃত অধিকারী কি আর আছে? আমি যে স্বহস্তে সে পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছি! জগমল! কাঞ্জিলাল! তোমরাই তো আমায় এই সিংহাসনে বসিয়েছিলে, পার না কি তোমরা একজন যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে আনতে, যার মাথায় আমি নিজের হাতে এই রাজমুকুট পরিয়ে দিই?

আশা-শা। মহারাণা—

বনবীর। বল আশা-শা, আছে কি কেউ এমন যোগ্য ব্যক্তি?

উদয়সিংহের প্রবেশ।

উদয়। শুধু যোগ্যতায় নয় ঘাতক, ন্যায়ের দাবী নিয়ে, ধর্ম্মের দাবী নিয়ে উদ্যত অস্ত্রে রাজহন্তা ভ্রাতৃহন্তা পিশাচের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে, এমন লোকও আছে দস্যু!

বনবীর। কে? তুমি? আশা-শার ভাগিনেয়?

উদয়। হ্যাঁ—আমি।

বনবীর। আশা-শার ভাগিনেয়, এই কি তোমার সত্য পরিচয়? মনে রেখো, প্রশ্নকর্ত্তা চিতোরের মহারাণা।

উদয়। কে মহারাণা? তুমি রাজহন্তা দস্যু!

বনবীর। তোমার এ ঔদ্ধত্য শোভা পায় না বালক! মনে

রেখো, যতক্ষণ এই মহিমময় উষ্ণীষ আমার মাথায় আছে, ততক্ষণ আমি চিতোরের মহারাণা—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাণার সম্মুখে সংযত হ'য়ে কথা কও—তোমার সত্য পরিচয় দাও।

উদয়। শ্মশানের ভস্মরাশি যদি জীবন্ত মানুষ হ'য়ে ফিরে আসে, তা কি তুমি বিশ্বাস করতে পার দস্যু?

অস্ত্রহস্তে শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতলসেনী। শ্মশানের ভস্মরাশি জীবন্ত হ'য়ে উঠলেও তাকে আবার ভস্মেই পরিণত হ'তে হবে, যতক্ষণ শীতলসেনীর অস্তিত্ব জগতে বিদ্যমান থাক্‌বে। [পশ্চাত হইতে উদয়কে অস্ত্রাঘাতে উদ্যোগ।]

বনবীর। [ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে] মা।

শীতলসেনী। করছো কি মূর্খ রাণা। উদ্যতফণা কালসর্প তোমায় দংশন করতে ছুটে এসেছে, তাকে তুমি বধ না ক'রে এ কি করছো?

বনবীর। হিংসাবৃত্তিতে তোমার পুত্রও কম যায় না মা। এখনই দেখ্‌তে পাবে তার প্রমাণ, আগে জান্‌তে দাও হিংস্র নাগের পরিচয়।

শীতলসেনী। তোমার চিরশত্রু উদয়সিংহ—

বনবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মৃতকল্প উদয়সিংহ—চিতোরের রাণাপুত্র?

শীতলসেনী। কোন প্রশ্ন নয় বনবীর, শত্রুকে বধ কর।

বনবীর। আশা-শা। সর্দারদল। কি মত তোমাদের? শত্রুকে হাতে পেয়েছি, বল এখন তোমরা, তাকে নিয়ে কি করবো?

শীতলসেনী। বধ কর—বধ কর—

উদয়। উদয়সিংহও কাপুরুষ নয় রাক্ষসী, যে একটা হীন দস্যু তাকে পশুর মত হত্যা করবে! যদি ক্ষত্রগর্ব্ব থাকে বনবীর, অস্ত্র ধর—যুদ্ধ কর—[বনবীরকে আক্রমণ করিতে অস্ত্র উদ্যত করিল।]

বনবীর। [দুই বাহু প্রসারিত করিয়া] ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কি অস্ত্র ধরতে হয় অবোধ বালক! ওরে, ভাগ্যহীন বনবীর অতি হীন দাসীপুত্র হ'লেও রাণা পৃথ্বিরাজের ঔরসজাত—তোর ভাই। আয় ভাই, আমার বুকে আয়, যদি তোর পরশ পেয়ে আমার বুকের জ্বালা একটুখানি জুড়োয়! [উদয়কে আলিঙ্গন।]

সর্দ্দারদল। জয় মহারাণার—

বনবীর। চুপ কর স্তাবকের দল! এখনও সময় হয় নি; [উদয়কে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাথায় উষ্ণীষ পরাইয়া দিলেন।] উদয়! ভাই! একদিন একটা ভুলের বশে আমি তোমায় হত্যা ক-তে গিয়েছিলুম, আজ আবার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমিই তোমাকে চিতোর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলুম।

শীতলসেনী। পুত্রও এমন শত্রুতা করতে পারে? ওঃ অসহ্য—অসহ্য! মৃত্যু! কোথায় তুমি? এ শত্রুপুরীতে আর আমার স্থান নেই—তুমিই আমার আশ্রয়। [প্রস্থান।

বনবীর। সইতে পারলে না মা—কেমন ক'রে সইবে? তুমি যে রাক্ষসী! বনবীরের রাক্ষসী মায়া কেটে গেছে, এ কি তোমার সয়? এ কি, নীরব কেন তোমরা সর্দ্দারের দল! জয়ধ্বনি কর—বল জয় মহারাণা উদয়সিংহের জয়!

সর্দ্দারদল। জয় মহারাণা উদয়সিংহের জয়!!